

বিন্ধ্যাবলী

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায়



বিন্ধ্যাবলী।

(নাটক)

প্রণেতা শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায়

জমিদার, নড়াইল।

কলিকাতা,

৫ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর,

"বিশ্বকোষ-প্রেসে"

এ, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০৭।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

বলিরাজ	(প্রহ্লাদের পৌত্র, অসুর	
ব্রহ্মা		ইন্দ্র
বিষ্ণু		যম
শিব		পবন
হরি		প্রহ্লাদ
হরিহর		মদন
নারদ		জ্ঞান
শুক্রাচার্য্য	(বলিরাজ-গুরু)	ধর্ম্ম
নন্দী ...	(শিবের অনুচর)	গিরিরাজ
কশ্যপমুনি	(বামনের পিতা)	
বামন ..	(কশ্যপপুত্র—হরির অবতার)	
বিপ্রচিত্ত	(বলিরাজের সেনাপতি)	

ঋষিগণ, দূতগণ, দেবসেনা, অসুরসেনা, মুনিবালকগণ, পারিষদদ্বয়, জনৈক মুসলমান, ভেড়ুয়া, তবলচি, সারেঙ্গওয়ালা ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

বিন্ধ্যাবলী (বলিরাজমহিষী)	অদিতি (কশ্যপমুনিপত্নী)
শচী (ইন্দ্রপত্নী)	রতি (মদনের স্ত্রী)
কালী	সরস্বতী
মেনকা (গিরিরাজপত্নী)	বুদ্ধি

বিদ্যাধরীগণ, সখীগণ, মুনিপত্নীগণ, নর্ত্তকী, মুসলমানপত্নী, চাকরাণী ইত্যাদি।

লক্ষ্মী ও মোহিনী মূর্ত্তি।

বিন্ধ্যাবলী।

—— ⊰⁂⊱ ——

প্রস্তাবনা।



(সভাগৃহ)

দুই দুই জন বিদ্যাধরী এক এক দিক্ হইতে
গাইতে গাইতে, নাচিতে নাচিতে
প্রবেশ ও ফিগার করিয়া
দণ্ডায়মান।

(১)

গীত।

১ম ও ২য় বিদ্যা। ফুট্‌লো ফুল, ছুট্‌লো অলি,
কোকিল-বঁধূ মন মজায়।
চাঁদের ছটায়, লতায় পাতায়,
কতই সুধা ঢেলে দেয়॥

৩য় ও চতুর্থ। তমাল কোলে নেচে দুলে
মাধবী ঐ প্রেম বিলায়।

সাদা মেঘে সোণার আভা
নীলগগনে শোভা পায় ॥

৫ম ও ষষ্ঠ। ফুল্ল দলে ফুলরাণী
সেজেছে ঐ কুমুদিনী,
আমোদিনী আমরা ধনি
বসন্ত হাওয়ায়।

সকলে। নেচে নেচে, ফুলের সাজে,
সাজ্‌বো সবে আয় ॥

১ম বিদ্যাধরী। ভাই, আমোদ করি—আর যাই করি ; কিন্তু মনে শান্তি নাই। শান্তির জন্য কত চেষ্টা করি, তিলার্দ্ধ শান্তি পাই না!

২য় বিদ্যাধরী। শান্তি? শান্তি? আমাদের যদি শান্তি, তবে অশান্তি ভোগ কর্‌বে কে? অধম ব'লে যদি কিছু থাকে ত আমরাই।

৩য় বিদ্যাধরী। কেন, আমরা অধম হ'ব কেন? এই স্বর্গপুরে বাস ক'চ্ছি, স্বর্গের শোভা দেখ্‌ছি। সিদ্ধ যোগী-ঋষিরা যাহা প্রার্থনা করেন, আমরা সেইস্থানে রয়েছি। আমরা অধম হ'ব কেন?

৪র্থ বিদ্যাধরী। ভাই, ব্যবসার দোষ। কোন্ পুণ্যে স্বর্গে এসেছি, তা বল্‌তে পারিনে ; কিন্তু ভাই, শত সহস্র অধর্ম্ম ক'রেছিলাম, তাই এই বৃত্তি।

৫ম বিদ্যাধরী। কি তোরা বলাবলি ক'চ্ছিস্? "যথা নিযুক্তোঽস্মি

তথা করোমি” আমি ত ভাই, এই বুঝি। ব্যবসার দোষ কি হ’লো ?

১ম বিদ্যাধরী। আরে ভাই ! সাত জন্ম অধর্ম্ম ক’রে বেশ্যা, আর ক্যারাচিগাড়ীর ঘোড়া হয়। ক্যারাচিগাড়ীর ঘোড়ার যেমন সময় নেই, অসময় নেই ; ইচ্ছায় হ’ক, অনিচ্ছায় হ’ক, যখনি লোক জুট্‌বে—তখনি চ’ল্‌তে হবে ; চ’ল্‌বে—তবু চাবুক পিটে প’ড়্‌বে। আমাদেরও সময় নাই, অসময় নাই, লোক বিবেচনা নাই, শত সহস্র বৎসরের পোক-পড়া দুর্গন্ধযুক্ত ঋষি আর যুবা কাহারও হাত হ’তে নিস্তার নেই।

৬ষ্ঠ বিদ্যাধরী। আরে ভাই ! চুপ্ কর্, চুপ্ কর্। অভিসম্পাতের ভয় করিস্ না। ব’লেছিস্ ভাই ঠিক্, মনের কথা মনেই রাখ্। কত যে অধর্ম্ম ক’রেছিলাম, তার সীমা নেই। আচ্ছা, ভাই ! এ সভায় এত লোক-সমাবেশ হ’য়েছে কেন ?

২য় বিদ্যাধরী। জানিস্ না ? তোরা অভিনয় কর্‌বি, তাই দেখ্‌তে এসেছে।

৪র্থ বিদ্যাধরী। ভাল,—সে ত আমাদের কার্য্য। আচ্ছা বল দেখি, কোন্ বিষয় অভিনয় ক’র্‌লে সকলের মনোরঞ্জন হয় ? এমন বিষয় স্থির কর।

৫ম বিদ্যাধরী। লোকের মনোরঞ্জন করা আমাদের কাজ নয়। তবে—আমার বিবেচনায়, কোন রাজারাজড়ার কীর্ত্তি হ’লে ভাল হয়।

৩য় বিদ্যাধরী। ও বিষয়ে আর কাজ নেই, ওতে আমার মত নেই। ক’র্‌তে হয়—স্ফুর্ত্তি ক’রে কর। যাতে ঠাকুর দেবতার নাম আছে, উপদেশ আছে, এমন একটা বিষয় স্থির কর।

১ম বিদ্যাধরী। দেখ্ ভাই! লোক সকল নিতান্ত অধীর হ'য়েছে, সত্বর অভিনয়-বিষয় স্থির করা উচিত; কিন্তু তোরা যে হৈ চৈ লাগিয়েছিস্, তাতে তোদের একটা মীমাংসা ক'ত্তে রাতি কেটে যাবে। আমার বিবেচনায় সরস্বতীকে আহ্বান কর, তিনি এসে ঠিক্ ক'রে দিয়ে যান্। সেই বাগ্‌বাণীর প্রসাদে আমরা কৃতকার্য্য হ'ব।

সকলে। ভাল, ভাল, বেশ পরামর্শ। তাঁকে ডাক্‌লেই কি তিনি এখানে আস্‌বেন?

১ম বিদ্যাধরী। এক মনে তাঁকে চিন্তা ক'র্‌লে—শরীরে যে তাড়িত আছে, তদ্দারা আত্মাকে চালিত করে; তার সঙ্গে যোগ ক'র্‌তে পার্‌লে, তিনি অবশ্যই আস্‌বেন। কিন্তু দেখ্ ভাই! সকলে গোলমাল করা ভাল নয়। আমি যেমন ক'রে দাঁড় করাই, সেই রকমে তোরা দাঁড়া, আমি তাঁকে আহ্বান ক'র্‌ছি।

(বিদ্যাধরীদিগকে দাঁড় করান, প্রথমের সম্মুখে হাঁটুগাড়িয়া গীত)

(২)

গীত।

১ম বিদ্যাধরী। এস মা বীণাপাণি!
ত্বং নমামি নারায়ণি!
আগমে নিগমে তুমি মা জননী,
ওহে জ্ঞানদায়িনি!
না জানি ভজন, না জানি পূজন,
দাও হে দেখা ওহে নীলবসন!

চরণে নুপুর, মস্তকে চিকুর,
দেখা দিয়ে মাগো, রাখ হে জননি!
কোথা হে অভয়া দাও হে দেখা,
সন্তানের প্রতি কর মা করুণা।
(এই) রঙ্গালয়ে এসে, দরশন দিয়ে,
তার হে বিপদে ওগো মা তারিণি॥

(সরস্বতীর নাচিতে নাচিতে, গাইতে গাইতে প্রবেশ)

(৩)

গীত।

সরস্বতী॥ গাও গাও বীণে!
সযতনে সুতানে সে বিশ্বজীবন মধুর নাম।
যিনি জ্যোতিঃরূপ, অনুপমরূপ,
যাঁহার স্বরূপ এ বিশ্বধাম॥
যাঁহার কৃপায় অপায় না রয়,
অনল অনিল যাঁহার লীলায়;
রবি শশী তারা, সসাগরা ধরা,
যাবৎ বিষয় প্রকাশে প্রকাম।
শ্রবণে মননে, যোগী যোগাসনে,
নেহারে যাঁহারে বিবেক-নয়নে;
উপাধি বিষয়, যাহাতে না রয়,
গাও তাঁরি নাম না রহিবে কাম॥

(সকল বিদ্যাধরী সরস্বতীকে ঘিরিয়া নৃত্য)

(৪)

গীত।

বিদ্যাধরীগণ। (মরি) শ্বেতোৎপল চরণ-সরোজ রাজে।
রুণু রুণু রুণু ঝুনু ঝুনু ঝুনু,
কিঙ্কিনী ঘন বাজে॥
এসেছে জননী, বাণী বীণাপাণি,
অমল ধবল সাজে।
চল চল মার চরণ ধরি, উথলে আনন্দ উৎস ;
পুলকে পূর্ণ, ধরণী ধন্য,
মন-মধুপ গাজে।
হৃদি-মন্দির মাতিল সই !
ওই দেখ বীণা বাজে॥

সরস্বতী। ভকত ডাকিলে কভু নারি তিষ্ঠিবারে
ক্ষণকাল ; শুন ওহে বিদ্যাধরীগণ !
ভকত আমার প্রাণ, ভকত-জীবন,
ভকতের তরে পারি সব সহিবারে।
যেবা ডাকে এক মনে, যতনে তাহারে—
বিতরি করুণা-কণা, তুলি কীর্ত্তিমার্গে ;
যশের সৌরভে তার পূরিয়া দিগন্ত,
অমরত্ব দানে তায় তুষি সযতনে।
রাজা মহারাজ আদি—তুচ্ছ তার কাছে,
লভেছে যে ভাগ্যবান্ আমার প্রসাদ।

আপন ভবনে পূজ্য রাজা মহারাজ
মোর বরপুত্র কিন্তু অক্ষয় জগতে।
এবে শুনি, কি কারণ করেছ স্মরণ ;
অবিরাম ব্যস্ত আমি, নাহি অবকাশ—
রাখিতে সবার মন। কোথা ছাত্রবৃন্দ !
আসিছে পরীক্ষা দেখি, এক মন হ'য়ে
ডাকে সকাতরে। গীতবাদ্য তরে—কেহ,
আঁকিছে মানস-পটে রাঙ্গা পদযুগ।
কবিতা অমৃতপানে লুব্ধ কোন জন,
নয়ন মুদিয়া শুধু স্মরিছে আমারে।
ভক্তিভরা প্রাণে সবে ডেকেছ আমায়,
আর কি থাকিতে পারি, হেন ডাক শুনি ?
বল সবে, কি কারণ হেন আবাহন ?

১ম বিদ্যাধরী। মা ! মা ! বড় বিপদে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি, সমাগত ব্যক্তিগণ অভিনয় দর্শন-মানসে আসীন। কিন্তু কোন্ বিষয় অভিনয় করে দর্শকবৃন্দের মনো-রঞ্জন করি, তা স্থির কর্‌তে অক্ষম হ'য়ে আপনার আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছি। অভিনয়-বিষয় স্থির করে ও সাহায্যদানে কৃতার্থ করুন।

সরস্বতী। মানব-গঞ্জনা পানে
কে নিবারে চাহিবারে ?
নিন্দুক লোকের সনে
কে নিষেধে মিশিবারে ?
কেরে হেন ভালবাসে,
কে ঢালে করুণা-রাশি ?

কে আঁকিল নিজ ছবি,
আমার হৃদয়ে আসি !
ভুলিতে নারিব তারে,
সেও মোরে ভুলিবে না।
কে যে এত ভালবাসে,
জানিয়াও তা জানিনা।

আমার বিবেচনায়—হরির নাম, হরির মাহাত্ম্য, ধর্ম্ম-উপদেশ ও সাংসারিক উপদেশপূর্ণ "বিন্ধ্যাবলী" নাটক—বলির পাতালপ্রবেশ কীর্ত্তন করে, শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন কর।

(৫)

গীত।

বিদ্যাধরীগণ। আশার আশা পূরিল সই !
বীণার তানে।
উথলে আনন্দসিন্ধু,
বীণাপাণির অভয়দানে॥
ছুটেছে হৃদয়-লহর, ভেসেছে প্রেমের সাগর,
মন মানেনা—সই বোঝেনা,
মেতেছে মন আশার টানে।
চল চল সই সেজে গুজে, মাতাই সবে মোহন প্রাণে॥

[সকলের প্রস্থান।

পট-পরিবর্ত্তন

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(নন্দন-কানন)

ইন্দ্র, পবন, যম, বরুণ ও সেনাপতিগণ দণ্ডায়মান।

ইন্দ্র। এই পরিবর্ত্তনশীল জগৎ ক্ষণ-কালের জন্য স্থির নয়। কেবল চক্রাকার ভ্রমণ কর্‌ছে। আজ সুখ, কাল দুঃখ, আজ রাজা, কাল পথের ভিখারী। তবে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি,—কর্ম্মই সার। যে যেমন কার্য্য করে, সে তেমনি ফল পায়। সেই হরি, যিনি আদি পুরুষ, যাহ'তে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও ওঁঙ্কারের উৎপত্তি, যে ভগবানের ইচ্ছায় জগৎ চল্‌ছে, সেই হরি দেবপক্ষ। দেবতার দুঃখে দুঃখী, দেবতার সুখে সুখী। আমাদিগের পূজা কর্‌লে, তাঁর তৃপ্তি জন্মে। এখন বলির ভয়ে দেবগণ শঙ্কিত! কোন্ সময়ে কি হ'বে তাহা বিবেচনা করিবার আবশ্যক। আশঙ্কা এই, বলি যোগ বলে বলীয়ান্।

যম। হে রাজন্! 'দেবগণ সকলেই আপনার আজ্ঞাবহ। দেবগণ অস্ত্রশস্ত্রে দক্ষ, বলীয়ান্ ও সুশিক্ষিত।

ইন্দ্র। দেববল দুর্ব্বল নহে সত্য ; কিন্তু বলি দৈববলে বলীয়ান্। তার কাছে সকলেই পতঙ্গবৎ। আমার বোধ হচ্ছে স্বর্গরাজ্য আমার আর অধিক কাল ভোগ কর্‌তে হবে না।

যম। অমরপতে! স্থিরচিত্তে বিবেচনা ক'রে দেখুন, স্বর্গরাজ্য রক্ষা কর্‌বার জন্য ব্রহ্মা আপনাকে নিয়োজিত করেছেন। যিনি স্রষ্টা তিনি কি আপনার জন্য নিশ্চেষ্ট থাক্‌বেন?

(নারদের প্রবেশ)

(৬)

গীত।

নারদ। ধন্য পুণ্য পবিত্র চরিত্র পরম আনন্দ-ধাম।
সর্ব্ব সারাৎসার, পরাৎপর পার,
প্রেমপূর্ণ কাম॥
নমো শ্রীনিবাস, স্বয়ং প্রকাশ,
যোগী ঋষি ভক্তপ্রাণ।
চিদানন্দ ঘন, পতিতপাবন,
তুমি হে পরম জ্ঞান॥
বাঞ্ছাকল্পতরু, ত্রিজগত-পতি,
অনাদি অনন্ত নাম।
প্রেম পুলকে, হৃদয়-গোলোকে,
ডাক তারে অবিরাম॥

রাজন্! অমরাবতীর সব কুশল ত?

ইন্দ্র। ঋষিবর! অমরাবতীর কুশলাকুশল আপনার অবিদিত কি আছে?

নারদ। তাইতো;—স্বর্গরাজ্যে আর নিশ্চিন্ত থাক্‌বার যো নাই। অসুরের উৎপাতছাড়া নাই।

ইন্দ্র। যখন বলি যোগবলে বলীয়ান্ হ'য়ে তার পিতামহ ও গুরুর আশীর্ব্বাদে স্বর্গরাজ্য আক্রমণে উদ্যত, কার সাধ্য তাকে বিমুখ করে? আপনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান-বক্তা। আমার গতি কি হবে আজ্ঞা করুন?

নারদ। সুরেশ্বর! সেই জগৎচ্চিন্তাহারী চিন্তামণিকে চিন্তা কর। যাঁর চিন্তায় সকল চিন্তা হ'তে মুক্তি পাওয়া যায়। সেই যজ্ঞেশ্বর হরি যুগে যুগে অবতার হ'য়ে আপনাদিগকে রক্ষা কচ্ছেন।

ইন্দ্র। হে বিপদ্‌হারী ভগবান্! তুমি একমাত্র বল ও ভরসা! দাসকে চরণে স্থান দিও। হে দেবগণ! তোমরা এখন স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান কর, স্মরণ করা মাত্রেই উপস্থিত হইও।

[ইন্দ্র ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(শচীর প্রবেশ)

শচী। কি সুখ আমার নন্দন ভিতর!
পতি সহ প্রীতিসুখে নিরন্তর—
কাটাই সময় করিয়ে ক্রীড়া।
ফুলমালা রতি দেয় হাতে তুলি,
পরি আমি সুখে সুষমাতে ভুলি,
বদন-মণ্ডলে ভাসায়ে ব্রীড়া॥

মদন-সজ্জিত ফুলের আসন,
শোভা চারিদিকে করেছে ধারণ,
অনন্ত সৌন্দর্য্য সুরভিময়।

হাসে এ কানন ফুল-শয্যা ধরি,
মাঝে মাঝে যেন মৃত্তিকা উপরি.
কতই ফুলের পালঙ্ক রয়॥

কত ফুলক্ষেত্র চারিদিকে শোভে,
হয় ভ্রান্ত মুনি, হেরি কান্তি লোভে,
রেখেছে মদন করিতে খেলা।

আপনি বসন্ত সুমোহনবেশ,
ফুটায় কুসুম কত সে আবেশ,
হ'য়েছে সুন্দর শোভার মেলা॥

একি নাথ! এ যে আনন্দ-কানন! এখানে সদানন্দ বিরাজমান। আজ কেন নিস্তব্ধ? আমোদ নাই—আহ্লাদ নাই! দাসীর মিনতি রক্ষা করুন; কি হ'য়েছে ব'লে আমার উৎকণ্ঠা দূর করুন।

ইন্দ্র। বলির প্রতাপে ত্রিলোক কম্পিত! কোন্ দিন স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করে—তার স্থির নাই। এই চিন্তার কারণ!

শচী। দেবগণ—ব্রহ্মাস্ত্রে, তন্ত্রে, মন্ত্রে, সকলেই দক্ষ! বলির জন্য চিন্তা কেন? নাথ! দাসী স্ত্রী-স্বভাব-প্রযুক্ত যদি কোন দোষ ক'রে থাকে,—অসঙ্গত ব'লে থাকে,—নিজ গুণে ক্ষমা কর্‌বেন। এ জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। আজ যেখানে শস্যক্ষেত্র, কাল সেখানে মরুভূমি; আজ যেখানে নদী, কাল সেখানে রাজপ্রাসাদ; যা ভবিষ্যৎ, তার জন্য

চিন্তা করলে শান্তি-লাভ করা যায় না। অতএব ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা না ক'রে, শান্তির কোলে আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য।

(৭)

গীত।

শচী। আমি তোমারি কারণে, ভাবি নিশি দিনে,
তুমি নাথ তা ত জাননা।
তোমারি প্রেয়সী, (ঐ) হাসি ভালবাসি,
(তুমি) মরম-ব্যথা বোঝনা॥
নন্দনকাননে, কুসুম-বিতানে,
তরুণ অরুণে, মলয় পবনে,
মানস-সরসী, নহে সুশীতল,
তোমা বিনা সুখ জানি না।
সোহাগে সম্ভোগে, প্রেম অনুরাগে
বাঁধিয়ে রেখেছ হৃদয়-স্বরগে,
চরণ-কমলে, কত বা জানাব,
এ দাসীর কথা ভুল না॥

ইন্দ্র। প্রিয়ে! তুমি জ্ঞানবতি, গুণবতি, বিদ্যাবতি! তোমার সামান্যা-স্ত্রীলোকের ন্যায় প্রলাপ সাজে না। বিপদের পূর্ব্বেই চিন্তা করা কর্ত্তব্য। বিপদ্ উপস্থিত হ'লে—চিন্তায় কোন ফল হয় না। আর দেখ, আমার ত বিপদের

উপর বিপদ্ আস্‌ছে। প্রিয়ে! আর সহ্য হয় না; ইচ্ছা হয়, স্বর্গ পরিত্যাগ ক'রে নির্জ্জনে গিয়ে বাস করি।

শচী। এত সাধ্য দানবের, স্বাধীনতা ত্রিদিবের,
মর্ত্ত্য হ'য়ে আসি তারা করিবে হরণ।
কাজ কি ছার জীবনে, পশি ঘোর রণাঙ্গনে,
অসুর-নিধন কিম্বা শরীর পতন॥
দেবভক্ষ্য দ্রব্য যত, হরে তারা অবিরত,
দেখিবে কি দেববৃন্দ মেলিয়ে নয়ন?
তুচ্ছ দ্রব্য বিনিময়ে, সার দ্রব্য যায় লয়ে,
সহিতে না পারি আর থাকিতে জীবন॥
এস ত্বরা দেবগণ, স্বাধীনতা মহাধন,
রাখিবারে হও সবে বদ্ধপরিকর।
ডুবিবে অতল জলে, দানব বিপক্ষ-দলে,
স্বকার্য্য সাধিতে এবে হও হে তৎপর॥

(যোদ্ধৃবেশে দেবগণ ও সৈন্যগণের প্রবেশ;
নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি)

যম। বৃথা কালব্যাজে আর নাহি প্রয়োজন!
জ্বলিল—জ্বলিল হৃদে ভীম ক্রোধানল!!
সহে না—সহে না প্রাণে দেব অপমান!
শরীর পতন কিম্বা মন্ত্রের সাধন!!
পশি রণাঙ্গনে, নাশ—নাশ দৈত্যগণ।
কি ভয় দানবে আর ওহে দেবরাজ?
থাকিতে কৃতান্ত হেথা মৃত্যু-অধিপতি,

যাঁর নামে কাঁপে সদা মর্ত্ত্যবাসিগণ ;
শমন শমনরূপে পশিলে সমরে,—
ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে মরে দানব সকলে।
মিলি যত দেবগণ প্রবেশি সংগ্রামে—
ঘুচাও দেব-কলঙ্ক চিরদিন তরে।

ইন্দ্র। শুনিলে এ হেন দৃঢ় উৎসাহ-বচন,
কাহার হৃদয় নাহি মাতে রণাঙ্গণে ?
নিরস্ত্র হইয়া থাকে কোন্ বীর-হিয়া ?
একতা-সূত্রেতে যদি হই মোরা বদ্ধ,
সাধ্য কার লয় হরি দেবের দেবত্ব।
সাজ, সাজ, যত আছ সুর-সৈন্যগণ,
দেবের দেবত্ব হরে যত দৈত্যগণ।
কে সহিতে পারে বল এত অত্যাচার ?
প্রেয়সি! তুমি অন্তঃপুরে গমন কর, এখানে আর অপেক্ষা করা উচিত নয়।

শচী। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। হে মহামায়া! হে ভবানি! হে দেবি! তোমার সন্তানগণকে রক্ষা কর।

(স্তব।)

কালী কৈবল্যদায়িনি! রক্ষ কাতর কিঙ্করে।
তারা ত্রিনয়নি ত্রাণ কর তাপিত কুমারে॥
ষোড়শী শশাঙ্কভালিনি শ্যামা সত্য-সনাতনি।
ভুবনেশ্বরী ভবদারা ভকতে মা ভৈরব-ভাবিনি॥
ভৈরবী ভবেশ-ভারিনি ভীমা ভূভারহারিণি।
ছিন্নমস্তা ছলনা ছাড় মা ছিন্নমুণ্ডমালিনি॥

বগলা বিমলাবালা বঞ্চনা ক'রনা বিপদে।
ধূমাবতী ধরাধর-নন্দিনি ধর দৃঢ় মোক্ষদে॥
মাতঙ্গী মহেশমোহিনী মুক্তকেশী মায়া।
কমলা কমলাকান্তে জননী ওমা কালজায়া॥

(৮)

গীত।

চরণে রাখ মা তারা তুমি ত্রিতাপহারিণী।
অকূলে দিও মা স্থান ভবজায়া নিস্তারিণী
এ মিনতি করি পদে,
পতিরে রেখ বিপদে,
তুমি বই কে আছে বল,
তুমি বিপদবারিণী॥
ভুলনা দাসীর কথা,
দিওনা হৃদয়ে ব্যথা,
যাচি পদে বার্ বার্ ওমা শঙ্করমোহিনি!

[শচীর প্রস্থান।

(নেপথ্যে জয়ধ্বনি)

(বলি ও বলির সৈন্যগণের প্রবেশ)

বলি। তিষ্ঠ! তিষ্ঠ, দুরাচার নির্ল্লজ্জ অধম,
সাবধানে করহ সংগ্রাম আদিতেয়;
আজ তোর নাহিক নিস্তার।
এই ভীম মুষ্ট্যাঘাতে, বিচূর্ণ করিব বজ্র তোর।

নিবারিব ভীষণ গর্জ্জন।
যার দর্পে কর সদা বৃথা আস্ফালন,
অগ্রে উপাড়িব সেই বিষদন্ত তোর।
যম। আয় রে, পাপিষ্ঠ, দুষ্ট দৈত্যের অধম!
পিপীলিকার পক্ষ যথা মরিবার তরে
অতিবৃদ্ধি দেখি তোর তাইরে দুর্ম্মতি!
অচিরে পতন তোর নাহিক সংশয়।
জান না কি অতি বাড়ে পতন নিশ্চয়,
শুন নাই গুরুমুখে শাস্ত্র-উপদেশ।
বিপ্রচিত্তি। শাস্ত্রালাপে পটু তুই জানিরে বর্ব্বর!
কিন্তু এ সমরক্ষেত্র শাস্ত্রগৃহ নয়।
ধর তরবার, যুদ্ধে হও অগ্রসর।
যম। কাল পূর্ণ আজি তোর হয়েছে দুর্ম্মতি!
(তাই) স্বেচ্ছায় কৃতান্ত-করে পড়িলি রে আসি।
জীবনের শেষ দিন যাহার যেখানে,
ধায় সে তখনি সেথা বিধির বিধানে।
পুণ্যবল কিছু তোর ছিল রে সঞ্চয়।
সেই হেতু স্বর্গধামে ত্যজিলি জীবন।
রে! দুরাচার দৈত্য এত স্পর্দ্ধা তোর!
থাকিতে কৃতান্ত, দেবের দেবত্ব তুই করিবি হরণ?
কিন্তু বলি, আজ তোর নাহি পরিত্রাণ।
সমুচিত প্রতিফল পাবিরে এখনি।
বলি। কৃতান্ত! কথায় না হয় কভু বীরত্ব প্রকাশ।
বাগ্‌যুদ্ধে পটু তুমি জানি চিরদিন।
আত্ম-রক্ষাতরে এবে হও রে প্রস্তুত।

শমন! ভাবিছ কি মনে মনে,
মম সম কেহ নাই এ তিন ভুবনে,
তাই কর বৃথা অহঙ্কার।
কৃতান্ত! কৃতান্ত তোর দাঁড়ায়ে সম্মুখে।
হরির আশ্রিত এই দৈত্যপতি বলি,
কার সাধ্য বিনাশিতে এ হেন বীরেরে?
কিন্তু তোর কোন মতে নাহি পরিত্রাণ।
শমনে পাঠাব আজি শমন-ভবনে।

ইন্দ্র। রে দুর্বৃত্ত দৈত্যাধম! আজ তোর নাহি অব্যাহতি,
প্রাণ ল'য়ে যাবি পুনঃ ভেবেছিস্ মনে,
সে চিন্তায় অবসর পাইবি এখনি।
শস্য যথা চূর্ণ হয় পাষাণ-যন্ত্রেতে,
তেমতি বিচূর্ণ আজি হবিরে পাপিষ্ঠ!
সেনাপতি দেবগণ সৈন্যগণ যত!
সমরে প্রস্তুত হও বীরমদে মাতি।
মার মার রবে সবে পশহ সমরে,
বিনাশি দৈত্যের কুল কর লণ্ড ভণ্ড।

বলি। একান্ত পাঠাব আজি কৃতান্ত-ভবনে।
কে রক্ষিবে তোরে ওরে পাষণ্ড বর্ব্বর!
নাহি রে নিস্তার তোর, করিব সংহার।
জ্বলিল হৃদয়ে মোর ক্রোধ-হুতাশন,
কে আছেরে ত্রিভুবনে মম বিদ্যমানে,
রণ-আশে সাজে তারা দেখি না নয়নে।
নাশিব সমরে আজ নাহি রে নিস্তার,
অমর হ'লেও তবু পাড়িব আহবে।

(যুদ্ধ ও দেবসৈন্যগণের পলায়ন)

যম। হে দেবেন্দ্র! আর রক্ষা নাই। দেখুন, রণে বিমুখ হ'য়ে সৈন্য সব পলায়ন কর্‌ছে। শীঘ্র উপায় উদ্ভাবন করুন।

ইন্দ্র। অসহায়ের সহায় বিষ্ণু ভিন্ন আর গতি নাই। হে বিষ্ণু! হে জগন্নাথ! তোমা ভিন্ন দেবগণের উপায় নাই। হে অগতির গতি! অসুরহস্তে দেবগণের অপমান হয়, রক্ষা কর,—রক্ষা কর।

[নেপথ্যে মা ভৈ মা ভৈ]

(বিষ্ণুর যোদ্ধৃবেশে প্রবেশ)

বিষ্ণু। দৈত্যসহ যুঝিবারে কি ভয় এখন?
ভীরুতার হেতু আর আছে কিহে কিছু,
অমরের তিরস্কার সম্ভব যতেক
ঘটেছে, দেবের ভাগ্যে দৈব-বিড়ম্বন।
স্বর্গ অধোদেশে মর্ত্ত্য, তার অধোদেশে
অতল গভীর সিন্ধু, অধোতে তাহার
অন্ধতম পুরী, সেই বিষম পাতালে
হয় দৈত্যলুক্কায়িত, নাহি রক্ষা তার।
যাতনা অনন্তকাল যুগ যুগান্তরে
ভুঞ্জিতে হইবে দেবে পালালে এখন,
যতদিন না সংহারে প্রলয় অনলে
অমর আত্মার ধ্বংস হয় পুনর্ব্বার।
ফের সব সৈন্যগণ! পালাওনা আর।
মার মার রবে দৈত্য করহ সংহার।

থাকিতে সমরে আমি কি করিবে বল,
পতঙ্গ সমান ওই ক্ষুদ্র দৈত্যদল।

(দেব-সৈন্যগণের পুনঃ প্রবেশ)

বলি। উঃ!
ভেকে পদাঘাত করে মাতঙ্গ-মস্তকে?
সহেনা সহেনা প্রাণে হেন অপমান।
দৈত্য বীরগণ সাজ সাজহ ত্বরায়।
ধর ধর সবে মিলি সুতীক্ষ্ণ সায়ক।
কাঁপুক মেদিনী আজ, দৈত্য-পদভরে॥
কি আশ্চর্য্য!
মৃগেন্দ্র আলয়ে পশি, ক্ষুদ্র মৃগ-শিশু,
খেদাইতে চাহে সেই মৃগেন্দ্র কেশরী!
অথবা খগেন্দ্র নীড়ে বায়স-শাবক,
আস্ফালিয়া চঞ্চুপুট দেখায় বীরত্ব!
অসুরকুলের মান রাখ ত্রিভুবনে,
খণ্ড খণ্ড করি ক্ষুদ্র দেবগণ দেহ।
শৃগাল কুক্কুরে মাংস করহ প্রদান,
দূরে যাক তাহে, মম মনের বেদন।
আয় পামর! আর রক্ষা নাই।

(যুদ্ধ ও বিষ্ণুর পলায়ন)

ইন্দ্র। হে দেবগণ! হে সৈন্যগণ! বিষ্ণু যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে প্রস্থান ক'রেছেন, আর রক্ষা নাই। তোমরা সকলে আত্মরক্ষার উপায় কর।

(ইন্দ্র প্রভৃতি সকলের পলায়ন। দৈত্যসৈন্যের মার মার রবে পশ্চাৎ ধাবমান।)

বলি। সৈন্যগণ! ক্ষান্ত হও। পলায়িত ব্যক্তিকে আক্রমণ করা বীরপুরুষের কর্ত্তব্য নহে। দেবগণ যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে পলায়ন করেছে। ন্যায় ধর্ম্মানুযায়ী স্বর্গরাজ্য এখন আমাদের অধিকার। সেনাপতি! ঘোষণা কর যে ব্যক্তি আমার অধিকৃত এই স্বর্গরাজ্যে অধর্ম্ম কর্‌বে, সে তাহার সমুচিত দণ্ড পাবে। আর দেখ, যেন কোন পাপী এখানে না আস্‌তে পারে। আমার অন্য আদেশ পর্য্যন্ত সকলেই যুদ্ধক্লান্তি-নিবারক আমোদ প্রমোদ করতে পারবে।

(পট-ক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।

(ব্রহ্মার পুরী)

ব্রহ্মা সমাসীন।

ব্রহ্মা। হরি আমাকে সৃষ্টি বিস্তার কর্‌বার জন্য সৃজন করেছেন। কিন্তু সৃষ্টিতে বড় অনাসৃষ্টি হচ্ছে। লোক সকল সতত পাপে রত, অনাচারী, অখাদ্যভোজী, নিয়ত অকার্য্য কর্‌ছে। আর এই স্বর্গরাজ্য অসুরেরা সর্ব্বদা উৎপাত ক'রে ছিন্ন ভিন্ন কর্‌ছে।

(ইন্দ্র, পবন ও যমের প্রবেশ)

দেবগণ! একি বেশ! বস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন, শরীর রক্তে আপ্লুত! এত দুঃখের কারণ কি?

ইন্দ্র। হে স্রষ্টা! দেবের দুর্গতির পার নাই। অসুররাজ বলি স্বর্গরাজ্য অধিকার ক'রে আমাদিগকে স্বর্গ হ'তে বিতাড়িত করেছে।

হে দেব!
দুরন্ত দানব দল দৈববলে বলী,
পরাভবি সুরদলে ঘোরতর রণে,
পূরিয়াছে স্বর্গপুরী মহাকোলাহলে;

বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি।
যথা প্রলয়ের কালে রুদ্রের নিশ্বাস,
বাত সম উথলিল জল সমাকুল,
প্রবল তরঙ্গ দলে, তীর অতিক্রমি,
বসুধার কুন্তল হইতে লয় কাড়ি
সুবর্ণ কুসুমলতা মণ্ডিত মুকুট।
যেই চারু শ্যাম অঙ্গ ঋতুকুলপতি,
গাঁথি নানা ফুলমালা সাজান আপনি—
আদরে হরে, প্লাবন তার আভরণ।
অব্যর্থ কুলিশে ব্যর্থ দেখি সে সমরে।
পলাইলা পরিহরি সংগ্রাম কুলিশী।
যমও পলাইয়া ভয়ে দেখি পাশে
ম্রিয়মান মন্ত্রবলে মহোরগ যেন।
পলাইলা দেবগণ নিজ অস্ত্র ফেলি
করি যেন করহীন পলাইলা বেগে।
বাত্যা করে মৃগপৃষ্ঠে বায়ুকুল-পতি,
জর জর কলেবর দুষ্টাসুর শরে।
মহারথী পলাইল, পলায় বাহন।
পলাইলা দেবগণ রণভূমি ত্যজি,
জয় জয় নাদে দৈত্য ভুবন পূরিল।

ব্রহ্মা। কি আশ্চর্য্য! যম সেনাপতি! বিষ্ণু সহায়, সৈন্য সামন্তের অভাব নাই। ব্রহ্মাস্ত্র, তন্ত্র, মন্ত্র, বজ্র এ সত্বেও তোমরা সকলে পরাভব স্বীকার কল্লে!

যম। প্রজাপতি আমি ইচ্ছা ক'রে সমরে বিমুখ হইনি! আমার সাধ্য পর্য্যন্ত আমি যুদ্ধ করেছিলাম। কিন্তু অসুরদিগকে

কিছুতেই নিবৃত্ত কর্‌তে পারিলাম না। বলি যে কিসের বলে বলীয়ান্, তা আমি জানিনে। কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হয়েছে।

পবন। হে দেব! কি আর বল্‌বো? বিশাল বায়ুতে যেমন শুষ্ক পত্র বিতাড়িত হয়, সেইরূপে দেবগণ তাড়িত হয়েছে। যার যে বল প্রকাশ কর্‌তে কেউ ক্রুটি করে নাই। দৈত্যবলে সকলেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়নে বাধ্য হয়েছে।

ব্রহ্মা। বিষ্ণু উপস্থিত হয়েছিলেন?

ইন্দ্র। উপস্থিত তো ছিলেনি। আমরা যখন পরাঙ্মুখ প্রায়, তখন তিনি উপস্থিত হ'য়ে পুনরায় আমাদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করান। আমরাও দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম, ইতিমধ্যে বিষ্ণু রণে ভঙ্গ দিয়ে প্রস্থান করিলেন। তদ্দর্শনে আমরাও সকলে পরাজয় স্বীকারপূর্ব্বক পলায়ন করেছি।

ব্রহ্মা। বলির পূর্ব্ব বৃত্তান্ত শুন। হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু দুই ভ্রাতা অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করেছিল। উভয়ে বলদর্পে দর্পিত। হিরণ্যাক্ষের নিকট সকলেই পরাভব স্বীকার করলে; তখন হিরণ্যাক্ষ সমুদ্রের সহিত যুদ্ধমানসে গমন করে। সমুদ্র ভয়ে ভীত হইয়া তাহার স্তব কর্‌তে প্রবৃত্ত হয়। তখন হিরণ্যাক্ষ সদর্পে বলে যে তুমিই একমাত্র বীর! আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, পাতালে কেহ সাহসী হয় না। এখন বল দেখি, আমি কার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই। সমুদ্র বল্‌লেন, ক্ষীরোদসাগর মধ্যে এক মহাপুরুষ অনন্ত শয্যায় শায়িত, সেই আপনার উপযুক্ত পাত্র। হিরণ্যাক্ষ সেই অনন্তশায়ী ভগবানকে গাত্রোত্থান করাইয়া তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। সেই ভগবান্ নানারূপ যুদ্ধ ক'রে

হিরণ্যাক্ষকে কিছুতেই পরাভব কর্‌তে না পেরে, হিরণ্যাক্ষের নিকট বর প্রার্থনা করেন। হিরণ্যাক্ষ বরদানে প্রস্তুত হইলে, 'তুমি আমার হস্তে বিনষ্ট হও', হরি এই বর প্রার্থনা কর্‌লেন। হিরণ্যাক্ষ বলিল, 'তুমি আমার নিকট পরাজয় স্বীকার কর ও অন্য মূর্ত্তি ধারণ ক'রে আমাকে বিনাশ কর, আমি প্রস্তুত আছি'। তখন হরি বরাহমূর্ত্তি ধারণ ক'রে তাহাকে বিনাশ করেন। এই সংবাদে হিরণ্যকশিপু হরিদ্বেষী হয়। সেই হিরণ্যকশিপুর পুত্র হরিভক্ত প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন, তৎপুত্র বলি। সেই প্রহ্লাদ দেবত্ব লাভ ক'রেছেন! বলি প্রহ্লাদের শিষ্য। তাঁর বলে বলীয়ান্। কার সাধ্য বলিকে পরাস্ত করে।

যম। পিতামহ যা বল্লেন, সবই সত্য বটে; কিন্তু এখন আমাদের উপায় কি? সে যাগ, যজ্ঞ, দান, ধ্যান, ধর্ম্মকার্য্যে সর্ব্বদাই নিযুক্ত আছে। সে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্ব্বর্গ সাধনের উপায় অবলম্বন ক'রেছে। এখন আপনি ভিন্ন দেবগণের অন্য অবলম্বন নাই। সমস্তই আপনার চরণে নিবেদন কল্লুম। এখন যাহাতে দেবগণ নিজ নিজ স্থান গ্রহণ কত্তে পারে, তার উপায় করুন।

ব্রহ্মা। ধর্ম্মই সার। যে ধর্ম্মবলে বলীয়ান্, তার সহিত প্রতিবাদ করা, আর আকাশে অস্ত্রাঘাত করা, উভয়ই তুল্য। দেবাসুর উভয়েই আমার সৃষ্টি। কিন্তু দেবতাদিগের দুঃখে আমি নিতান্ত কাতর। আমা হতেও কোন ফল হওয়ার সম্ভাবনা নাই। দেবাদিদেব মহাদেব ভিন্ন এর কোন উপায় নাই। তিনি এখন কোথায় কি অবস্থায় আছেন জানি না। আচ্ছা, আমি নারদকে স্মরণ ক'রে এর অনুসন্ধান ক'র্‌ছি।

(যোগাবলম্বন ও নারদের প্রবেশ)

(৯)

গীত।

নারদ। জয় অনাদি কারণ প্রভু হে।
জয় অনাদি কারণ, নিখিল জীবন,
সৃষ্টিস্থিতিলয়কারী!
দেবঋষি যোগী, সদা যাঁর লাগি, অনুক্ষণ ধ্যানে মগন,
হেররে নয়ন, সেই পদ্মাসন,
যোগমগ্ন-রূপ-ধারী॥
এ লীলাতরঙ্গ, অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ, বুঝিতে নারিনু আমি হে,
করি পদে নতি, ওহে প্রজাপতি,
দেও দাসে চরণ-তরি॥

ব্রহ্মা। এস বৎস! এস! উপবেশন কর।

(নারদের উপবেশন)

শুন বৎস! দেবগণ নিতান্ত বিপন্ন হ'য়ে আমার শরণাপন্ন হয়েছেন। এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তোমার অগোচর কিছুই নাই। বলি স্বর্গরাজ্য অধিকার ক'রে, দেবগণকে স্বর্গচ্যুত করেছে। এ বিপদে মহাদেব ভিন্ন কোন উপায় দেখিনে। তিনি এখন কি অবস্থায় কোথায় বাস কর্‌ছেন, সে বিষয় কেহ অবগত নহে। অতএব তুমি সংবাদ দিয়ে দেবগণের উৎকণ্ঠা দূর কর।

নারদ। দক্ষযজ্ঞের পর, তিনি গিরিপর্ব্বতে এখন মহাযোগে নিমগ্ন। সে মহাযোগ ভঙ্গ করা কাহারো সাধ্য নাই। তবে যুক্তি এই, মদনকে আহ্বান ক'রে তাঁর যোগভঙ্গের চেষ্টা করুন।

[সকলের ধ্যানে মদনকে স্মরণ।]

(ফুলধনুহস্তে ফুলসাজে মদন ও রতির প্রবেশ)

মদন। হে বিধাতঃ! আমায় কি জন্য স্মরণ করেছেন, আজ্ঞা করুন্।

ব্রহ্মা। হে বীরবর! তোমার ন্যায় বীর স্বর্গরাজ্যে আর নাই। তোমার প্রভাবে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ত্রিভুবন কম্পিত। তুমি ইচ্ছা কর্‌লে লয়-প্রলয় সকলই ক'র্‌তে পার। হে বীর-কেশরী! বলির দর্পে দেবগণ স্বর্গচ্যুত হ'য়ে, আমার আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছেন। সংহারকর্ত্তা মহাদেব ব্যতীত, এক্ষণকার কোন উপায় নাই। তিনি মহাযোগ অবলম্বন করেছেন। অতএব তোমার পঞ্চশর দ্বারা সেই ধ্যান ভঙ্গ ক'র্‌তে হবে।

মদন। প্রভু! এ দাসের প্রতি এত নিদয় কেন? কেন সেই কালানল সদৃশ, যমরূপী মহেশ্বরের ধ্যানভঙ্গ ক'র্‌তে, আমায় আজ্ঞা ক'র্‌ছেন? আমিত জ্ঞানে অজ্ঞানে, আপনাদের নিকট কোন অপরাধ করিনি।

রতি। হে ব্রহ্মণ্! একি নিদারুণ আদেশ কর্‌ছেন্, আমার গতি কি হবে, ভগবন্! দাসীকে চরণে স্থান দিন! হে হরি! হে বিপদভঞ্জন মধুসূদন!

জয় দীনবন্ধু হরি ভক্তের জীবন।
দীননাথ অভাগীর লজ্জা নিবারণ॥
সাক্ষীরূপে সর্ব্বস্থানে কর বিচরণ।

বিশ্বচক্ষু তুমি হরি জগতজীবন ॥
দীননাথ রমানাথ হৃদয়রতন।
ভক্ত হৃদয়ের প্রাণ অন্তরের ধন ॥
হয়েছি আকুল বড় পড়িয়ে অকূলে।
বাঞ্ছাকল্পতরু হরি, লহ মোরে কোলে ॥
হায় বিধি এই ছিল কপালে আমার।
স্বচক্ষে দেখালে প্রভু! বিনাশ পতির ॥
পদে ধরি পিতামহ! করিহে মিনতি।
দিওনা হে নিদারুণ কাজে অনুমতি ॥

(১০)

।

আর কেন প্রজাপতি, নিদারুণ অনুমতি,
কেমনে পাষাণ প্রাণে ছেড়ে দিব প্রাণপতি।
সতী-জীবন-রতন, কেমনে দি বিসর্জ্জন,
জেনে শুনে এ আরতি ক'র না করিগো নতি ॥
জানি নাকি সে মহেশে, শুনি প্রাণ কাঁপে ত্রাসে,
রাখ রাখ দুঃখিনীরে ভিক্ষা মাগি প্রাণপতি।
এ দাসীরে রাখ পদে তুমি অগতির গতি ॥

নাথ! চরণে ধরি, মিনতি করি, দাসীকে ছেড়ে যাবেন না।

মদন। কি করি দেব আদেশ।

রতি। তবে আমি সঙ্গে যাব।
রতি বিনা ফুলশর কি করিতে পারে?
পুরুষ রমণী বিনা সব কাজে হারে।

মদন। ভীষণ সেই পশুপতি,
কেমনে যাইবে সতি,
বড় ভয় তাঁরে।
রতি। ভয়েতে চলিলে তুমি,
কেমনে রহিব আমি,
সুখে নিজ ঘরে।
পতি সাথে সতী যাবে ভীষণ সমরে।
হাসিমুখে পাশাপাশি ধরি করে করে॥
করে ধরি ফুলবাণ, রতি সহ পঞ্চবাণ,
রমণীর হৃদি মাঝে সুখেতে বিহরে॥
যোগীগণ উচাটন, আকুল হইবে মন,
বিরহিণী নারী যত যেবা থাকে ঘরে॥

ব্রহ্মা। আচ্ছা, তোমাদের কোন চিন্তা নাই। চল আমরা সকলেই তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি। মহামায়াকেও সঙ্গে ল'ব। যা'তে মঙ্গল হয়, তার উপায় ক'র্‌বো।

[সকলের প্রস্থান।

(পট-পরিবর্ত্তন)

দ্বিতীয় দৃশ্য।



(গিরি-পর্ব্বত)

[মহাদেব ধ্যানে মগ্ন। সম্মুখে মালাহস্তে কম্পিত ভাবে কালী দণ্ডায়মানা।]

(দেবগণের প্রবেশ)

কালী। কৃপা কর দিগম্বর! বিভূতি ভূষণ,
পুরহর গঙ্গাধর বৃষভবাহন॥
যেবা তব নাম লয়, তার কাম পূর্ণ হয়,
পতি পায় প্রেমময়, মনের মতন॥
যে জন তোমারে ভজে, ভক্তিভাবে যেবা পূজে,
তব ভাবে সদা মজে, প্রেমে নিমগন॥
থর থর কাঁপে হিয়া, স্থির নাহি হয় কায়া,
কৃপা করি প্রভু মোর পূরাও মনন॥

(স্তব।)

নারদ। শক্তিস্বরূপিণি, যম-ভয়-নিবারিণি,
চণ্ড-নিপাতিনি শৈলসুতে॥
ত্রিতাপহারিণি, ত্রিগুণধারিণি
মুণ্ড-বিনাশিনি গুণান্বিতে॥

স্বষ্টিবিধায়িনি, পাপবিঘাতিনি,
মহিষমর্দ্দিনি দয়ায়ুতে ॥
ভুবনমোহিনি, যজ্ঞবিনাশিনি,
ত্রিনেত্রধারিণি নমোস্তুতে ॥

জননি! ভয় কি? স্থির হ'য়ে দাঁড়াও মা।

(মদন কর্ত্তৃক ফুলশরক্ষেপণ ও শিবের ধ্যানভঙ্গ)

শিব। কেন আজি চিত মোর হইল বিভোর,
যোগে কেবা হয় বাদী। এই যে
হেরি পঞ্চবাণ গুণে টানিয়াছে বাণ
বসিয়াছে নিজ কাজ সাধি।

[কপাল হইতে অগ্নিশিখা নির্গত ও মদনের মূর্চ্ছা।]

[কালীর বেগে প্রস্থান।

দেবগণ। (সকলে) সম্বর সম্বর রোষ। রক্ষ, রক্ষ, হে পিনাকি।

[রতির মদনের বক্ষে পতন।]

রতি। কোথা গেলে প্রাণনাথ,
দাসীরে লও হে সাথ,
তোমা বিনা সকলি আঁধার।
যথা তথা যেতে প্রভু,
মোরে না ছাড়িতে কভু,
আজ ছাড় কেন নারী আপনার ॥
শিব শিব শিব নামে.
সবে বলে শিব ধামে,
বাম দেব কপালে আমার।

যাঁর চোখে নিত্য ডরে,
তাঁর চোখে পতি মরে,
এমন না দেখি কভু আর ॥
এ শোক হইতে পার,
উপায় না দেখি আর,
মরিলেও নাহিক নিস্তার।
ওরে নিদারুণ প্রাণ,
যে পথেতে পতি যান,
যারে পথ দেখায়ে তাঁহার ॥
কোথা গেলে সুররাজ,
মোর শিরে হানি বাজ,
সিদ্ধ কৈলে কর্ম্ম আপনার।
অগ্নিকুণ্ড দেও জ্বালি,
মোরে তায় দেও ডালি,
অন্তিমেতে কর সবে কাজ।

(১১)

গীত।

আমার সকলি ফুরাল হায়।
হৃদয়ের মণি খানি কেড়ে নিল নিরদয় ॥
আশা বাসা ভেঙ্গে গেল, মন সাধ মম মনেতে রহিল,
কেমনে সহিব বিরহে দহিব, আর কি পাইব তায় ?
জীবন সর্ব্বস্বধন, হারালাম অকারণ,—
কেন এসেছিনু, মনে না বুঝিনু,
ভুলিনু দেবের ছলনায় ॥

(স্তব !

নারদ। নমস্তে শূলপাণে, নমস্তে বৃষভধ্বজ,
জীমূতবাহন কবে শর্ব্ব ত্র্যম্বক শঙ্কর
মহেশ্বর হরেশান সুবর্ণাক্ষ বৃষাকপে
দক্ষযজ্ঞক্ষয়কর কালরূপ নমোঽস্তুতে ॥
ত্বমাদিরস্য জগতস্ত্বং মধ্যং পরমেশ্বর।
ভবানন্তশ্চ ভগবন্ সর্ব্বগস্তু নমোঽস্তু তে ॥

হে দেবদেব মহাদেব ! আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা অতি দীন। বিপদাপন্ন হ'য়ে আপনার শরণ লয়েছি। দয়া প্রকাশে এই দীনদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন।

যম। জয় মৃত্যুঞ্জয়, সদা শিবময়,
রক্ষ রক্ষ বিপন্ন অমরে।
স্বয়ম্ভূ শঙ্কর, সুরবিঘ্নহর,
তারয় তারয় ত্রিপুরারে ॥

পবন। জয় শশাঙ্কশেখর, শার্দ্দূল অম্বর,
শরণাগত সুরক্ষক হে।
ভবভয়ভঞ্জন, ভক্তসুখবর্দ্ধন,
ভয়ে কাতর ভীতিহর হে ॥

যম। জয় ত্রিপুরপূজিত, ত্রিলোকবাঞ্ছিত,
ত্রিদশ-বন্দিত লোচন হে।
বিপদ সাগরে, পতিত অমরে,
ডাকি ত্রাহি ত্রাহি মহেশ হে ॥

শিব। দেবগণ ! কি মানসে হেথা আগমন ?

ইন্দ্র। "রক্ষ, রক্ষ, বিরূপাক্ষ"। দেবগণ বড় বিপদাপন্ন। দুর্ব্বৃত্ত বলির অত্যাচারে অমরগণ সুরলোক পরিত্যাগ ক'রেছে।

এখন কৈলাসনাথের কৃপা ভিন্ন দেবগণের অমরাবতীলাভের কোন আশা নাই।

পবন। প্রহ্লাদের পৌত্র দৈত্যাধম বলি ত্রিলোকের অজেয়। দেব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, মানব সকলেই তাহার উৎপীড়ন সহ্য ক'র্‌তে একান্ত অসমর্থ। দেব ত্রিলোচনের কৃপা ভিন্ন অব্যাহতি নাই।

ইন্দ্র। বিশ্বনাথ! মহাপ্রতাপবান্ দৈত্যরাজ বলির অস্ত্র সহ্য করে, এমন লোক, তোমা ভিন্ন, ত্রিজগতে নাই। তজ্জন্য এই মহাযোগ ভঙ্গ ক'র্‌তে আমরা সাহসী হ'য়েছি। হে শূলপাণে! হে করুণানিদান! হে ভগবন্! দাসদিগের অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে, এই ক্ষুদ্রজীবন মদনকে পুনর্জ্জীবিত করুন।

শিব। দেবেন্দ্র! তোমাদের ব্যাকুল হওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। এই কোষা হ'তে বারি ল'য়ে মদনকে সিঞ্চন কর, এখনি জীবিত হবে।

[দেবগণের তথাকরণ, মদনের উত্থান ও রতিসহ প্রস্থান।

ব্রহ্মা। পশুপতি! কে তোমাকে বলে আশুতোষ?
মদনের প্রতি রোষ কর কি কারণ?
দারুণ নিগ্রহ কেন দিলে মদনেরে?
কেন এত দর্প ভোলা! শুধাই তোমাকে?
জাঁননাকি অতি দর্প পতনের মূল?
অতি দর্প হেতু তুমি মজিবা আপনি।
ভূত প্রেত লয়ে সদা থাক পশুপতি।
বুঝিলাম নাহি তব হিতাহিত জ্ঞান;
তব গুণাগুণ সব বিখ্যাত ভুবনে।

আত্মছিদ্র না জানিয়া পরছিদ্র খোঁজ।
ধিক্, ধিক্, শতধিক্, ওহে দিগম্বর!
সমুচিত প্রতিফল পাইবে পিনাকি!

শিব ব্রহ্মার এ দর্প আর না পারি সহিতে।
করি চূর্ণ, রক্তস্রোতে ভাসাব মেদিনী।
ফলভোগ করিয়াছে মদন যেমতি;
অনুরূপ প্রতিফল তুমিও পাইবে।
হর! হর!

(শিব কর্ত্তৃক ব্রহ্মার মস্তক ছিঁড়িয়া লওন।)

নারদ। সংহর সংহর দেব! ভৈরব-প্রকৃতি।
একি হেরি অশিব ঘটনা লীলাময়!
এ অপূর্ব্ব লীলা তব বুঝিতে নারিনু।
বিধি হরে বিসম্বাদ, অদ্ভুত ঘটনা।
ক্ষিতি টলমল করে, কাঁপে চরাচর,
ত্রিভুবন যায় রসাতলে।
আপনি নাশিলে সৃষ্টি, কে পারে রক্ষিতে
অকালে ত্রিশূলী।

শিব। নারদ! পঞ্চশরে আমার শরীর জর্জ্জরিত। ব্রহ্মার দর্পে আমি অজ্ঞান হয়ে এই কার্য্য ক'রেছি। (ঊর্দ্ধে মুখ তুলিয়া) হে হরি! আমায় রক্ষা কর। তোমার সৃষ্টি তুমি রক্ষা কর। তুমি নিমিত্ত, তুমি কারণ, তোমার অভিপ্রায় কিছু বুঝি না।

দৈববাণী। চিন্তা নাই। ব্রহ্মা চতুর্ব্বেদ-বক্তা। এই জন্য অদ্য হ'তে তিনি চতুর্ম্মুখ হলেন। এক সঙ্গে একত্র চতুর্ম্মুখে

চতুর্ব্বেদ পাঠ হবে। আর তুমি ব্রহ্মহত্যা ক'রেছ, এখন তুমি জ্ঞানভ্রষ্ট হও।

(ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ ধারণ)

শিব; দেবরাজ! আমার মতিভ্রম হ'চ্ছে। আমার দ্বারা তোমাদের কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই। তবে এই ব'ল্‌তে পারি, হরি ভিন্ন গতি নাই। তোমরা ক্ষীরোদসমুদ্র-ধারে তাঁহার আরাধনায় নিযুক্ত হও।

[নারদ ব্যতীত দেবগণের প্রস্থান।

কি হ'লো! কি হ'লো! ঋষিরাজ কি হ'লো। পঞ্চশরে আমার হৃদয় দগ্ধ হ'চ্ছে। ওই! ওই! ওই এলো! ওই এলো! পাপ! পাপ! ব্রহ্মহত্যা! ওই নরক! যাই—যাই—হরি রক্ষা কর। সামান্য মানবেরা পাপে ভয় করে না। তাহারা অনবরত গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি মহাপাপে রত। কৈ তারা ত ভয় ক'চ্ছে না। আমার প্রাণ যায়—রক্ষা কর! রক্ষা কর! হরি! মধুসূদন! নারায়ণ! আর পারি না! আর সহ্য হয় না! দীনবন্ধু ত্রাণ কর! ওই এলো! মধুসূদন, রক্ষা কর! ওই যে! কে? অধর্ম্ম! ইন্দ্রিয়গণ! সকলি আমায় আশ্রয় ক'র্‌বে? ভাল, কর, আপত্তি নাই—নারদ! নারদ! কি হবে! স্থির নাই! উপায় বল।

নারদ। হে ত্রিলোচন! হে ভোলানাথ! আপনি তো সবই জানেন। এক্ষণে আপনি নিভৃতস্থলে যোগাবলম্বনপূর্ব্বক পুনরায় আপনার শক্তি উদ্ধার করুন।

শিব। যাই—নারদ—যাই। আর সহ্য হয় না। হরিবোল! হরিবোল! হরি হরিবোল!

[বেগে প্রস্থান।

নারদ। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! দেবাদিদেব মহাদেব তাঁর এই দশা! আমিও তবে যাই।
হরিবোল—হরিবোল—

[প্রস্থান।

(পট-পরিবর্ত্তন)

তৃতীয় দৃশ্য

কুরুক্ষেত্র।

(শিব ও নন্দীর প্রবেশ)

শিব। দেখ নন্দি! এই স্থানটী বড় মনোরম। জনশূন্য নিভৃত প্রান্তর! এটী যোগসাধনের উপযুক্ত স্থান। আমি এই স্থানেই যোগ অবলম্বন করি।

নন্দী। প্রভু, যথা অভিরুচি। তবে এই প্রান্তর মধ্যে কেন?

শিব। মন যেখানে আকৃষ্ট হয়, সেইখানেই যোগ করা উচিত। আর এ কুরুক্ষেত্র মহাপুণ্যক্ষেত্র।

নন্দী। সাধনা, কিরূপে ক'র্‌বেন! দাস কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রার্থনা করে।

শিব। ব্রহ্ম শূন্য পদার্থ, আকাশরূপী তেজোময় পদার্থ মাত্র। বিদ্যুৎ শক্তি দ্বারা চালিত করিয়া মিশাইবার নামই যোগ। শির মধ্যে সহস্রদল পদ্ম আছে। তন্মধ্যে কুলকুণ্ডলিনী বাস করেন। ভ্রূমধ্যে দ্বিদল। বক্ষঃস্থলে শতদল, আর নাভীতে ষড়দল। পরস্পর ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী দ্বারা গ্রথিত আছে। সেই নাড়ী শ্লেষ্মাপূর্ণ। সেই নাড়ীমধ্যস্থ শ্লেষ্মা পরিষ্কার-পূর্ব্বক বীজ অর্থাৎ বর্ণ,—যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও আমি পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ (রং)। সেই বীজ তাড়িতের দ্বারা নাভিপদ্ম হ'তে উত্থিত ক'রে মস্তকে যে সহস্রদলে কুলকুণ্ডলিনী বিরাজ ক'চ্ছেন, তথায় যোগ ক'র্‌তে পার্‌লেই যোগ হয়। তেজোময় পদার্থ

হ'তে হরির উৎপত্তি। যিনি বটপত্রশায়ী, যিনি ক্ষীরোদসমুদ্র-শায়ী, তিনি অনন্তশায়ী ভগবান্। তাহা হ'তে ব্রহ্মার, বিষ্ণুর ও আমার এবং বেদের ও ওঁম্কারের উৎপত্তি। তিনি সর্ব্ব স্থানে বিচরণ ক'চ্ছেন। নন্দি! আজ এই পর্য্যন্ত, আমার যোগের সময় অতীত হয়ে যায়, সময়ান্তরে সবিশেষ বর্ণনা ক'র্ব।

(মহাদেবের ধ্যানস্থ হওন)

(ত্রিশূলহস্তে উগ্রমূর্ত্তিতে নন্দী দণ্ডায়মান।)

[শূন্য হইতে দৈববাণী]

দৈববাণী। তুমি যে ব্রহ্মহত্যাপাপে পাপী হয়েছিলে, আজ তা হতে মুক্ত হলে। এখন তুমি নিজ কার্য্যে ব্রতী হও।

শিব। (ধ্যানভঙ্গে) হরি! হরি! নিস্তার পেলেম।

মোর রোষানলে পুড়িল মদন।
পুড়েও আমাকে করে জ্বালাতন!
গৌরীরূপ হৃদে জাগে অনিবার।
মিলিবে কি রত্ন অদৃষ্টে আমার?
কার কাছে বলি, কারে বা পাঠাই?
হিমালয় কাছে কিবা নিজে যাই।
মদনে পোড়াল নয়ন অনল,
তার তাপে মোর হৃদয় বিকল।
কি করি উপায়, কার কাছে যাই,
নারদে পাইলে তাহারে পাঠাই।

(নারদকে স্মরণ)

(নারদের প্রবেশ)

(১২)

গীত।

নারদ। শম্ভু, অনাদি তুমি বিশ্বপতি,
জটাজূট শোভে শিরে পশুপতি ॥
পিনাকী আশুতোষ, করি হে মিনতি,
কিবা শোভা দেখহে মূরতি,
মহাদেব বিশ্বনাশন কারণ পশুপতি।
বম্ বম্ বম্ ঘোর রোলে বাজে,
ফণিহার গলে, বাঘাম্বর সাজে,
দেহি কৃপাসিন্ধু পিনাকী ত্রিশূলী,
হর হর ভোলা সাজে ॥

(স্তব।)

নারদ। অচলকন্যানায়কং পৃথুপিনাকধারণং।
বৃষভনাথবাহনং ত্রিপুরদৈত্যনাশনং ॥
তীব্র-গরল-ভোজনং নর-কপাল-ভূষণং।
শিশুশশাঙ্কশোভনং ভুজগহারমণ্ডনং ॥
পাপতাপহারণং জহ্নুকন্যাধারণং।
পুষ্পবাণমারণং সৃষ্টিবিলয়কারণং ॥
প্রমথপালপালনং গমনভীতিবারণং
প্রেতভূত-চারণং প্রণমামি চরাচরং ॥

শিব। শুনহে নারদ, বড়ই দরদ
আছে তব মোর প্রতি।
সন্ন্যাসী হইয়া, বেড়াই ঘুরিয়া,
যদবধি গেছে সতী।
চৈতন্যরূপিণী, সতীরে আবার,
(যদি) নিরখিতে পাই নয়নে।
প্রাণের এ জ্বালা, নিবারি তাহ'লে,
সতী অঙ্গ পরশনে॥
পরমা-প্রকৃতি পরমাণু-মূল
কারণ কলাপমালিনী।
চেতন ভাবনা, মমতা কামনা,
নিখিল অঙ্কুর-রূপিণী॥
নিরখি আবার, লীলা-বিলাসিনী,
ব্রহ্মাণ্ড জড়ায়ে বপুতে।
ক্রীড়া রঙ্গে রত, মহিলা প্রমত্ত
নিবিড় রহস্য মধুতে॥
ছিনু নির্ব্বিকার, মদন বিকার,
ঘটালে বড় জঞ্জাল।
পুড়ে যে মরিল, তবুও বিঁধিল,
হৃদয়ে দারুণ শেল॥

নারদ। জননীর স্নেহ না জানি ভবেশ,
না পশি কখন জঠরে।
ব্রহ্মার মানসে জনমে নারদ,
জননী কভু না আদরে॥
সে ক্ষোভ আমার ছিল না, মহেশ,—

দাক্ষায়ণী-স্নেহ-সুধাতে।
জননী পেয়েছি, যখনি কেঁদেছি,
প্রাণের পিপাসা ক্ষুধাতে ॥
কহ ত্রিপুরারি! কোথা গেলে তাঁরি,
দরশন পুনঃ লভিব।
সে রাঙা চরণ, মনের মতন,
সাধনে আবার পূজিব ॥

শিব। জননীর স্নেহ, পাইবে আবার,
শুনহে নারদ ঋষি।
দেখিবে অচিরে, মহামায়া কায়া,
ছায়া আছে বিশ্বে মিশি ॥
না করিয়া ব্যাজ, হিমালয় পাশ,
যাও তুমি একবার।
বিবাহ করিব, গৌরীরে আনিব,
পূরাও সে সাধ মোর ॥
শুশ্রূষায় তার, হয়েছি মোহিত,
থাকিতে পারিনে আর!
বিলম্ব সহে না, গিরিরাজ-সুতা,
মিলাও ললামসার ॥

নারদ। কঠিন এ কাজ, নহে ভোলানাথ,
যাব আমি গিরি পাশে।
শুন মহাশয়, গিরি সদাশয়,
রয়েছে আশার আশে ॥
মৃত্যুঞ্জয় হর, জামাতা তাহার,
ভাগ্য বলে মনে মানি।

ভকতি মূরতি, মেনকার কভু,
অমৃত হবে না জানি ॥
চলিলাম এই, ঘটাতে বিবাহ,
গিরিকে বলেছি আগে।
আর কিবা কাজ, কর বরসাজ
ত্বরায় যাইতে হবে ॥

[নারদের প্রস্থান।

নন্দী। (নাচিতে নাচিতে) বাবা ক'র্‌বে বিয়ে, করতালি দিয়ে,
হাসি আয় হি হি হি।
দাঁত কিড়ি মিড়ি, করি জড়াজড়ি,
লক লক ক'র্‌ছে জি ॥
হায়রে মজা! হায়রে মজা।
বব বম্‌ বব বম্‌ গাল বাজা ॥

মা আস্‌ছেন। খুব পেট ভরে খাব। (উদর বাজাইয়া) উদর আর চিন্তা নাই। এতকাল কাঁদ্‌ছিলে। এখন তার প্রতিশোধ লও।

শিব। নন্দি! এতকাল কি উপবাস ক'রে ছিলে ?

নন্দী। উপবাস করি আর না করি। উপবাসের বৈমাত্রেয় ভাই বটে।

শিব। নন্দি! এখন চল, নারদের কথা মত বিবাহের উদ্যোগ ক'রিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(পট-পরিবর্ত্তন)

চতুর্থ দৃশ্য।



(মেনকার-গৃহ।)

মেনকা ও সখিগণ আসীন।

১ম সখী। দিনে দিনে বাড়ে গৌরী শশিকলা সম,
কৈশোর যৌবনে কিবা বেঁধেছে সমর।
হৃদিদ্বার করি মুক্ত বাসনা কামনা,
মৃদুলে কহিছে কাণে বিবাহের কথা।
উদ্বেলিত উচ্ছ্বাসের নূতন তরঙ্গ,
কাহার লাগিয়া যেন আছে পথ চাহি।
অপার জলধি যথা পূর্ণ শশী লাগি
মলিনা, নলিনী কিংবা অভাবে ভানুর।
বালিকার চপলতা নাহি আর তার।
মানবের বৃত্তিচয় চরিতার্থ তরে,
পরাণ আকুল করে। প্রেম শান্তি
পবিত্রতা কল্পনায় আঁকে সযতনে
মন-চিত্রপটে। এই পূর্ব্বরাগ!
গৌরীর বিবাহ তাই উচিত এখন।

২য় সখী। সুখের লাগিয়া সখি! আকুল জগৎ।
সুখ অন্বেষণ বিনা কাজ কিবা আর?
আত্মা, মন, কলেবর, এ তিন মিলনে

মানব গঠিত। দেখ চরিতার্থতায়
এ তিনের মনুষ্যত্ব প্রকৃতির নীতি।
তটিনী সাগরে কিবা সোহাগ আদর।
চন্দ্রমার ছবি হের! বক্ষে জলধির,
সুখময় এ সংসার সোপান তাহার
পরিণয়, দুটী হৃদি মিশিবার প্রথা
কি কব অধিক আর? অভাবে যাহার
অসুখী মানব সদা করে হাহাকার।
সমর্পণ করি গৌরী মনোমত বরে,
সুখের সোপানে তারে তুলি দেও সখি!

(১৩)

গীত।

মেনকা। কি কহিব প্রাণ সখি, বলিতে যে ঝরে আঁখি।
কুসুম কুসুমশরে উড়ে যায় মনপাখী।
উমারে পড়িলে মনে, প্রাণ জ্বলে মনাগুণে
কেমনে সহিবে বালা যুবতী কিশোর প্রাণে॥
হেরিলে সে মুখ ছবি, প্রাণ কাঁদে নিরবধি,
নববধূ না হইলে কিরূপে জীবন রাখি॥

প্রতিদিন জাগে, সই! আমার অন্তরে,
মনোমত বরে গৌরী করিতে অর্পণ।
হেরিলে তাহার মুখ, মনে হয়, যেন

নিরজনে নিরমিলা এ হেন মূরতি,
সমগ্র সৌন্দর্য্য ধাতা দেখিতে একত্র।
সামান্যা মানবী বলি নাহি হয় জ্ঞান।
মানি আমি তোমাদের কথা। এ বয়সে
বিবাহ উচিত তার। কিন্তু বল দেখি
নারী আমি, গৌরীযোগ্য বর কোথা পাব?
সে দিন নারদ ঋষি আসি এ নগরে,
মৃদুভাষে কহিলেন গিরিরাজ-কাণে।
হবে পতি পার্ব্বতীর মৃত্যুঞ্জয় হর,
অন্য বর অন্বেষণ নাহি ক'রো আর।
ইহা শুনি গিরিরাজ পুলকিত মন,
উপেক্ষিয়া মম কথা, বিরত সতত
বর অন্বেষণে। সময় অপেক্ষি শুধু
আছেন বসিয়া পথ চেয়ে, কত দিনে
আশুতোষ আসি এই পুরে, করে ধরি
কন্যারত্নে লইবেন নিজ ধামে। সখি!
কি মত তোমাদের বল দেখি ইথে।

১ম সখী। বলিহারি, তোমাদের মনোমত বরে।
না জানি কি গুণে শিব ভুলাল তোমায়।
মজাতে নারীর মন রূপ প্রয়োজন,
যাহা না সম্ভবে কভু হেন বিরূপাক্ষে।
কি কব অধিক আর, জনম যাহার
নির্ণীতে নারিল কভু যত মহাজন,
হেন বরে অভিলাষ কর কি কারণ?
অর্থহীন দিগম্বর, কোথা পাবে ধন,

সাজাতে সোণার গৌরী, দিয়ে আভরণ ?
বিদিত জগত মাঝে, রসিক সুজনে
সোহাগ আদরে নারী রাখে সযতনে।
কিন্তু সখি! খেদে মরি, তোমার জামাতা
আছেন নেশার ঘোরে। তুচ্ছ রসিকতা,
ভাল নাহি লাগে সেই ভাঙ্গুড়ে ভোলার।
ভস্মে ঢাকা সর্ব্ব অঙ্গ, গলায় ভুজঙ্গ
ভয়ে গৌরী বাহুপাশে নারিবে বাঁধিতে
প্রেমাবেশে। গুণধর জামাতার তব,
আরো নাকি ছিল গুণ ? জেনে শুনে সব
এ প্রস্তাবে দিতে সায় ইচ্ছা নাহি যায়।

২য় সখী। মানস-নয়নে সখি! দেখ একবার
কি প্রভেদ অহিহস্তে, বিবাহ কৌতুকে।
দুকুল কাঁচলি সনে গজচর্ম্ম সখি!
কেমনে বাঁধিবে বল ? শ্মশান ভূমির
তরে হইবে কি অলক্তে রঞ্জিত হায়
গৌরীর চরণযুগ ? চন্দনে চর্চ্চিত
দেহ ঢাকিবে কি চিতাভস্মে ? জানি
এতকাল যায় বধূ আরোহিয়া গজে।
বৃদ্ধ বলদে দেখিয়া কিন্তু, না পারিবে
কেহ, সম্বরিতে হাসি রাশি। ক'রেছিনু
মনে, সরাইয়া যৌবন-জলদ-জাল,
আসিতেছে জীবনের প্রফুল্ল প্রভাত,
আমাদের পার্ব্বতীর তরে। এবে বুঝি
ঘটে বিপরীত! শত্রু যার মাতা পিতা

সুখ-আশা বিড়ম্বনা তার। না পাইনু
একটী বরের গুণ তোমাদের হরে।
এ বয়সে বাঘছাল পরাতে গৌরীরে
নাহি যায় সাধ। অন্য বর মম মত।

মেনকা। সখি! সদাশিবে নাহি নিন্দ আরবার।
দক্ষ প্রজাপতি নাকি এই পাপে হায়!
হারায় আপন মুণ্ড। প্রসূতির খেদে
তুষ্ট আশুতোষ, দক্ষে দিলা ছাগশির।
তোমরা না জান, সখি! মহিমা হরের!
দরিদ্র ভোলায়, কিন্তু বলে সর্ব্বলোকে
ধনের আকর। শ্মশানে বসতি, তবু
নাম ত্রিজগৎপতি। মূরতি ভীষণ—
হ'লে কি কখন হয়, তাঁর নাম শিব।
না চিনিয়া সেই রত্নে চাহ বর্ণিবারে,
বিশ্বেশ্বর মহেশ্বর কামরূপ হরে?
নিন্দিতে একটী স্তুতি ক'রেছে শিবের।
সুধিজন বলে যায়, বিশ্বের কারণ—
তার পরিচয় সখি! কেমনে জানিবে?
অনাদি অনন্ত তিনি সর্ব্ব মূলাধার
হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়, ইচ্ছায় তাঁহার।
হ'লে মৃত্যুঞ্জয় পতি কন্যার আমার
করিতে হবে না ভোগ বৈধব্যযন্ত্রণা;
অনায়াসে স্বামীকোলে পারিবে ত্যজিতে
নশ্বর এ দেহ। সেই ধন্য নারীকুলে,
হেন ভাগ্য যার ভালে লিখিছেন ধাতা।

কিন্তু সখি! তোমাদের যাহে নাহি মন,
সবিশেষ বিবেচনা তাহে প্রয়োজন।
রাজার দর্শনে পেলে করিব মিনতি,
হর চেয়ে ভাল বর খুজে দেখিবারে।
দাসীর কামনা জানি হৃদয়-ঈশ্বর
আসিছেন ওই! সবে রহ অন্তরালে।

[সখীদিগের প্রস্থান।

(গিরিরাজের প্রবেশ।)

গিরিরাজ। মহারাণি! কি হ'চ্ছে! কাজ কর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে ব'সে কেন? সংসার কার্য্য দেখো না। এরূপ উদাসীন হলে চ'ল্‌বে কেন? এক একটী সংসার স্ত্রী দ্বারাই রক্ষা হয়, স্ত্রীই—লক্ষ্মী, স্ত্রী দ্বারাই শান্তি-সুখ, স্ত্রীই অশান্তির কারণ।

মেনকা। হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ড, এত বড় আইবুড়ো মেয়ে চক্ষে দেখ্‌তে পাও না! তোমায় ত ব'লে ব'লে হায়রান হলুম।

গিরিরাজ। আমি কি আর চেষ্টার কসুর ক'চ্ছি; দেবাদিদেব মহাদেব তপস্যায় ব্রতী হ'লে, কালীকে তার সেবায় নিযুক্ত ক'রেছিলুম। দেবগণ কালীকে সম্মুখে রেখে মদনের পঞ্চশর দ্বারা তাঁর যোগভঙ্গ ক'রেছিলেন; কিন্তু কালী দাঁড়াতে পাল্লেন না, ভয়ে পালিয়ে এলেন। আমি ত আর ক্রুটী ক'চ্ছি না।

মেনকা। পরে কি হ'য়েছে জান?

গিরিরাজ। না, আর কি ঘটনা? কোন অমঙ্গল হয়নি ত?

মেনকা। না! কালী সেখান থেকে এসে মহাযোগ অবলম্বন করে। সেই সময়ে এক সিংহ তাঁকে আক্রমণ করে, তা জেনে ব্রহ্মা

এসে উপস্থিত হয়েন এবং কালীকে বরদানে প্রস্তুত হওয়ায়, কালীর ধ্যান ভঙ্গ হয়। কালী ব্রহ্মাকে বলে, এই সিংহ আমাকে আক্রমণ ক'রেছে, আমাকে মুক্ত করুন। ব্রহ্মা বলিলেন, অদ্যাবধি এ তোমার বাহন হ'লো। হে জগদম্বে! হে জগৎ-জননি! অদ্য হইতে বগলা নামে আপনি আখ্যাত হ'লেন! মাতঃ! আপনার যোগের কারণ কি? কালী ব'ললেন, আমার রং কালো, তজ্জন্যই এই মহাযোগে মগ্না ছিলাম। ব্রহ্মা তৎ মূহূর্ত্তেই 'স্বর্ণবর্ণ হউন' বলিয়া বর প্রদান করেন এবং ব'ল্লেন, আপনার দেহ হ'তে যে তেজ বাহির হ'লো, তিনি কৌশিকী নামে বিন্ধ্যাচলে বাস ক'রবেন। কালী মনস্কামনা পূর্ণ ক'রে এসেছে, এখন তার বিয়ে না দিলে, আমি প্রাণ রাখব না।

(নারদের প্রবেশ)

(১৪)

গীত।

নারদ। বরষণ করহে শান্তির বারি মিটাও হৃদয়-তৃষা,
জীবনের সার তুমি মম।
ডাকিলে তোমায় হে, হৃদয় জুড়ায় হে,
হরি বলে তাই ডাকি ঘন॥
কায়-মন-প্রাণে, মিনতি করি পদে,
হৃদে এস মম দানবারি জনার্দ্দন।
কাঁদি হে দিবানিশি তোমার লাগিয়ে,
দেহ করুণাময় দরশন॥

হরিবোল! হরিবোল! মহারাজের কুশল ত?

(নারদঋষিকে সকলের প্রণাম করণ)

গিরিরাজ। কুশলাকুশল আপনার অবিদিত কি আছে? কালীর জন্যে মন নিতান্ত অস্থির, কিরূপে পরিত্রাণ পাই। আপনি যখন এসেছেন, অবশ্যই উপায় হবে।

নারদ। মহারাজ, আপনার বিপদ কি? আর কালীর জন্যই বা চিন্তা কি! আমি কি নিশ্চিন্ত ব'সে আছি! অদ্যই রাত্রে শিবের সঙ্গে কালীর বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন ক'র্‌ব, আপনারা প্রস্তুত হ'ন।

গিরিরাজ। বলেন কি? এত অল্প সময় মধ্যে কি ক'রে প্রস্তুত হবো!

নারদ। রাজন্! আপনার অসাধ্য কি আছে, আমি এখন চল্লেম। বর ল'য়ে আস্‌ব।

[প্রস্থান।

গিরিরাজ। শুন্‌লে, আর বিলম্ব কেন? তুমি সমস্ত উদ্যোগ কর। আমি এখন চল্লেম।

[প্রস্থান।

(সখীগণের প্রবেশ)

মেনকা। চল, চল। আজ রাতেই শিবের সঙ্গে উমার বিবাহ হবে।

১ম সখী। উমার কপালে হ'লো হেন বুড়া বর।
ছাই মাখা ন্যাংটাখ্যাপা রসের সাগর॥

২য় সখী। যার যা কপালে আছে কি হবে ভাবিয়া।
ললাট লিখন বিধি দেন মিলাইয়া॥

৩য় সখী। বরের কথা পড়লে মনে শিহরে উঠে গা।
কেমনে যাই বাসর ঘরে উঠেনা যে পা॥

৪র্থ সখী। অত কথা ভাব কেন কপালে ছিল যা।
ঘটে গেল বল কেবা খণ্ডাইবে তা॥

৫ম সখী। বল যত বরে, কিন্তু নহে ততদূর।
চোক গুলি পটলচেরা, বচন মধুর॥

(শিব, নন্দী, ও নারদের প্রবেশ)

নন্দী। কেমন মজা, কেমন মজা, বল কটুবাণী,
ভাল মন্দ যে যেমন বুঝ্‌ব তা এখনি॥

(বগল বাজাইয়া নন্দীর নৃত্য)

[মেনকা ও সখীগণের প্রস্থান।

(বরণডালা প্রভৃতি লইয়া গৌরীসহ সখীগণের পুনঃপ্রবেশ)

কালী। ওমা! আমি যে আর চ'ল্‌তে পাচ্ছিনে।

১ম সখী। আহা লজ্জায় মরি! চ'ল্‌তে পার্‌ছো না! আ মরি মরি! পায়ে কি বাত ধ'রেছে! চল, চল, বিয়ে হবে, লজ্জা কি? তোর লজ্জা দেখে মর্‌তে ইচ্ছা করে।

কালী। মা! মা! আমার ঘুম পাচ্ছে!

২য় সখী। সাধে কি ম'র্‌তে ইচ্ছা যায়। তোর রীত দেখে ম'র্‌তে ইচ্ছা করে। ইচ্ছা হয়, থালায় ক'রে দুধ রেখে—তাতে ডুবে মরি, বা ঘন আটা দুধে—মুড়কি কলা চিনি দিয়ে খেয়ে মরি।

নারদ। কালী, কাল-ভয়হারিণি! তারা ত্রিগুণধারিণি!
তুমি আদ্যাশক্তি, তোমাতেই মুক্তি,
বিধি বিষ্ণু শিব সব তোমাতে উদ্ভব;
অসীম ক্ষমতা তব! কে জানে সন্ধান,
সর্ব্বজীবে সমভাবে কর কৃপা দান।

দিয়ে দেবে অভয়দান, করে ধরিলে কৃপাণ,
সুসম্মান রাখিতে হও মহিষমর্দ্দিনী।
অনুপায়ের উপায়—সেই শ্যামা পদতরণী।
ভজন পূজনহীন আমি দুরাচার,
কি গুণে করুণাকণা পাব মা তোমার।

(গিরিরাজের প্রবেশ)

দেবি! গৌরীকে আজ শিবের সহিত মিলন ক'রে আমরা জীবন সার্থক ক'রি।

গিরিরাজ। আর দেখ্‌ছো কি ? ভাবছো কি ? সত্বর কন্যাকে বরহস্তে সমর্পণ কর।

(সকলে উলুধ্বনি)

(১৫)

গীত।

সখীগণ। চল ত্বরা বরণডালা মাথায় লয়ে,
লহ ঝারি, পুরি বারি করে তুলে।
বর খ্যাপা দিগম্বর, কনে সোণার মেয়ে,
ফুল ফুটিলে কে আর রাখে ধরে!
আয় আয় সই! উলু দিয়ে বরিগে বরে।
মোদের সাধের উমার আজ, দেখ্‌বো লো বিয়ে॥

(১৬)

গীত।

মেনকা। কেমনে উমা মায়ে বিদায় দিব কঠিন প্রাণে।
অমলকলিকা চঞ্চলবালিকা কেমনে—
সে যাবে কৈলাস ভুবনে।
বুক ফাটে মরি কেমনে দেখিবো,
উমা চলি যায় কেমনে বা রবো,
রাজার নন্দিনী হ'য়ে ভিখারিণী
কেমনে বা রবে ভিখারীর সনে॥

[মেনকা ও গিরিরাজকর্ত্তৃক গৌরীর হাত ধরিয়া শিবের হস্তে সমর্পণ। সকলের উলুধ্বনি]

মেনকা। সঁপিলাম উমাধনে আজ তোমা হাতে,
আমার বাছারে সদা রেখো দুধেভাতে।
উমা আদরিণী রাজার নন্দিনী—
যেন কাঙ্গালিনী হ'য়ে, না ফিরে পথে পথে।
আদরে রাখিও, সোহাগ করিও,
যতন করিয়ে সদা রেখো সাথে সাথে।

(পট-ক্ষেপণ)

তৃতীয় অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।

(কশ্যপের আশ্রম।)

অদিতি ও মুনিপত্নীগণ উপবিষ্টা।

অদিতি। হায়! হায়! কি হ'লো? ভগবন্! আমার কপালে এই ছিল? কোথায় আমি স্বর্গের রাজমাতা, কোথায় আমি ভিখারিণী। হা দেবগণ! তোমরা এখন কোথায় দীনভাবে বিচরণ ক'চ্ছ। আজ তোরা পথের কাঙ্গাল, প্রাণপুত্ত্রগণ! শোকে দুঃখে আজ বনে বনে বেড়াচ্চো? হা হরি! প্রাণ যায়। দেবগণ! কেন এ হতভাগিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলে?

(১৭)

গীত।

এই ছিল কি কপাল-লিখন।
সুমেরুর চূড়া হ'তে সাগরে পতন॥
পূর্ব্বস্মৃতি মনে হ'লে, জ্বলে প্রাণ তুষানলে,
কেমনে সহিব বল অসুরের জ্বালাতন।
কোথা হরি প্রাণে মরি, দেখা দাও দানবারি,
এ বিপদে রাখ মোরে বিপদহারী নারায়ণ॥

১ম মুনিপত্নী। উতলা হবেন না, বিপদে ধৈর্য্য অবলম্বন করা উচিত। চিরদিন কাহারও সুখে যায় না। শান্ত হউন, ধৈর্য্য ধরুন।

অদিতি। ধৈরয ধরিতে নারি, কাঁদে যে পরাণ
হেরি শত্রু-পদাঘাতে পীড়িত স্বরগ!
বিজেতা চরণতলে নিত্য বিদলিত,
বলিতে আপন যাহা—প্রিয় পুত্রগণে।
স্নেহময়ী পুত্রবধূ শচীর হৃদয়ে
কি পীড়া দহন আজি! গভীর উচ্ছ্বাসে—
বহিছে হৃদয়তলে চিন্তার হিল্লোল!
নয়ন ফিরাতে চিত্তে বিন্ধে তীক্ষ্ণশলা।
জননীর কত সুখ উপজে অন্তরে
হেরিলে সন্তান মুখ, পুত্রে পেলে কোলে।
ভুঞ্জিতে পাইব চিত্তে কতদিনে বল,
দেবেন্দ্রে লইয়া কোলে, সে সুখ আবার।

২য় মুনিপত্নী। শান্ত না হ'য়ে কি ক'র্‌বে মা? শান্ত হ'য়ে উপায় চিন্তা কর। হরির চিন্তা কর। বিপদে সেই মধুসূদন অবশ্যই প্রসন্ন হবেন। অচিরে দেবগণ স্বর্গরাজ্য পাবে।

১ম মুনিপত্নী। মুনিরাজ ত অনেকদিন তপস্যায় গেছেন। এখনও আস্‌ছেন না কেন?

অদিতি। তাঁদের কি? তাঁরা পুরুষ, যোগী ঋষি। যদি বা সত্বর আসেন, তবে দিতির সঙ্গে সাক্ষাৎ না ক'রে কি আমার এখানে আস্‌বেন? আজ যে দিতির সৌভাগ্যের সীমা নাই। তার পুত্র স্বর্গের ইন্দ্র; এ হতভাগিনীর দিকে চাইবে কে? হা বিধাতঃ! হা হরি! বিপদের কাণ্ডারি!

আমায় রক্ষা কর। হে গদাধর! পরদ্রব্যহারী বলির বল হরণ কর। এই দুঃখিনীর দিকে দৃষ্টি কর।

১ম মুনিপত্নী। অত ব্যস্ত হ'চ্ছেন কেন? মুনিবর এলে এর বিহিত অবশ্যই হবে।

২য় মুনিপত্নী। আর তিনি যদি নাই আসেন, আমরা তাঁকে ডেকে আন্‌ব। তাঁর কাছে যাব। তাঁর পায়ে প'ড়বো, কান্দবো, এতেও কি তাঁর দয়া হবে না? অবশ্যই হবে।

১ম মুনিপত্নী। মুনিবর বুঝি আস্‌ছেন! তাঁর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। আয় ভাই, আমরা এখান থেকে অন্তরালে যাই।

[মুনিকন্যাদ্বয়ের প্রস্থান।

(কশ্যপের প্রবেশ)

[অদিতির উঠিয়া আসনদান ও প্রণাম-করণ]

কশ্যপ। (উপবেশন করিয়া) হে ভদ্রে! তোমায় এমন মলিন দেখ্‌ছি কেন? আশ্রমে আমোদ নাই, উৎসব নাই। এখানে ব্রাহ্মণের ধর্ম্মে ও মরণশীল মানবের তো কোন অমঙ্গল হয় নাই? হে গৃহিণি! গৃহস্থ ব্যক্তিরা যোগ অভ্যাস না ক'রে গৃহবাস করতঃ যে ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ সাধন ক'র্‌তো, তাদের কি কোন ব্যাঘাত হ'য়েছে? আত্মীয়বর্গের সেবায় ব্যস্ত থেকে, কি কোন দিন অতিথিকে অর্চ্চনা ক'র্‌তে পার নাই? হে পতিব্রতে! আমার অনুপস্থিতিতে তোমার চিত্ত সর্ব্বদা অস্থির থাক্‌তো? গৃহবাসী ব্যক্তিরা ভগবান্ বৈশ্বানরের পূজা ক'রে সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ লোক সকল প্রাপ্ত হয়। অগ্নি

ও ব্রাহ্মণ, বিশ্বাত্মা হরির মুখস্বরূপ, তুমি কি যথাসময়ে অগ্নিহোত্র হোম ক'র্‌তে ভুলে গেছ? হে মানিনি! তোমার সন্তানগণ তো কুশলে আছেন?

অদিতি। হে নাথ! গো ব্রাহ্মণ যাবদায় লোকের কুশল, আমিও ত্রিবর্গসাধনোপযোগী ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন ক'রে থাকি। হে জীবিতনাথ! আমি আপনাকে সর্ব্বদা চিন্তা করি বটে, কিন্তু তাতে কাহারও পূজার ক্রটী হয় নাই; অগ্নি, অতিথি, ভৃত্য, ভিক্ষুক, আর আর কাহারও সম্মানের ক্রটী হয় নাই। আপনি প্রজেশ্বর! আপনি ধর্ম্ম-বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন। এখন আমার কল্যাণ সাধন করুন্।

কশ্যপ। হে কল্যাণি! তবে তোমার এমন বিমনা হবার কারণ কি?

অদিতি। প্রভু! আমার অভিলাষ পূর্ণ ক'র্‌বেন, যদি এই প্রতিজ্ঞা করেন, তা হ'লে আমার মনের কথা প্রকাশ করি। নচেৎ আমি জীবনে জীবন বিসর্জ্জন ক'র্‌বো। এতদিন ক'র্ত্তেম, কেবল আপনার আসার আশে প্রাণ ধারণ ক'রে আছি।

(১৮)

গীত।

আমর মনের বাসনা।
কাহাকে জানাব, কিসে নিবারিব
হৃদয়ের বেদনা॥
আশা ক'রে আছি নিবেদি চরণে,
যতেক যন্ত্রণা সহেছি জীবনে,
মরমের কথা শুনিলে শ্রবণে,
জীবনের স্মৃতি জনমে যাবে না॥

দেখাতে পেয়েছি বাসনা পূরেছে,
অন্তরের জ্বালা অন্তরে জ্বলিছে,
যদি না রাখিবে মিনতি আমার,
জীবনে জীবন ত্যজিতে কামনা ॥

কশ্যপ। আহা কি মধুর স্বর! "স্বরং ব্রহ্ম" স্বরে ঈশ্বর আশু সন্তোষ লাভ করেন। যে স্বরে সন্তোষ লাভ না করে, সে মূঢ়। আচ্ছা, আমি প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি, তোমার অভিলাষ পূর্ণ কর্‌বো। তোমার দুঃখের কাহিনী প্রকাশ ক'রে আমায় সুস্থ কর।

অদিতি। ভগবন্! দিতির সন্তানগণ আমার সন্তানগণকে শ্রীভ্রষ্ট ও রাজ্যচ্যুত ক'রেছে। দৈত্যগণ আমার পুত্রদিগকে গৃহত্যাগী ক'রেছে। দুরন্ত শত্রুগণ দেবগণের ঐশ্বর্য্য শ্রী অপহরণ ক'রেছে। এখন নিবেদন, আমার সন্তানগণ পুনরায় যাতে তাদের রাজ্য ও স্বপদ প্রাপ্ত হয়, তার উপায় বিধান করুন।

কশ্যপ। কি আশ্চর্য্য! কে কার পিতা, কে কার পত্নী, কে কার পুত্র, কে কার আত্মীয়! মোহই এই সকল বুদ্ধির কারণ! তুমিও মোহজালে জড়িত। আমি জান্‌তাম না যে, তোমার ভিতরে অত ব্যাপার আছে। স্ত্রীলোক সর্পের তুল্য; যে স্ত্রীর কথায় বিশ্বাস ক'রে স্ত্রীর বাধ্য হয়, তার কখনো সুখ নাই। তুমি জান, যে স্ত্রী স্বামীর দর্শন মাত্রে সহর্ষে বাক্যালাপ না করে, তার সমস্ত পুণ্য নাশ হয় ও নরক হয়। স্বামিসেবাই স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম। পতিকে সন্তোষ রাখাই স্ত্রীর এক-মাত্র ধর্ম্ম। শান্তির জন্যই আশ্রম,—আশ্রমের উপকরণ স্ত্রী।

পুরুষ কার্য্যবশতঃ আশ্রম পরিত্যাগ ক'রে স্থানান্তরে গমনান্তর প্রত্যাবৃত্ত হ'লেই স্ত্রীর সেবা ও আশ্রমের শোভা দ্বারা শান্তি লাভ করেন। এই জন্যই স্বামীর পুণ্যের অর্দ্ধাংশভাগিনী স্ত্রী। যাহা হউক, আমি যখন প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, তখন তোমায় এই উপায় বল্‌ছি, তুমি ভগবান্ হরির শরণাগত হও, তা হ'লে তিনি যে উপায় হয় ক'র্‌বেন।

অদিতি। আমি কি উপায়ে সেই জগদ্‌গুরুকে আরাধনা ক'র্‌বো?

কশ্যপ। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীর দিনে পয়োব্রত ধারণ ক'রে পরম ভক্তিসহকারে সেই হরির অর্চ্চনা ক'র্‌তে হবে। এবং শয্যা পরিত্যাগ ক'রে মৃত্তিকায় শয়ন ক'র্‌বে। অতিথি ভিক্ষুকদের দান ক'রে সমস্ত দিন পরে দুগ্ধ আহারে বা ঘৃত ভোজনে থাকবে। সর্ব্বদা হরি-আলাপ, হরিগুণ-গান, হরিধ্যানে রত থাকবে। এইরূপে পোনের দিনে ব্রত উদ্‌যাপন ক'র্‌বে। পরে হরি যেরূপ উপদেশ দেন তদনুসারে কার্য্য ক'র্‌বে।

[কশ্যপের প্রস্থান।

(মুনি-পত্নীদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম-মু-প। কি হলো? মুনিবর এসে কোন সদুপদেশ দিলেন কি?

অদিতি। আশাপ্রদ বটে, কিন্তু ফল না হ'লে বল্‌তে পারিনি।

২য় মু-প। কিরূপ আশা পেলে?

অদিতি। পয়োব্রতের উপদেশ দিলেন। পোনের দিন পরে ব্রত উদ্‌যাপন হবে, পরে হরি যা করেন।

১ম মু-প। আয় ভাই আয়, তবে আমরা আমাদের কাজকর্ম্মে যাই।

[মুনিপত্নীদ্বয়ের প্রস্থান।

[অদিতির যোগাবলম্বন]

(১৯)

গীত।

অদিতি। হে হরি পীতাম্বর, করি হে নমস্কার,
অগতির গতি তুমি হরি।
ওহে নীরদ-বরণ, বলির দর্প-নিবারণ,
কর হে লজ্জা-নিবারণ ॥
শুন হে নারায়ণ, ওহে পতিত-পাবন,
তুমি প্রভু যোগের কারণ।
চরণ কমলে স্থান, দাও হে ভগবন্,
তুমি সৃষ্টি-পালন-নিদান ॥
চরণে নুপুর সাজে, রুণু ঝুনু বোলে বাজে,
কি শোভা হয়েছে প্রভু সাজে।
বনমালা দোলে গলে, বৈজয়ন্তি তার কোলে,
কৌস্তুভমণি দোলে গলে।
শিরে মুকুট ঘনশ্যাম, অপরূপ সুঠাম,
এবে দাসীর পুরাও মনস্কাম।
কৃপাসিন্ধু ওহে হরি, এ বিপদে প্রাণে মরি,
এ সময় দাও হে চরণ-তরি।
বিপদে মধুসূদন, এ দাসীরে কর তারণ,
দেখা দাও হে অমূল্য-রতন।
তুমি প্রভু ভগবন্, কর কৃপা বিতরণ,
শত্রু বলি লওহে নারায়ণ ॥

হে নারায়ণ! হে হরি! হে যজ্ঞেশ্বর! আমার পুত্রদিগের মঙ্গল কর। মঙ্গলময়ের নাম শ্রবণ ক'র্‌লেই মঙ্গল হয়। এ বিপদে এই দুঃখিনীকে রক্ষা কর। তুমি কারণস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি। হে নারায়ণ! হে ভগবন্! হে হরি! এ অভাগিনীর মন-বাঞ্ছা পূর্ণ কর।

দৈববাণী। মা, মা! তোমার কার্য্যে আমি পরম প্রীতিলাভ ক'র্‌লেম। আমি তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রে, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'র্‌বো।

অদিতি। হে ভূভারহারি হরি! হে বাঞ্ছাকল্পতরু! এই ক্ষুদ্র গর্ভে আমি কিরূপে তোমায় ধারণ ক'র্‌বো?

(নেপথ্যে)

দৈববাণী। তার জন্য কোন চিন্তা নাই।

(পট-পরিবর্ত্তন)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(সমুদ্রের ধার।)

দেবগণের প্রবেশ।

ইন্দ্র। এই তো ক্ষীরোদ-সাগর। হে দেবগণ! সেই বিপদবন্ধু নারায়ণের চিন্তায় মগ্ন হও। সেই বিপদহারী হরি বিনা গতি নাই। ইন্দ্রিয় নিরোধপূর্ব্বক আত্মাকে সংযত ক'রে, সেই পরম ব্রহ্মের ধ্যানে মগ্ন হও।

পবন হে রাজন্! ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর, কি করি, কোথা যাই, কোথা দাঁড়াই! রাজ্যচ্যুত হওয়া যে কি কষ্ট, পরাধীনতায় যে কি অসীম যন্ত্রণা, তা এখন বুঝিছি।

যম। পরাধীন মানবেরা কি ক'রে জীবন ধারণ করে?

পবন। জ্ঞানাতীত।

ইন্দ্র। পাপিষ্ঠ দৈত্যেরা তো কতবারই আমাদিগকে উৎপীড়ন ক'রেছে, সেই বিপদহারী হরি চিরদিনই তো রক্ষা ক'রে আস্‌ছেন। এবার কি উপায় ক'র্‌বেন না? তিনি যুগে যুগে আমাদিগকে রক্ষা কর্‌বার জন্য অবতার হ'য়েছেন।

যম। অবতারে আমাদের উপকার হ'য়েছে বটে, কিন্তু অজ্ঞান মানবদিগের অপকার হ'য়েছে। এক বিষয় চিন্তা না ক'র্‌লে, এক স্থানে আত্মা সংযত না ক'র্‌তে পারলে, যখন তিনি জ্যোতির্ম্ময় হন না; তখন নানারূপ হওয়ায় ভ্রান্তবুদ্ধি লোকের ভ্রম-প্রমাদের কারণ হ'য়েছে।

ইন্দ্র। পৃথিবীতেই পাপ, পৃথিবীতেই পুণ্য! লোক মোহে আবদ্ধ না হ'লে এই দুঃখ, কষ্ট, দুর্ভোগ পাবে কেন? পুরুষ-প্রকৃতি একই। এক ব্রহ্ম পদার্থ হ'তে উৎপন্ন। আমাদের যখন ভ্রম-প্রমাদ হয়, তখন মনুষ্যের ভ্রম হবে না কেন। ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম; সূক্ষ্ম হতেও সূক্ষ্মতম। এখন এস, নিজ নিজ কার্য্যের চেষ্টা দেখি।

পবন। রাজন্! দশমহাবিদ্যা ও তার অর্থ এবং অবতার সকলের একত্রীকৃত ক'রে, ব্রহ্ম নির্দ্দেশপূর্ব্বক বুঝাইয়ে দেন।

ইন্দ্র। গিরিরাজের কন্যা কালী, সকল ভূতকে তারণ করেন এ জন্য তাঁর নাম তারা। সকল ভূতকে পালন করেন এই জন্য ভুবনেশ্বরী। ত্রিগুণাতীতা—এই জন্য ষোড়শী। ভৈরবের ভার্য্যা—এই জন্য ভৈরবী। ত্রিশক্তিরূপিণী—এই জন্য ছিন্নমস্তা। ধূম্রাসুরকে বধ ক'রেছেন—এই জন্য ধূমাবতী। ব-কার শব্দে বারুণী, গ শব্দে সকল প্রকার সিদ্ধিদায়িকা, আর ল শব্দে পৃথিবী; এই নিমিত্তই বগলা নাম। মাতঙ্গ অসুরকে বিনাশ ক'রেছেন—তজ্জন্য মাতঙ্গী। বৈকুণ্ঠে বাস করেন—এই জন্য কমলা। নাম—সংজ্ঞা মাত্র। কার্য্য বশতঃ নানারূপ ধারণ ক'রেছেন, তজ্জন্যই এক একটী নাম হ'য়েছে। তারা মৎস্য-অবতার। বগলা কূর্ম্ম-অবতার। ধূমাবতী বরাহ-অবতার। ছিন্নমস্তা নৃসিংহ-অবতার। ভুবনেশ্বরী বামন-অবতার। মাতঙ্গী রাম-অবতার। ভৈরবী বলভদ্র, দুর্গা কল্কি-অবতার এবং কালী কৃষ্ণ-অবতার। এইরূপে পুরুষ-প্রকৃতি একই। ওঁকার, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সকলই সেই ব্রহ্ম পদার্থ। সেই ক্ষীরোদ-শায়ী হরি তেজোময় পদার্থ হ'তে উৎপন্ন এবং তিনিই আমাদের স্রষ্টা।

যম। হরির কোন্ রূপ ধ্যান ক'র্‌বো বলুন ?

ইন্দ্র। নীলবর্ণ, পদ্মাক্ষী, চরণে নূপুর, পীতাম্বর পরিধান, গলে বৈজয়ন্তী মালা ও কৌস্তুভমণি, শিরে মুকুট, কপালে অলকা-তিলকা ও প্রেমপূর্ণ মূর্ত্তি। হরিবোল—হরিবোল।

সকলে। হরি হরিবোল।——

(সকলে ধ্যানে নিমগ্ন)

ইন্দ্র। (ধ্যানান্তে) নমস্তে দেবতানাথ, নমস্তে গরুড়ধ্বজ,
শঙ্খচক্রগদাপাণে, বাসুদেব নমোঽস্তু তে।
নমস্তে ত্রিগুণাতীত, অপ্রত্যক্ষায় বেধসে,
জ্ঞানাজ্ঞাননিরালম্ব সর্ব্বালম্ব নমোঽস্তু তে।
রজোযুক্ত নমস্তে তু ব্রহ্মমূর্ত্তে সনাতন,
ত্বয়া সর্ব্বমিদং নাথ জগৎস্রষ্টুশ্চরাচর।
সত্যাদিক্ষিতিলোকেশ বিষ্ণুমূর্ত্তে অধোক্ষজ,
প্রজাপাল মহাদেব জনার্দ্দন নমোঽস্তু তে।
গুণাভিযুক্ত দেবেশ সর্ব্বব্যাপিন্ নমোঽস্তু তে,
ভূরিয়ং ত্বং জগন্নাথ পীতাম্বর হুতাশন,
বায়ুবুদ্ধিমনশ্চাপি সর্ব্ব ঋতং নমোঽস্তু তে।
হে ভগবন্! হে নারায়ণ! হে হরি! আমাদের দুর্গতি নাশ করুন।

(শূন্য হইতে হরির অবতরণ)

হরি। মাভৈ! মাভৈ! হে দেবেন্দ্র! কি জন্য আমায় স্মরণ ক'রেছ ?

ইন্দ্র। হে হরি কৃপাময়! অনাথবন্ধো! এ অধমের জন্য যুগে

যুগে নানা কষ্ট স্বীকার ক'চ্ছেন। এ চরাচরে আপনার অগোচর কি আছে? হে পীতবসন! বলির অত্যাচারে—দেবগণ স্বর্গচ্যুত হ'য়েছেন। আপনি ভিন্ন গতি নাই। আপনি দেবগণের গতি, বল, বুদ্ধি ও ভরসা। এ বিপদ-সাগর হ'তে পরিত্রাণ ক'রুন।

হরি। বলি ধর্ম্মবলে বলীয়ান্, প্রহ্লাদের শিষ্য। অবশ্য তার সহিত যুদ্ধে আমি পার্‌বো না। তোমাদের স্তবে আমি অত্যন্ত সন্তোষলাভ ক'রেছি। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আমা হ'তেই সৃষ্ট। রক্ষার ভার আমার হাতেই ন্যস্ত। আমিই তোমাদিগকে ত্রিদিবের শাসনভার দিয়েছি, এ জন্য আমি কৌশল অবলম্বন ক'র্‌বো। কশ্যপপত্নী অদিতি তোমাদের মাতা। তোমাদের দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে—মহাব্রত উদ্‌যাপন ক'রেছেন। আমি তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রে উপায় ক'র্‌বো।

ইন্দ্র। নারায়ণ! ততদিন আমরা কিরূপে বাস ক'র্‌বো, আজ্ঞা করুন?

হরি। তোমরা এখন লোকালয়ে মনুষ্য সহিত বিচরণ কর।

ইন্দ্র। হরি দয়াময়! সে নরলোকে আমরা বাস ক'র্‌তে পারবো না। তথাকার লোক পাপী, কুকর্ম্মে সদাই রত। তা হ'লে, এই সমুদ্রগর্ভে জীবন বিসর্জ্জন ক'র্‌বো।

হরি। আচ্ছা, তোমরা নিরস্ত্র হ'য়ে বলির সভায় গমন কর, তাকে ব'ল্‌বে যে, আমরা হরির উপাসনা ক'রেছিলুম। তিনি আদেশ ক'রেছেন, মন্দর পর্ব্বতে অনেক ঔষধের গাছ আছে, তোমরা দেবাসুরে একত্র হ'য়ে, সেই পর্ব্বত সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ-ক'রে ও বাসকীকে মন্থনরজ্জু ক'রে মন্থন কর, তা হ'লে নানা

জিনিষের উৎপত্তি হবে। যে সমস্ত জিনিষের উৎপত্তি হবে, তা আমার অপেক্ষায় রাখিও। আমি উপস্থিত হ'য়ে বণ্টন ক'র্‌বো। নৈলে আত্মবিচ্ছেদ উপস্থিত হবে। সকলেই নিধন প্রাপ্ত হবে।

(পট-পরিবর্ত্তন)

তৃতীয় দৃশ্য।

(মুনিদিগের উদ্যান।)

মুনিবালকদিগের প্রবেশ।

১ম বা। ভাই! বামনরূপে মুগ্ধ ক'রেছে। এমন রূপতো কখনো দেখিনি। দেখ্‌লেই কেমন মায়া হয়। ইচ্ছা হয়, দিবা-রাত্র তাকে নিয়ে নাচাই, খাওয়াই, আমোদ আহ্লাদ করি।

২য় বা। ব'ল্‌বো কি ভাই, বামনকে যখন দেখি, তখন ম'নে কত সুখ হয়। এমন ভাই আর কাউকে দেখ্‌লে হয় না।

৩য় বা। ভাই বামনকে ছেড়ে ঘরে থাক্‌তে ইচ্ছে করে না। ম'নে হয়, বামনের সঙ্গে বেড়াই, বামনের সঙ্গে খাই, বামনের সঙ্গে নাচি, বামনের সঙ্গে খেলি।

৪র্থ বা। ভাই আমি ভাল ভাল ফল এনেছি, বামনকে খাওয়াব। বামনকে না খাইয়ে—কিছুতেই খেতে ইচ্ছে করে না। আজ বামন আস্‌লে, সকলে তাকে কাঁধে ক'রে নিয়ে নাচ্‌বো।

গীত।

সকলে। নেচে নেচে হেলে দুলে চাঁদের কোনা ছুটে আসে,
মুখেতে মোহনহাসি নয়নে চাঁদ পরকাশে।
আয় আয় ভাই সবে জুড়াই দেখি সুধার বদনচাঁদে,
সাজাব ওরে ফুলের ছাঁদে দেখ্‌বো কেমন সাজে তাই।

(বামনের প্রবেশ)

(২১)

গীত।

বামন। (গাইতে গাইতে নাচিতে নাচিতে)

আমি এসেছি ভাই তোদের টানে মন বসেনা থাক্‌তে ঘরে।
তোরাই আমায় ক'র্‌লি পাগল,
(ও ভাই) বেঁধেছিস্‌ রে সাধের ডোরে॥
বল রে ভাই হরি হরি বুলি, আয়রে করি কোলাকুলি
তোদের নিয়ে বিজন বনে স্বরগের সুখ বিলাব রে॥

১ম বা। ভাই! এতক্ষণ পরে কি আমাদের ম'নে প'ড়েছে?

বামন। ভাই! আমি ত ভুল্‌তে চাই, কিন্তু ভুল্‌তে পারি কৈ? কত যুগ যুগান্তর ধ'রে তোদের সাধনা, তাই তোদের যে দেখে সেই তোদের ভুল্‌তে পারে না। তোমরা ত ভাই সমস্ত দিনই আমায় দেখ্‌তে পাও।

১ম বা। বামন! বামন! সুধু দিনের বেলা কেন। রেতে যখন মায়ের কোলে শুয়ে থাকি, তখনও তোমাকে দেখ্‌তে পাই। হৃদয়েও কি তুই উঁকি ঝুঁকি মেরে পালিয়ে আসিস্‌!

২য় বা। আহা মরি! এবে হরি মধুসূদন রূপমাধুরী,
সুধাকর পাশে সৌদামিনী হাসে!
হেন অপরূপ কভু নাহি হেরি।
ভাগ্যে দিনমণি, যার অনুগামী
ভাগ্যবলে, হলো সে রূপ উদয়।

১ম বা। জীবন জুড়াল, নয়ন মোহিল,
আনন্দ-সাগরে ভাসিল হৃদয়।
২য় বা। হৃদয়ের ধন, রবে সর্ব্বক্ষণ,
দেখিব নয়নে দিবস যামিনী।
১ম বা। ভাই! একবার নাচ্‌না ভাই!
বামন। হুঁা ভাই! তবে তোমরাও নাচ, আমিও নাচি।
২য় বা। আমরা কি ভাই তোমার সঙ্গে নাচ্‌তে পার্‌বো!
বামন। কেন পার্‌বে না? নেচে তো থাকই, আজ অমন কথা ব'ল্‌ছো কেন? তবে ভাই আমিও নাচ্‌বো না।
৪র্থ বা। বামন আমাদের প্রাণ, বামন আমাদের জীবন, বামন বল্‌লে নাচ্‌বো না? এস ভাই সকলেই নাচি।

(২২)

গীত।

সকলে। নয়ন খুলেছেরে ভাই এতদিন পরে।
কচি মুকুল ফুট্‌লো এবার বাস বিলাবার তরে॥
মানসকুঞ্জে হৃদ্‌বিহারী বিলায় কেমন প্রেমের বারি
লীলা করি লীলাময় মন মজালে।
হরি মোদের হৃদয়-রাজা নাচ্‌বো হরি বলে।

(অদিতির প্রবেশ)

অদিতি। এই যে, এখানে। আমি সমস্ত স্থান খুঁজে খুঁজে নাকাল হ'য়েছি। তুই এইরূপ নেচে নেচে যে কতজনকে কাঁদিয়ে-

ছিস্, এখন আবার এখানে এসে নাচ্ছিস্। আমি তোকে নাচ্তে দেব না। আয় আমার সঙ্গে আয়।

বামন। মা, মা! আমার দোষ কি? আমায় যে সকলে নাচায়, আমি কি ইচ্ছায় নাচি?

অদিতি। তাতো বুঝি, কিন্তু বুঝ্তে পারি কৈ? আয় বাপ, কোলে আয়, ঘরে চল। অনেকক্ষণ কিছু খাস্‌নি।

বামন। আমি এখন যাব না। মুনিবালকেরা আমায় বড় ভাল বাসে। তাই ওদের কাছে আসি।

অদিতি। তা বেশ কর! এখন এস, ঘরে যাই।

মু বালকগণ। মা! মা! বামন ভিন্ন আমাদের গতি নাই।

অদিতি। তোমরা বামনকে ভালবাস, বামনও তোমাদিগকে ভাল বাসে। তা বেশ তো, এস—তোমরাও এস। খাওয়ার বেলা হ'য়েছে, এস—সকলে এক সঙ্গে খাবে এস।

বামন। না, মা! আমি যাব না। তবে যাই। আমি যা ব'লবো তা শুন্‌বে?

অদিতি। তা আর শুন্‌বো না! বল, অবশ্যই শুন্‌বো।

বামন। উঁহুঁ, তা হবে না। আমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্বি করে বল!

অদিতি। আচ্ছা তাই।

বামন। (করতালি দিয়া) হো—হো! হ'লোনা—হ'লোনা! আমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্বি ক'রে বল, নৈলে আমি যাব না।

অদিতি। এমন ছেলে ত আমি দেখি নাই। খাবার সময় ব'য়ে যায়।

বামন। আমার মাথায় হাত দিয়ে বল। তবে আমি যাব।

অদিতি। (মাথায় হাত দিয়া) যা ব'ল্‌বে, তা শুন্‌বো। এখন চলো।

বামন। মা! শুনেছি—বলিরাজ স্বর্গের রাজা হ'য়েছে। সে যখন যজ্ঞ ক'র্‌বে, তখন আমায় সেখানে যেতে দিতে হবে।

অদিতি। বুঝেছি, বুঝেছি, বাবা! আমায় বঞ্চিত ক'রোনা। দুঃখিনীর ধন, অন্ধের নয়ন!

(২৩)

গীত।

মধুর ভাষে বৃথা আশ্বাসে
ভুলায়ে মায়ে কেমনে যাবে।
আমি নয়ন-জলে সদা ভাসিব,
তাই কিরে তোর প্রাণে সবে॥
নয়নে নয়নে রাখিব যতনে,
ছাড়িতে পারিব না রে।
মণিহারা হ'য়ে ফণি নাহি জীয়ে,
কহিনু আমি তোমারে॥
আহা নয়নের মণি অমূল্যধন,
তো বিনে আমার আঁধার নয়ন।
(কোন্ প্রাণে তোমায় ছাড়ব বল)
(আর হেন কথা নাহি বল যাদুমণি)
আমার অঞ্চলের নিধি এসরে কোলে,
মাকে কাঁদাওনা—
কঠিন প্রাণে বিদায় চেয়ে
মাকে কাঁদাওনা, মাকে কাঁদাওনা, কাঁদাওনা।

বামন। মা—মা! কাঁদিস্ না—কাঁদিস্ না! তুই বুঝিস্‌নে, তুই বড় অবোধ। বামুনের ছেলে যজ্ঞ দেখ্‌তে যাবনা? লোকে যে উপহাস ক'র্‌বে। তুই অমন ক'রে মিছি মিছি কাঁদ্‌বি—তবে আমি যাব'না, খাব'না, তোর্ কোলে যাব'না।

অদিতি। বুঝেছি, বুঝেছি, আচ্ছা যাবে। এখন খাবে এস। (বালকগণের প্রতি) এস, তোমরাও এস।

(পট-ক্ষেপণ)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(বলির শিবির)

বলি আসীন।

বলি। স্বর্গরাজ্য ত অধিকার ক'রেছি! এখন রাজকার্য্য কিরূপে সম্পন্ন করি। স্বর্গরাজ্য পুণ্যভূমি, যোগী ঋষির আবাস-ভূমি; দেবগণ স্বাধীনচেতা, দেবগণ স্বাধীনতা হারিয়ে—কত দিন নিশ্চিন্ত থাক্‌বে? যোগী ঋষিরা মহাদাম্ভিক, ছিদ্র পেলেই অভিসম্পাত করে। বিশেষ বিবেচনা ক'রে চলা আবশ্যক। আমার এমন কি সাধ্য, যে দোষশূন্য হ'য়ে— সকল সময় চ'ল্‌তে পারি। এখন কার শরণ লই? (চিন্তা করিয়া) পিতামহেরই শরণ লই। তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ত্রি-জগতে আর নাই। তিনি ভূত-ভবিষ্যৎবক্তা, ভগবান্ হরির প্রধান শিষ্য। তাঁর আশ্রয় লওয়াই কর্ত্তব্য।

[যোগাবলম্বন]

(প্রহ্লাদের প্রবেশ)

প্রহ্লাদ। হে বংশধর বলি! আমায় কি জন্য স্মরণ ক'রেছ? উঠ, উঠ, চক্ষু উন্মীলন ক'রে দেখ, আমি তোমার সম্মুখে উপস্থিত।

তুমি আমার বংশের উজ্জ্বল-তিলক। বংশের উজ্জ্বলতা রক্ষা, ধর্ম্ম, ক্রিয়াকলাপ, যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি রক্ষা করাই বংশ-পরম্পরার কর্ত্তব্য কার্য্য। নষ্ট করা কুপুত্রের কার্য্য। এখন তোমার প্রার্থনা প্রকাশ কর।

বলি। (উঠিয়া পিতামহকে নমস্কারপূর্ব্বক) দাস জ্ঞানে অজ্ঞানে যদি কোন অপরাধ ক'রে থাকে, তবে মার্জ্জনা করুন্। আমি বিপদে পতিত হ'য়ে আপনার আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছি। হে ভগবান্! দাসকে আশ্রয় দিন।

প্রহ্লাদ। বিপদে, সম্পদে, হরি তোমার মঙ্গল করুন্। এখন তোমার মনোগত ভাব ব্যক্ত কর।

বলি। আপনি আমার বল, ভরসা! আপনার আশীর্ব্বাদে, আমি ত্রিলোককেও ভয় করি না। এই স্বর্গরাজ্য আমার অধিকার-ভুক্ত হ'য়েছে; কিন্তু রাজা বিনা অরাজকতা ঘটে। আমার প্রার্থনা—আপনি সিংহাসনে উপবিষ্ট হ'য়ে রাজ্যশাসন ক'রুন্! আমি শ্রীচরণসেবায় নিযুক্ত হই।

প্রহ্লাদ। (সহাস্যে) সিংহাসনে অনেক কাল ব'সেছি, অনেক কাজ ক'রেছি, অনেক ভুগেছি, আর না—আর না। মায়া মমতা সকলই পরিত্যাগ ক'রেছি। পুত্র জন্মেছে, তুমি পৌত্র। বৎস! তুমি সিংহাসনে উপবেশন ক'রে রাজত্ব কর।

বলি। পিতামহ! এ যে স্বর্গরাজ্য। এখানে কিরূপে কার্য্য ক'র্‌বো?

প্রহ্লাদ। চিন্তা কি? যে হরিকে সর্ব্বদা চিন্তা করে, কখনও তার বিপদ হয় না। সেই অচিন্তনীয় ভগবান্‌কে সর্ব্বদা চিন্তা ক'র্‌বে। তিনি জ্ঞান, তিনি বুদ্ধি, তিনি বিদ্যা, তাঁহাকে চিন্তা ক'র্‌লেই নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার্‌বে।

বলি। হে পিতামহ! এই সংসারে সুখীই বা কে, আর দুঃখীই বা কে? আজ্ঞা ক'রুন্।

প্রহ্লাদ। পৃথিবীতে যে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী, শতসহস্র দাসদাসী যার সেবায় নিযুক্ত, তার সহধর্ম্মিণী যদি পতিবিদ্বেষিণী, কলহ-প্রিয়া হয় এবং পুত্র অবাধ্য ও দুরাচার হয়, ভৃত্য অনুমতি পালন না করে, তা হ'লে—তার মত দুঃখী আর নাই। আর যে ব্যক্তি দীন, তার সহধর্ম্মিণী যদি পতিপরায়ণা, প্রিয়ভাষিণী ও সুশীলা হয় এবং পুত্র ধার্ম্মিক, সচ্চরিত্র, শান্ত ও পিতৃমাতৃ-ভক্ত হয়, তা হ'লে—তার ন্যায় সুখী জগতে আর নাই। ধর্ম্মই বল—হরির চরণই ভরসা। সেই নিত্যধাম- সেই আনন্দ-কানন।

বলি। সংসার অতি কুচিন্তার স্থান।

প্রহ্লাদ। তা'নয়, তা'নয়। সংসারাশ্রম সকল আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে সংসারে থেকে অধর্ম্ম করে না, হরিকে স্মরণ করে, তার কুচিন্তা কোথায়? যেমন পদ্মপত্রের উপর জল দাঁড়ায় না, তেমনি তার অন্তঃকরণেও কুচিন্তা দাঁড়াতে পারে না। তুমি পৌত্র, তোমার প্রদত্তরাজ্য আমি গ্রহণ ক'র্‌লেম; গ্রহণ ক'রে তোমাকেই প্রত্যর্পণ ক'র্‌লেম। তুমি সর্ব্বদা গুরু-পুরোহিতের মন্ত্রণা গ্রহণ ক'রে কার্য্য ক'র্‌বে, তা হ'লেই তোমার মঙ্গল হবে।

বলি। গুরু কাকে বলে?

প্রহ্লাদ। স্বামী, পিতা, মাতা আর মন্ত্রদাতা। মন্ত্রদাতা গুরু—সুপুরুষ পণ্ডিত এবং মন্ত্রের অর্থ বুঝিয়ে দিতে পারেন, যোগের পথ দেখিয়ে দিতে পারেন এবং যে শরীরে—যতটুকু পরিমাণে পরমাণু আছে ও ব্রহ্ম অংশ অর্থাৎ তেজ আছে, তাহা যিনি

জান্‌তে পারেন কিংবা শরীরের যে অংশ বেশী পরিমাণ থাকে, তাহা বুঝিয়া সেই মন্ত্রে দীক্ষিত ক'র্‌তে পারেন ; এইরূপ বেদ-পারগ লোককে গুরুপদে সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য।

বলি। পুরোহিত কাকে বলে !

প্রহ্লাদ। যিনি বেদপারগ, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, সুপুরুষ, স্বার্থশূন্য, শিষ্যের জন্য সকলি ক'র্‌তে পারেন, শিষ্যের পাপ গ্রহণ ক'র্‌তে পারেন। যিনি শিষ্যকে সদুপদেশ দান ও সৎপথে রাখ্‌বার জন্য সর্ব্বদা যত্নবান, রাজকার্য্যে ও বিষয়কার্য্যে উপদেশ প্রদান এবং পীড়ায় ঔষধ-প্রয়োগ প্রভৃতি কার্য্যে পার-দর্শী এরূপ ব্যক্তিই, পুরোহিত পদবাচ্য।

বলি। রাজকার্য্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রার্থনা করি।

প্রহ্লাদ। ত্রিলোকের আধিপত্য থাকা প্রযুক্ত কোন কার্য্য অহিত-জনক হ'লে, ন্যায়সঙ্গত বিচার হওয়া উচিত। যা'তে সকল প্রাণীর উপকার হয়, এরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য। কোন কার্য্য কর্‌বার পূর্ব্বে, বিশেষরূপ অনুসন্ধান ও বিবেচনাপূর্ব্বক করা কর্ত্তব্য। অপকর্ম্ম—অযশের কার্য্য ক'র্‌বে না। সর্ব্বদা যাগ যজ্ঞ ক'র্‌বে। উপযুক্তস্থানে তদুপযুক্ত শস্যারোপণের চেষ্টা পাবে। সকলের সম্মান-রক্ষা কর্‌বার জন্য যত্ন ক'র্‌বে তা হ'লেই সুখে কালাতিপাত ক'র্‌তে পার্‌বে। হে পৌত্র ! আমি আর বিলম্ব ক'র্‌তে পারি না। চল, আমি স্বয়ং তোমায় সিংহাসনে বসাব। সিংহাসন শূন্য থাক্‌লে অমঙ্গলের সম্ভাবনা।

বলি। প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[সকলের প্রস্থান।

(পট-পরিবর্ত্তন)

দ্বিতীয় দৃশ্য।



(বিন্ধ্যাবলীর গৃহ।)

সখীদিগের প্রবেশ।

১ম সখী। দেখ্ ভাই! রাণী এলে আজ খুব আমোদ ক'র্‌বো। দেবতা বেটাদের তাড়িয়েছি, স্বর্গরাজ্য এখন আমাদের। পরমসুখে আমোদ আহ্লাদ ক'রে কাটাব।

২য় সখী। ধন্য বাবা মেয়ে-মানুষ। সাবাস্—সাবাস্! স্বর্গরাজ্য বুঝি তুমিই অধিকার ক'রেছ? বারে বীর! তবে তুমিই রাজা হ'য়ে সিংহাসনে কেন ব'সোনা?

৩য় সখী। বীর আর কম কিসে? ভ্রূধনু-টঙ্কার দিয়ে—নয়নবাণে বিদ্ধ ক'র্‌লে, কে আর পরাভূত না হয়?

৪র্থ সখী। যখন মুকুল তুমি ছিলে মধুর রসবতি।
রসের সাগর ভ্রমর তখন আসৃত নিতিনিতি॥
এখন গেছে সে রূপের গুমোর ললাটের লেখা।
তাই ভ্রমর বুঝি আর একবারও দেয়নাকো দেখা॥

১ম সখী। দেখ গোলাপ ওই যে, গাছ আলো করে।
সুখাইলে কেহ আর নাহি চায় ফিরে॥
সরসে নলিনী যখন থাকে সরোবরে।
মধুলোভে অলি তখন কত সোহাগ করে॥
সুখাইলে কমল-দল হিমাংশু মিলনে।
ফিরিয়াও না তাকায় অলি সে কমলপানে॥

২য় সখী। কেউ হাসে, কেউ কাঁদে (এই) জগতের রীতি।
কাহার সুখের নিশি কারো কাল রাতি॥
বৃথায় বিলম্বে আর নাহি প্রয়োজন।
এস ভাই, ফুল আনি মনের মতন॥
নানা জাতি ফুল আনি পূর্ণ করি ডালা।
যতনে গাঁথিব তাহে সুচিকণ মালা॥
দিব লো হরষে প্রিয় সহচরী গলে।
দৈত্যরাণী শুন ধনি! অমনি যাবে ভুলে॥

(২৪)

গীত।

সখীগণ। নেচে নেচে হেলে দুলে চল্‌লো নন্দনবনে।
মনের মত তুল্‌বো কুসুম গাঁথ্‌বো মালা সযতনে॥
সোহাগে ভ'র্‌ব ডালা, পুরো সাজে সাজ্‌বে বালা,
আনন্দে ভাস্‌বো সবে—মাত্‌বো প্রমোদ কাননে,
প্রাণের বঁধু সাজ্‌বে ভাল, দেখ্‌বো লো নয়নে॥

(বিন্ধ্যাবলীর প্রবেশ)

১ম সখী। মরাল-গামিনি! এ কি ভাব দেখি?
প্রফুল্লা-নলিনী কেন হ'লো ম্লানমুখী॥
প্রভাতে প্রফুল্লমুখী ফুল্ল-সরোজিনী।
প্রদোষে বিষাদনীরে ভাসে বিষাদিনী॥

উষায় প্রদোষ কেন দেখি চন্দ্রাননি!
প্রাণকান্তে দেখিতে কি না পেয়ে স্বজনি?
বল বল বিষাদিনি! কিবা তব দুখ,
দেখে ও মলিন ভাব ফেটে যায় বুক॥
কিসের অভাব তোর ও বিধুবদনি!
তুমি হে ত্রিলোকজয়ী রাজার ভামিনী॥
যাঁর প্রতাপে কাঁপে ইন্দ্রাদি দেবগণ।
সে প্রতাপে প্রতাপ কি হয় না বারণ॥

বিন্ধ্যাবলী। সখি! প্রাণের সখি! তোমাদের নিকট কথা গোপন ক'র্‌বো কেন। মনের কথা তোমাদের না ব'লে—কাকে ব'ল্‌বো, আর কোথায় গিয়ে মনের জ্বালা জুড়াবো? সখি! মহারাজ তপস্যায় গেছেন, এখনও ফিচ্ছেন না কেন?

সখি! নিশিশেষে হেরিয়াছি অদ্ভুত স্বপন,
তদবধি প্রাণ মোর কাঁদিয়ে উঠিছে!
দেখিলাম, প্রাণপতি আসি মম পাশে,
প্রেম সম্ভাষণ কত ক'রিছেন মোরে।
'উঠ উঠ প্রিয়া কেন এখনও ঘুমাও'
বলিছেন বারে বারে চেয়ে মুখপানে।
কতই হরষে আমি হইয়ে চেতন,
যেমন নাথের দিকে নয়ন ফিরাব,
আচম্বিতে পূর্ব্বভাগে গগন-মণ্ডল,
উজ্জ্বলিল, যেন দ্রুত পাবকের শিখা।
ঠেলি ফেলি দুই পার্শ্বে তিমির-তরঙ্গ,
উঠিল অম্বর পথে কিম্বা দিবাস্পতি—

অরুণ সারথী সহ স্বর্ণচক্র
উদয় অচলে আসি দরশন

(২৫)

গীত।

কেন এত মন উচাটন,
চিত চমকে স্মরিলে স্বপন।
(বিষাদ-বারিধি কেন নিরবধি,)
আবরে অন্তরে কাঁদে পোড়া হৃদি,
বুঝিতে নারিনু এ কেমন বিধি,
না জানি কি আজ অদৃষ্টে লিখন।
হারাই হারাই যেন মনে হয়
কে যেন কি চায় যেন মনে লয়,
সুখের শয়ন হ'লো বিষময়
নন্দন-কাননে ভুলিবে না মন।

১ম সখী। স্বপ্ন! স্বপ্ন কখন কি সত্য হয়! তার জন্য আবার দুঃখ কেন?

বিন্ধ্যাবলী। কিবা রূপ মনোহর যেন পূর্ণ শশধর,
হৃদয় আকাশে আসি হইল উদয়।
হেরে সেই আকারে চিত নাহি ধৈর্য্য ধরে,
মনের আঁধার সখি দূরেতে পালায়॥

অধরে মধুর হাসি, ধীরে ধীরে কাছে বসি
করে ধরি কত কথা আমায় সুধায় লো।
বিনা সেই প্রাণ ধন, কেমনে রবে জীবন,
চিন্তার অনলে আজ আহুতি আমার লো॥

২য় সখী! চিন্তা কি! অত উতলা হ'লে চ'ল্‌বে কেন? পুরুষের দশ দশা; নানা কার্য্য-সাধনা ক'ত্তে গিয়াছেন। সাধনা কার্য্য অতি কঠিন। কার্য্য সিদ্ধ না হ'লে—কিরূপে আস্‌বেন?

১ম সখী। সাধনা যদি কঠিন না হ'তো, তা হ'লে—সকলেই ক'র্‌তো। আমিও একটু ক'ত্তুম।

২য় সখী। বটে—বটে! সাধনা ক'র্‌বি? একবার ত রাজ্য অধিকার ক'রেছিস্, এখন আবার সাধনা ক'র্‌বি! তুই ত দেখ্‌ছি সামান্য মেয়েমানুষ ন'স্! ভাল, বেস—বেস্! আমায় শিষ্য ক'র্‌বি? আমি ভাই তোর সঙ্গে যাব. তোর কুশাসন-কমণ্ডলু ব'য়ে বেড়াবো।

বিন্ধ্যাবলী। সখি! তোদের কার্য্য—তোরাই ক'র্‌ছিস্। যাতে আমি সুখে থাকি—আমার মনে শান্তি হয়, সেই জন্যই তোরা সতত চেষ্টা ক'চ্ছিস্। কিন্তু সখি!—

(২৬)

গীত।

কই সই আমার বঁধু এলনা—
যতনে গেথেছি মালা পরান তো হ'লোনা।
মন প্রাণ ব্যাকুল, সুখাল সাধের ফুল
মলিন মানস মম কি লাগিয়া বল না।
নিতান্ত বিলম্ব সই! কান্ত কেন এল না॥

(শচীর প্রবেশ)

শচী। বা! আমোদ যে আর ধরে না! না হবে কেন? এখন যে স্বর্গের ইন্দ্রাণী। স্বামী যে ইন্দ্র হ'য়েছেন। আমার কপালে আগুন। হায়! হায়! হ'লো কি? মেয়ে মর্দ্দানী! মেয়ে মর্দ্দানী! বা! এমন তো দেখিনি, কাজ নাই, কর্ম্ম নাই, সময় নাই, অসময় নাই, আমোদ চ'ল্‌ছে। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

বিন্ধ্যাবলী। কই দিদি! আমি তো কিছু করি নি!

শচী। থাক্। আমায় তোমার দিদি ব'ল্‌তে হবে না। মরণ আর কি! কোথা যাব, আমি কি তোর বয়সের বড়! আমার কপালে আগুন। আমি বুড়ি হ'য়েছি, আর তুমি যুবতী। আমি বুড়ী অথর্ব্ব! কথার রকম দেখ!

বিন্ধ্যাবলী। তুমি ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী। অনেক দেখেছ, অনেক শুনেছ; তোমার জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, বহুদর্শিতা অনেক জন্মেছে। আমাকে মায়ের মত উপদেশ দাও। যেমন ব'ল্‌বে, তেমনি কর্‌বো।

শচী। থাক্, থাক্। ওরে স্পর্দ্ধা রাখ—স্পর্দ্ধা রাখ। উপদেশ! হায়! হায়! সাধুভাষা হ'চ্চে। আমি তো আর কোন দিন রাণীগিরি করি নাই। অতো উপহাস কর্‌বার প্রয়োজন কি?

বিন্ধ্যাবলী। দিদি! আমি তো তোমায় উপহাস ক'রিনি। যদি কোন অপরাধ ক'রে থাকি, নিজ গুণে মাপ্ ক'রো। আজ কি খাবে, বল?

শচী। ওমা কোথা যাব! দুটো খাবো—তা'তেও আমার হাত

নেই। হে হরি! আমায় লও। আমি দুঃখিনী, তাই আমায় এতো গঞ্জনা—এতো অপমান। হায়! প্রাণ বাহির হও। (মাথা খোড়ন।)

বিন্ধ্যাবলী। করেন কি! করেন কি! (ধরিয়া উঠান।)

শচী। ছাড়, ছাড়, ছাড় ব'ল্‌ছি। ওরে বাপ্‌রে, ওরে মলুম রে, আমায় চেপে মেরে ফেল্‌লে।

বিন্ধ্যাবলী। (পদে ধরিয়া) আমায় ক্ষমা ক'রুন। আমি তো আপনাকে কোনরূপ আঘাত করি নাই। পায়ে ধরি, মিনতি করি, আমায় ক্ষমা ক'রুন।

১ম সখী। মরুক, মরুক্! ভাল কথার দিন নেই। কত আদর—কত খোষামুদী ক'র্‌চে তবুও রাগ পড়ে না। এই কি ধর্ম্ম! তুমি মনে কষ্ট পাবে ব'লে ভয়ে রাণী সর্ব্বদা অস্থিরা। সকল সময় তোমার খোষামোদ করেন, তার প্রতিফল কি এই?

২য় সখী। অত বাড়াবাড়ী কেন? দেবগণ বিতাড়িত, তুমি স্ত্রীলোক ব'লে তোমায় কেউ কিছু বলে না। তুমি মনে ব্যথা পাবে, অভিসম্পাত ক'র্‌বে—এই ভয়ে আমরা সকলেই তোমার খোষামোদ ক'রি।

শচী। হায়! হায়! আমি জন্মে কেন ম'লেম্ না। আমার মা আমায় কেন নুন খাইয়ে মারেনি। হে হরি! আমায় লও। চাক্‌রাণী দিয়ে আমায় অপমান ক'র্‌লে! নিজে ধরে মার্‌লে! (কাঁদিতে কাঁদিতে) প্রাণ বাহির হও, দূর হ! আমি জলে ঝাঁপ দেবো। বিষ খেয়ে ম'র্‌বো। হা মধুসূদন! তুমি কোথায় আছ? যম, তুমি কি তোমার চক্ষের মাথা খেয়ে আমায় দেখ্‌ছো না? আচ্ছা আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে মরি। (নাক টিপিয়া ধরা)।

৩য় সখী। আচ্ছা মর দেখি, কেমন ম'র্‌তে পার।

বিন্ধ্যাবলী। থাক্, থাক্, তোরা থাম্। আর আমায় কষ্ট দিস্ না। দিদি! দিদি! প্রসন্না হও, কৃপা কর। আমার সহস্র অপরাধ হ'য়েছে, আমায় ক্ষমা কর। (চরণ ধারণ) আমায় ক্ষমা কর।

শচী। (লাথি মারিয়া) দূর হ! তুই এখান থেকে যা। আমার অপমান ক'র্‌লে—আমি বুড়ি, আমি ধাড়ী। উঃ! বেটীর গা কি শক্ত রে (নিজের পা ধরিয়া)। উঃ! পাটা যে একেবারে মুচ্‌ড়ে ভেঙ্গে গেছে।

সখীগণ। (সকলে হাস্য ও করতালি দিয়া) বেস হ'য়েছে, বেস হ'য়েছে, খুব হ'য়েছে।

শচী। বজ্জাত মাগীরা—আমায় পাগল পেয়েছে। দাঁড়া তোদের মজা দেখাচ্ছি। (স্বগত) তাই তো, কি ক'রেই বা দেখাই, আমি যে পরাধীনা। পরাধীন জাতি বাঁচে কি করে। যমরাজ আমায় নাও, আমার নামের খাতা কি তুমি ভুলে গেছো। দূর হোক, এখানে আর থাক্‌বো না।

[শচীর প্রস্থান।

১ম সখী। এ কি রকম লোক! এর ভাব গতিক ভাল নয় দেখ্‌ছি।

বিন্ধ্যাবলী। সখি! তোরা আমায় ক্ষমা কর। ওর পদ গেছে, ও তো পাগলের মত ওরূপ ব'লবেই। তোরা ওতে রাগ করিস্ কেন? উনি এখন যা বলেন, তা মাথা পেতে লওয়া উচিত। সে যাহ'ক, মহারাজ এখনও এলেন না? আমার যে প্রাণ যায়।

(বলির প্রবেশ)

বলি। মহারাণি! সমস্ত কুশল তো?

১ম সখী। মহারাজ! এসেছেন! আর কিছুদিন পরে এলে বোধ করি রাণী মাকে আর পেতেন না। ঘুময় না, খায় না, একটু তন্দ্রা এলে স্বপন দেখে চম্‌কে উঠে।

বিন্ধ্যাবলী। নাথ! দাসীকে মনে প'ড়েছে? আমি যে দুঃখে আছি তা ভগবান্‌ই জানেন।

তুমি স্বর্গপতি আজি দৈত্যেশ্বর
আমি তব প্রিয়া ব্যাপ্ত চরাচর,
ধিক্ লজ্জা তবু সাধ না পূরে।
কটাক্ষে তোমার আশু-প্রাপ্য যাহা
তব প্রিয় নারী নাহি পায় তাহা,
তবে সে কি লাভে থাকিবে এ পুরে।
নিষ্ফলা বাসনা হৃদয় যাহার,
কিবা স্বর্গপুরি—কিবা মর্ত্ত্য তার,
যেখানে সেখানে সদা হাহাকার।
কেবা রাজরাণা কেবা ভিখারিণী,
কাঙ্গালিনী প্রায়—ক্ষুব্ধ এ হৃদয়,
প্রাণের শূন্যতা না ঘুচে আমার।
পতিত্বে বরণ করিয়ে তোমায়,
তবু সে বাসনা পূরিলনা হায়!
আমার এ দশা ঘুচিবে (কি) আর।

যাই হোক, যে সাধনা কার্য্যে গিয়েছিলেন, তা পূর্ণ হ'য়েছে—দাসী কি শুনতে পাবে? আমার মন নিতান্ত অস্থির হ'য়েছে আশা দিয়ে হৃদয়ভার লাঘব করুন।

বলি। কার্য্য সিদ্ধি হ'য়েছে। পিতামহ প্রসন্ন হ'য়েছেন, তিনি স্বয়ং আমাকে সিংহাসনে বসাইবেন। তার উপদেশ এবং আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য। এখন বল, তোমার বিষণ্ন ভাবের কারণ কি? শচী কোনরূপ গঞ্জনা দিয়েছে কি? আমার ইচ্ছা—সত্বরেই তাকে কারামুক্ত করি।

বিন্ধ্যাবলী। দৈত্যের মহিষী—আমি তব দাসী,
শুনে তব বাণী সুখার্ণবে ভাসি।
ইন্দ্রের কামিনী যে অভিমানিনী
জানতো সকল, গন্ধর্ব্ব নন্দিনী
শচী সদা রোষে।
না চাহে মোচন চির-কারাবাসে,
রবে ইন্দ্রজায়া এ স্বর্গ-নিবাসে,
শচী নাহি চাহে আপন মঙ্গল,
দনুজ-প্রসাদে সহিবে সকল,
না ভাবে ত্রাসে।

বলি। এখন চল, পিতামহের আদেশ প্রতিপালনের চেষ্টা দেখিগে।

[সকলের প্রস্থান।

(পট-পরিবর্ত্তন)

তৃতীয় দৃশ্য।

(রাজপথ)

দূতদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম দূত। কি ভাই! এখনও যে নিশ্চিন্ত হ'য়ে র'য়েছ? পাহারার সময় হ'লো যে।

২য় দূত। আর ভাই! তুই ভ্যান্ ভ্যান্ ক'রে কেবল দেক্ ক'রিস্। চুপ কর্ বাপু, আর জ্বালাস্ না। কেবল শুতে যাব, আর তুই কোত্থেকে এসে ছার্‌পোকার কামড় মার্‌তে লাগ্‌লি।

১ম দূত। তা বটে,—কাজের কথা ব'ল্‌তে এলে, ঐ রকম হয়। খাওয়াটী আর শোয়াটী খুব বুঝেছ বাবা!—বেটার ঘুম কি আজ্ঞাকারী? একবার বিছানার সঙ্গে দেখা হ'লেই হ'ল। এত ঘুমুতেও পারে! পাঁচ সের ময়দা আর সাড়ে সাত সের ছোলার ডেলের ঘাড় ভেঙ্গে—এখন উনি শুতে চ'ল্লেন। আর বেটার নাকের ডাক কি ভয়ানক! ডাকের চোটে শেয়াল গরু সব পালিয়ে যায়।

২য় দূত। তা বেস্!—তুই বাবা এখন যা।

১ম দূত। বড় মজার চাক্‌রী পেয়েছিস্ যা হ'ক্। তা এখানে র'য়েছিস্ কেন? মহারাজের আলসে-খানায় যা, তা'হলে আর কেউ কাজ ক'র্‌তে ব'ল্‌বে না। ওহে বাপু! শরীর খাটিয়ে খেতে হ'বে, অমন ক'র্‌লে চ'ল্‌বে কেন?

২য় দূত। খুব বুঝেছিস্ বোকারাম! তা ব'লে এই রাত দুপুরের

সময়, পাহারা দিতে বেরিয়ে, প্রাণের মাথাটী খাই আর কি ? বাবা যে অন্ধকার! যেন হা ক'রে গিল্‌তে আস্‌ছে। আর এই স্বর্গে আজ কাল রাজা নাই, অরাজকের পার নাই। আবার আজ কাল ভূত, পেত্নী, ব্রহ্মদৈত্যের দৌরাত্ম্য হ'য়েছে। এখন পথে বেরুলেই ঘাড় মুচ্‌ড়ে রক্তটুকু চুসে খাবে।

১ম দূত। ওরে পেত্নী দেখ্‌লি কোথা ?

২য় দূত। কেনে মেয়েদের দেখিস্‌নি ? নানা রকম পেত্নী সব দলে দলে পথে ঘুরে বেড়ায়। কারু নাকে নলক, কারু নাকে নাকছাবি, কারু পায়ে বিশ পঁচিশ গাছা মল, কারু চুল এলো, কারু বিনোনি, বডী, কোর্ত্তা, ওড়না, মাথায় লেজ-ওয়ালা টুপী, কারু পায়ে জুতা, কারু পায়ে পাঁজোর, তার উপর আড় নয়নে চাউনী, আরে অভাগার বেটা ভূত, ঐ সকল পেত্নীর খপ্পরে প'ড়্‌লে, তালপাতের সেপাই একেবারে মারা যাবি।

১ম দূত। আরে বাবা! আত্মসারা মন্ত্র জান্‌লে, পেত্নীর বাবারও সাধ্য নাই যে ঘেঁস্‌তে পারে।

২য় দূত। আরে ও সব গেছোপেত্নী। ঘাড়ে চাপ্‌লে আর তন্ত্রে মন্ত্রে মান্‌বে না।

১ম দূত। যা এখন রং ঢং ছাড়্‌।

২য় দূত। (অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা দেখাইয়া) ওই দেখ্‌। একটা কি আস্‌ছে। পালিয়ে আয়—পালিয়ে আয়। আমি ত ব'লে-ছিলুম, পাহারায় গিয়ে কাজ নাই। ওই একটা ভূত আস্‌ছে। গরীবের ছেলে পেটের দায়ে চাকরি ক'র্‌তে এসেছি। এই বার প্রাণটা গেল।

১ম দূত। তোর মত কাছায় হেগো লোক'তো আর দুটী নাই। অত ভয় ক'র্‌লে চ'ল্‌বে কেন ?

২য় দূত। তা ব'লে, তোর কথায় এখন পৈতৃক প্রাণটা হারাই ?

১ম দূত। আস্তে আস্তে কথা বল্‌। জানিস্‌ বলি রাজার আদেশ ? এই স্বর্গে কোন পাপী ঢুকতে না পারে। তা ভূতই হোক্‌— আর পেত্নীই হ'ক, যেই হোক্‌, ধ'র্‌তেই হ'বে। আচ্ছা, আয় একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখি, কি করে।

(আড়ালে দণ্ডায়মান ও জনৈক মুসলমানের প্রবেশ)

মুসলমান। (চতুর্দ্দিক্‌ দৃষ্টি করিয়া) কেউ কোথাও নাই। বেস হ'য়েছে বাবা! দেবতা শালারা যেমন বজ্জাত, তেম্‌নি খুব হ'য়েছে। এখন পালিয়ে আমাদের সঙ্গে মিশেছে। কেমন বাবা, এখন স্ফুর্ত্তি কর না ? ধর্ম্মরাজ যম বেটা সকলেরই ঘাড় ভাঙ্গেন। একে এ নরকে দেও, ওকে সে নরকে দেও, এখন কেমন মজা! (বগল বাজাইয়া) হারে মজা, চাল্‌তে খাজা (হাস্য)। আমি বাহাদুর ছেলে, দায় পড়্‌লে সব শালা সব করে। আমি মুসলমান, এই স্বর্গে অধর্ম্ম প্রচার কর্‌বার জন্য আমায় ঘাড়ে ক'রে এনে রেখে গেছে। কেউ কোথাও নাই; এখন নেমাজ্‌টী ক'রে লই (নমাজ করণ)। আল্লা হো অক্‌বর, আল্লা আল্লা হো, গরুতে কলাই খেয়ে গেলরে—আল্লা তাড়িয়ে দে—

(দূতদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম দূত। তুই শালা কেরে ?

মুসলমান। আমি—আমি, বাবা—আমি, আমি—তা—তা—, কেউ নই।

২য় দূত। কেউ নই তার মানে কি? বল্ শালা, তুই কে?

মুসলমান। তা—আমি—এঁ্যা—এঁ্যা—তা—তা—

১ম দূত। নেকামী ক'চ্ছিস্? বল্ কে? নইলে এখনি মেরে ফেল্‌বো।

মুসলমান। মুই বেরাম্ভোন—বেরাম্ভোন, মেরে ফেলোনা বাবা, পাপ হ'বে।

২য় দূত। আচ্ছা তুই ব্রাহ্মণ, তোর্ পৈতা কোথা?

মুসলমান। লেকেন পৈতে—পৈতে, তা ওটা আমি দরকার মনে করি না।

১ম দূত। দর্‌কার মনে করিস্ না, ওটা যে চিহ্ন! তুই শালা মনে না ক'র্‌লে চ'ল্‌বে কেন? আচ্ছা, তোর কাছা কোথা?

মুসলমান। কাছা! কাছা! পিছন থেকে লেকেন কেমন করে সাম্‌নে এসেছে।

২য় দূত। দে শালার পায়ুর ভিতর লাঠি চালিয়ে, চালাকি ক'র্‌ছে।

মুসলমান। না বাবা, অমন কাম ক'রোনা, তোমাদেরই লাঠি খারাপ হ'বে। আমায় ঠাঁকুর দেবতা শালারা অধর্ম্ম প্রচার কর্‌বার জন্য এখানে উঠিয়ে রেখে গেছে। তা নইলে বাবা, আমি এই হিমালয় পাহাড় ভেঙ্গে কি করে উঠ্‌ব বল।

১ম দূত। তা বেস্, এই ত বাপু ভাল কথা। ঠিক কথা বল্লে—মার নেই। আচ্ছা, বল দেখি, তুমি সেখানে কি কি অধর্ম্ম ক'রেছ?

মুসলমান। উঃ—অনেক। ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, পরদ্রব্য-হরণ, নেমক-হারামী, প্রবঞ্চনা—ওতো আমার কথায় কথায়।

১য় দুত। হরিবোল, হরিবোল, পৃথিবীতে তোমার মত কত লোক আছে?

মুসলমান। আজ্ঞে তা প্রায়ই।

১ম দূত। আচ্ছা বাপু, গোহত্যা কর কেন? মাতা আর গোরু সমান। দুধ খেয়ে প্রাণ ধারণ, শস্যের চাষ, ঘৃত, দধি যা না হ'লে যাগ হয় না, যাগ না হ'লে অনাবৃষ্টি হয়। এমন আবশ্যকীয় প্রাণীকে নাশ কর কেন?

মুসলমান। বাবা, নারিকেল খেয়েছ?

২য় দূত। হাঁ—খেয়েছি।

মুসলমান। লেকেন—তবেই গোরু খেয়েছ। বাবা! গোরু না খেলে বল্ রাখে কে?

১ম দূত। হরিবোল, হরিবোল।

মুসলমান। এই ত বাবা, সামান্য বোল। আর আমাদের দেখ, আল্লা—আল্লা হো! দেখ ত বাবা, কোন্‌টার জোর বেশী।

২য় দূত। আরে বেটা, তোর্ হো'রই জোর বেশী। হো'রই 'হ'য়ের একার আকার ছেড়ে দিলেই হয়—হরি।

মুসলমান। আর দেখ বাবা, তোমরা খাও কি? ডাল, রুটী, লুচী, আর কচুরী। আর আমাদের—কোপ্‌তা, কাবাব্, পোলাও। বাবা! ডাল রুটীর কর্ম্ম নয়।

১ম দূত। শালা! আমাদের ভজাচ্ছো? মার শালাকে।

(মুসলমানকে ধরিয়া দূতগণের প্রহার)

মুসলমান। হেক্কো—হেক্কো—হেক্কো। (চিৎপাত হয়ে পতন)

১ম দূত। দেখ্ দেখি, শালা ম'ল নাকি ?

২য় দূত। (হাত পা ভিন্ন ভিন্ন করিয়া উঁচু করা ও হাত পা সেই প্রকারেই খাড়া থাকা) শালা নেকামো ক'চ্ছে। (যষ্টির দ্বারা আঘাত) ভাই, একটা লঙ্কা মরিচ নিয়ে আয় দেখি।

১ম দূত। এই নে, ও আমার কাছেই থাকে। কোন স্থানে ভাজা ভুজা একটা পাই, অমনি মেরে দি।

(মুসলমানের নাকে মরিচ ভাঙ্গিয়া দেওয়া)

মুসলমান। (হাঁচিতে হাঁচিতে উঠিয়া বসা) হেঁচ্চো—হেঁচ্চো!

(হাঁচিতে হাঁচিতে বেঙের মত লাফাইতে লাফাইতে পলায়ন-চেষ্টা)

১ম দূত। শালা পালাচ্ছে—ধর্ শালাকে।

মুসলমান। তা বাবা, যথেষ্ট হ'য়েছে—এখন ছেড়ে দেও, আমি অজু ক'রে—পাণি খেয়ে বাঁচি।

১ম দূত। শালা! ছেড়ে দেবো ? রাজ-দরবারে যেতে হবে।

মুসলমান। দোহাই বাবা, আমায় ছেড়ে দেও বাবা! আর আমি এখানে আস্‌বো না। এখন ত তোমাদের সিংহাসনে রাজা নেই। আর আপনি ত পূর্ব্বে অভয় দিয়েছিলেন। এখন তোমরাই রাজা, আমায় ছেড়ে দেও। বাবা! হুঁদুর দেবতা শালাদের কিছুমাত্র বুদ্ধি নেই। আমায় পাঠিয়েছে—অধর্ম্ম প্রচার কর্‌বার জন্য। আর তার চেয়ে যদি মাগীদের একটা পাঠাতো, তবে কাজ হ'তো বাবা! মাগীদের কি সাহস! সার্কাস্ করে, বাঘের সঙ্গে লড়াই করে! বাবা! কি ভয়ঙ্কর সাহস! তোবা—তোবা! আমার চোদ্দপুরুষে

এমন ক্ষমতা হয় না যে, বাঘের সাম্‌নে যাই। এ স্বর্গে অধর্ম্ম প্রচার কর্‌বার জন্যে মাগীদের লাগিয়ে দিলে, এতদিন অসুর ফসুর সব দাঁতে কুট ক'রে পালাতো।

২য় দূত। তা—আচ্ছা! যা তোকে ছেড়ে দিলুম।

মুসলমান। ও বাবা! কি ক'রে এই পাহাড় ভেঙ্গে নেবে যাব। তখন যেন দেবতা বেটারা আমায় রেখে গেছ্‌লো। বাবা! এতো দয়া যদি ক'র্‌লে, তবে দয়া ক'রে আমায় নাবিয়ে দেও।

১ম দূত। আর না! চল শালাকে নিয়ে রাজ-দরবারে যাই, তথায় রাজা যাহা আজ্ঞা করেন, তাই ক'র্‌বো।

[সকলের প্রস্থান।

(পট-পরিবর্ত্তন)

চতুর্থ দৃশ্য।



(বলির রাজসভা)

(মধ্যে সিংহাসন এবং দুই পার্শ্বে চেয়ার)

সেনাপতিগণ, শুক্রাচার্য্য ও পারিষদদ্বয় উপবিষ্ট।

১ম পারিষদ। আজ আমাদের আনন্দের আর সীমা নাই। আজ রাজা রাজপাটে ব'স্‌বেন। মনের সাধে আমোদ ক'র্‌বো।

২য় পারিষদ। আরে ভাই! মোণ্ডার ব্যবস্থা তো হবে? মোণ্ডা বিনা সব অন্ধকার।

১ম পারি। তোর কেবল মোণ্ডা আর মোণ্ডা। আমোদ, প্রমোদ, নাচ, তামাসা—এ সবের তো ধার ধারিস্‌ না।

২য় পারি। ওরে দাদা। পেট জ্বল্লে সকলি আঁধার। পেটের দায়েই চাকরী! আর কথাই আছে "মণ্ডা মণ্ডেতি যো ব্রুয়াৎ যোজনানাং শতৈরপিঃ।" মণ্ডাই সার। এখন বোঝ দাদা, সত্যি ব'ল্‌ছি ভাই! নিমন্ত্রণ না হ'লে আমার পেট ভরে না। খুব গেদে, গণ্ডে পিণ্ডে খায়, আর উদ্গার চালায়। জান ভাই! আহারে রুচি থাক্‌লে, আর কোন রোগই হ'তে পারে না। কোন ব্যাটারও ভয় রাখি না।

(বলি ও প্রহ্লাদের প্রবেশ এবং
সকলের গাত্রোত্থান)

বলি। পিতামহ! আমি কি স্বর্গ-সিংহাসনের উপযুক্ত কার্য্য ক'র্‌তে সক্ষম হব ?

প্রহ্লাদ। চিন্তা কি, হরিপদে মতি রেখ, সৎ-বিচার কর, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন কর। যাগ, যজ্ঞ, তপ, যশ, দান কর, সেই অচিন্তনীয় ভগবান্ তোমায় রক্ষা ক'র্‌বেন। এখন আসন গ্রহণ কর।

(হস্ত ধরিয়া বলিকে সিংহাসনে স্থাপন)

সকলে। জয় মহারাজের জয়! বলিরাজের জয়!

প্রহ্লাদ। হরিবোল, হরিবোল, সকলে হরি বল।

সকলে। হরি, হরিবোল। হরি, হরিবোল।

প্রহ্লাদ। এখন আমি তীর্থযাত্রায় চল্লুম, সময়ে উপস্থিত হবো।

[প্রহ্লাদের প্রস্থান।

(ধর্ম্ম, সরস্বতী, বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রবেশ)

বলি। আপনারা কে ? কি নিমিত্ত হেথা আগমন ?

ধর্ম্ম। মহারাজ! আপনি পুণ্যবান্। আপনার শরীরাশ্রয় কর্‌বার জন্য আমরা এসেছি। আমি ধর্ম্ম, ইনি সরস্বতী বিদ্যাধিপতি, ইনি বুদ্ধির অধিপতি, আর ইনি জ্ঞানের অধিপতি।

বলি। আমার সৌভাগ্যের সীমা নাই। আমায় আশ্রয় ক'রে ধন্য করুন।

[ধৰ্ম্ম, সরস্বতী প্রভৃতি সকলে বলিকে স্পর্শ করিয়া দুইপার্শ্বে দণ্ডায়মান]

(মুসলমানকে লইয়া দূতদ্বয়ের প্রবেশ ও ভয়ে মুসলমানের কম্প)

[দূতদ্বয়ের নমস্কারকরণ]

১ম দূত। মহারাজ! কল্য রাত্রে এই বেটাকে রাজপথে পেয়েছি। এ অতি অধার্ম্মিক লোক। একে নানা প্রকার ভয় প্রদর্শন করায় প্রকাশ ক'র্‌লে, দেবগণ এখানে অধর্ম্ম প্রচার কর্‌বার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে।

বলি। তুমি কি ক'রে এখানে এলে?

মুসলমান। আজ্ঞা—আজ্ঞা—লেকেন—লেকেন! দেবতা বেটারা—দেবতা বেটারা এখানে উঠিয়ে দিয়েছে।

বলি। তুমি মর্ত্ত্যলোকে কি কি সৎ ও অসৎ-কার্য্য ক'রেছ, তাহা প্রকাশ ক'রে বল।

১ম দূত। খবর্‌দার রাজসম্মুখে মিথ্যা কথা বলিস্‌না। মিথ্যা ব'ল্‌লে মারা যাবি।

মুসলমান। হুজুর! ধর্ম্মাবতার! গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, চুরি, ডাকাতি এই আমার উপজীবিকা। তবে সৎ কার্য্যের মধ্যে আল্লার নাম, না—না, ঈশ্বরের নাম ক'রে থাকি।

বলি। ঈশ্বর সর্ব্বময়—এক মনে যা ব'লে ডাক, তিনি তাতেই সন্তুষ্ট। তাতে আমার কিছু মাত্র আপত্তি নাই। তবে গো-হত্যা, ব্রহ্মহত্যা, পরদ্রব্যহরণ প্রভৃতি কার্য্য কেন কর?

মুসলমান। আল্লা, আল্লা, তুমিই আল্লা। বাবা! আমায় রক্ষা কর!

আমরা নেমাজ্ করি, আল্লাকেও ডাকি। লেকেন এখন তোমাকেও ডাকি।

১ম পারিষদ। আচ্ছা বেটা! হরিবোল দেতো।

মুসলমান। রিহ গোল, রিহ গোল!

২য় পারিষদ! বেটা, নেকাম ক'চ্ছিস্! মার বেটাকে।

(দূতদ্বয় কর্ত্তৃক মুসলমানকে প্রহার)

মুসলমান। হেক্কো—হেক্কো—হেক্কো!

১ম দূত। বল বেটা হরিবোল। নইলে মারতে মার্তে মেরে ফেল্বো।

মুসলমান। বাবা! মার আর ধর, বিচ্ছা সরবরাহ হবে না। আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না—আমি কি করবো। বাবা! তোমাদের রত্নাকর তো হিন্দু ছিলো। সেকি একবারে নাম কত্তো পেরেছিলো। কতকাল মরা, মরা, ক'র্তে ক'র্তে তবে—তবে নাম বেরিয়েছিলো! আমি বাবা মহাপাতকী। মুখ দিয়ে বেরোবে কেন?

বলি। ঠিক ব'লেছে। ওকে এখান থেকে মর্ত্ত্যলোকে তাড়িয়ে দাও।

(দূতদ্বয়ের ধাক্কা দেওন)

মুসলমান। বাবারে—,মারে—মলুমরে—গেলুমরে—আর কোন্ শালা এখানে আসে। যার চোদ্দপুরুষে অধর্ম্ম ক'রেছে—সেই শালা এখানে আস্বে।

দুতদ্বয়। চল শালা, তোক নামিয়ে দি'।

[গলাধাক্কা দিতে দিতে প্রস্থান।

১ মপারি। মহারাজ! নর্ত্তকীগণ হাজির আছে। আদেশ-সাপেক্ষ।

২য় পারি। আরে বেটা মুচী মণ্ডার কথাতো বল্লিনি। আমি—আমি দেখছি, তুই বেটাই সর্ব্বনাশ ক'র্‌বি।

বলি। সে ব্যবস্থা হবে।

২য় পারি। ভাল, ভাল, আর চিন্তা নাই। রাজাদেশ হ'য়েছে। (উদর বাজাইয়া) উদর, আনন্দে নৃত্য কর। আজ ষোড়শ উপচারে তোমার পূজা ক'র্‌বো।

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ ও নমস্কার, পশ্চাৎ
ভেড়ুয়া, সারেঙ্গওয়লা ও তবলচির প্রবেশ)

১মপারি। লা গাও বাবা, আর বিলম্ব কেন?

২য়পারি। বিলম্ব ক'র্‌লে উদর তোমাদিগকে অভিসম্পাত ক'র্‌বে, সত্বর সেরে পালাও।

২৭

গীত।

নর্ত্তকীগণ। হাল সে বেহাল কিবা মেলেনা মেরা দিল।
(সেঁইয়া দেখো মেরা দিল)
(আরে সেঁইয়া দেখো মেরা দিল)।
নজ্‌রা মারারে দিল উদাস ভয়া
কোন মারে ইয়া বাণ॥

(আরে সেঁইয়া কোন মারে ইয়া বাণ)
(সেঁইয়া মোরে কোন মারে ইঁয়া বাণ)
(এ জি সেঁইয়া কোন মারে ইয়া বাণ)
কোয়েলা বোলে দিল উদাস ভয়া
দেখো দেখো মেরা হাল ॥
(আরে সেঁইয়া দেখো মেরা হাল)
কিস্কো বাতাওয়ে কাঁহা যাই,
পাছাই হাওয়াসে দিল্‌কো দিয়া টান ॥
(আরে সেঁইয়া দেল্‌কো দিয়া টান)
(এ জি সেঁইয়া দেল্‌কো দিয়া টান)
ফুলে ফুলে ভৃঙ্গ ঢুড়ে ঢুড়ে দিল বিগড় গিয়া
রহেনা মেরা মাল ॥
(আরে সেঁইয়া রহেনা মেরা মাল)
(এ জি সেঁইয়া রহেনা মেরা মাল)
(দেখো দেখো সেঁইয়া রহেনা মেরা মাল)

বলি। নর্ত্তকীগণকে বিদায় দাও।

[নর্ত্তকী ও ভেড়ুয়া ইত্যাদির প্রস্থান।

(দূতদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম দূত। অমরনাথ! রাজাদেশ পালন হ'য়েছে। সেই পাপী বেটাকে স্বর্গ হ'তে দূর ক'রে দিয়েছি।

(ইন্দ্র, যম, পবন প্রভৃতির প্রবেশ)

দূতদ্বয়। মার, মার, ওই দেবতা বেটারা আস্‌ছে, মার—মার,

(পশ্চাদ্ধাবন)

বলি। ক্ষান্ত হও। একি অন্যায়! দেখ্‌ছো না উহারা নিরস্ত্র! কেন আস্‌ছেন—জান্‌লেম না, শুন্‌লেম না; সুধু, সুধু ওদের উপর দৌরাত্ম্য কেন। (পারিষদের প্রতি) উহাদের সানুনয় অভিবাদন ক'রে আসনে উপবেশন করাও।

(পারিষদদ্বয়ের তথাকরণ)

হে দেবগণ! হে ব্রহ্মন্! দয়া ক'রে, কি মানসে হেথা আগমন ক'রেছেন—আজ্ঞা ক'রুন।

ইন্দ্র। মহারাজ! আমরা স্বর্গ হ'তে বিতাড়িত হ'য়ে, ক্ষীরোদ সাগরোপকূলে হরিসাধনায় নিযুক্ত হ'য়েছিলেম। ভগবান্ নারায়ণ উপস্থিত হ'য়ে এই আদেশ কর্‌লেন যে, রাজা বলি ধর্ম্মপরায়ণ, তোমাদের কোন ভয় নাই। তোমরা তাহার নিকট গমন ক'রে ব'লবে মন্দর-পর্ব্বতে নানা প্রকার ঔষধ বৃক্ষ আছে। তোমরা দেবাসুরে একত্র হ'য়ে সেই গিরি সমুদ্রগর্ভে নিপাতিত ক'রে ও বাসুকি নাগকে মন্থন-রজ্জু ক'রে মন্থন কর। তাতে নানাপ্রকার বস্তুর উৎপত্তি হবে। কেহ তাহাতে প্রলোভন ক'রো না। ক'র্‌লে আত্ম-বিচ্ছেদ ঘ'ট্‌বে। আমার অপেক্ষায় থেকো। আমি উপস্থিত হ'য়ে বণ্টন ক'র্‌বো। এই হরির আদেশ, আপনাকে যথাবিধি জ্ঞাপন ক'র্‌লুম। এখন আপনার যাহা অভিরুচি।

শুক্রাচার্য্য। এর ভিতর তো কোন দুরভিসন্ধি নাই? কথ মন্দ নয় বটে, কিন্তু ততদূর বিশ্বাস পাওয়া যায় না।

সেনাপতি। উঃ—হুঁ—আমার তো একবর্ণও বিশ্বাস হয় না। এর ভিতর অবশ্যই কু-মতলব আছে।

শুক্রাচার্য্য। যাই হোক, যখন ব'ল্‌চে হরির আদেশ, তখন কু-হোক আর সু-হোক, বিবেচনা করা অন্যায়। সকল কাজেরই কর্ত্তা—তিনি; তাঁর আদেশ অবহেলা করা কর্ত্তব্য নয়।

সেনাপতি। মহাশয়! ও সমস্তই মিথ্যা। রাজ্য হারিয়ে, হরির নামে দোহাই দিয়ে মিথ্যা প্রস্তাব উপস্থিত ক'র্‌ছে। যদি রাজাদেশ হয়, তবে এখনি ওদের শিরশ্ছেদ ক'রি। দরিদ্র হ'লে—মিথ্যা কথা, কুচক্র, কুপরামর্শ প্রভৃতিই লোকের বৃত্তি হ'য়ে পড়ে।

বলি। আমার বিবেচনায় এদের যে কোন দুরভিসন্ধি আছে, তাহা বোধ হয় না। আচ্ছা, আমি এ কার্য্যে প্রস্তুত আছি। সেনাপতি! ঘোষণা কর—সমস্ত অসুরগণ দেবগণের সহিত একত্র হয়ে মন্দরপর্ব্বত উৎপাটিত করুক্। পরে সেই পর্ব্বত সমুদ্রগর্ভে নিপাতিত ক'রে মন্থন কার্য্য সমাধা হবে, সে সময় আমি স্বয়ং উপস্থিত থাক্‌বো। হে দেবগণ! আপনারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন।

(পট-পরিবর্ত্তন)

পঞ্চম দৃশ্য



(মুসলমানের অট্টালিকা)

মুসলমান-পত্নী ও চাকরাণীর প্রবেশ।

মু-পত্নী। কুর্সি মাঙ্গাও! তোর মাগীর রকম দেখে মরি। আগাড়ি সব ঠিক ঠাক্ ক'রিস্ না। আবি হাম খাড়া রহে গা? এ কোন্ বাৎ!

চাকরাণী। বিবিজান্! সবই নতুন! এখন সব ঠিক ঠাক্ হয় নি। মোল্লা সাহেবকে সেদিন কতকগুলি লোক এসে হিমালয়ে লয়ে গেল। তারা কতকগুলি টাকা দিয়ে তো তোমায় বড় মানুষ ক'রেছে। তারপর বাড়ী হ'লো, ঘর হ'লো, এমারত হ'লো। এখন তো সব গোচ হয় নি? আগে গোচ ক'রে নি।

মু-পত্নী। আচ্ছা জল্‌দী কুর্সি লেয়াও!

(চাকরাণীর প্রস্থান, চেয়ার লইয়া পুনঃ প্রবেশ ও চেয়ার উলটা করিয়া পাতা)

এ ক্যায়ছা কিয়া। ইয়া কুর্‌সী পর তোম্ বৈঠে গা, কি হাম বৈঠে গা? এয়সা বৌরা আদমি হাম ক'বি নেহি দেখা। কুর্‌সি রাখনে নেহি জান্তা?

চাকরাণী। মাপ কিজিয়ে। হিকমৎ সব ঠিক হুয়া নেহি। নয়া হ্যায় কি না।

(মুসলমানপত্নী নিজে চেয়ার ঠিক করিয়া উপবেশন)

মু-পত্নী। একঠো গড়্‌গড়া মাঙ্গাও (চাকরাণী গমনে উদ্যত) তোম কুচ্‌ কামকা আদমী নেহি হায়। আদব কায়দা কুচ্‌ নেহি জান্তা। আরে মাগি হুকুম হোনেসে শেলাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে পিছুতে পিছতে জানা চাহি। আর সব বাত্‌মে শেলাম কর্‌না চাহি।

চাকরাণী। কাহে তুই আমায় মাগী বল্‌ছিস্? মাগী তোর চোদ্দ-পুরুষ কাল বেনে, আজ্‌ পোদ্দার, কাল কাঠ কেটে মাথায় ব'য়ে তবে খেয়ে বেঁচেছিস্, আজ ওর রকম দেখে মরি! খুসী হয় রাখ্‌, না হয় জবাব দে। আমার মাইনে দে, আমি চলে যাই।

মু-পত্নী। গোসা ক'রিস্ না, গোসা ক'রিস্ না। কায়দা শিখতে হয়, নহিলে চল্‌বে কেন।

চাকরাণী। রাখ্‌ তোর কায়দা। আমি অতো পারবো না। আর গাল দিস্ কেন?

মু-পত্নী। আরে শোন্,—শোন্ চটিস্ না,—চটিস্ না। মিঞা সাহেব আনেসে তোর তলব খুব জাস্তি ক'রে দেবো। আর অমন তুড়ে তাড়ে বলিস্ নে। আদপ কায়দা সব শিখে নিবি। তোকে হাম শ রুপেয়া বক্‌সিস্ করে গা।

চাকরাণী। এ্যাঃ শ টাকা বকসিস্ দেবে? আচ্ছা সেলাম—সেলাম, বিবি সাহেব আমি বড় গরিব। আমায় যা ব'ল্‌বে আমি তাই ক'র্‌বো।

মু-পত্নী। আচ্ছা যাও, গড়্‌গড়া মাঙ্গাও!

(শেলাম করিতে ২ পিছু হাঁটিতে ২ চাকরাণীর প্রস্থান এবং একটী ভাঙ্গা গড়গড়া লইয়া পুনঃপ্রবেশ)

মু-পত্নী। এ ক্যা হায়? রাবিস্ কাঁহাসে লে আয়া? আচ্ছা, মজ্‌লিস্ সই নাহি মিলা?

চাকরাণী। তুমি বাবু যে তাড়াতাড়ি ক'র্‌লে? এখন অত চট ক'রে কোথায় পাবো। যা পেলুম, তাই নিয়ে এলুম।

মু-পত্নী। আচ্ছা, এস্‌কো সুল্‌কাও।

(কলিকায় ফুঁ দিয়া মুসলমান-পত্নীর সম্মুখে স্থাপন)

মু-পত্নী। (তামাক খাইতে খাইতে) বইঠো—বইঠো। আমারা—আমারা কাছ্‌মে বইঠো। হাম তোম্‌কো সব কামমে হুসিয়ারী কর্ দেতা হায়। আদব কায়দা সব ঠিক্ঠাক্ কর্‌কে লেও।

চাকরাণী। আচ্ছা, তুমি বাপু হিন্দি-মিশানো কথা শিখ্‌লে কোথেকে?

মু-পত্নী। জানিস্, খোদার কৃপা হ'লে সবই হয়। খসম সাহেব আসুন, তোমায় বহুৎ রুপেয়া দিবো। তা হ'লে তুইও আমার মত হবি।

(মুসলমানের প্রবেশ)

মুসলমান। (চারিদিকে নিরীক্ষণ করিয়া) একি! এ যে রাজপুরী বিশেষ! কোথায় এলেম! এ কে? বিবি সাহেব না? আমি কি ভুল দেখ্‌ছি?

মু-পত্নী। নাহে না। এ তোমারি বাড়ী। এস—এস।

মুসলমান। তাই ত; এই ত জান্! জান্! আমি ম'র্‌তে গিয়েছিলুম। আর তুমি সব টাকা এই রকমে বর্‌বাদ্ ক'র্‌ছো? লেকেন—এ সব তোমার নেমোখারামী।

মু-পত্নী। যা যা! ছেড়া, ময়লা নিয়ে এখানে ইয়ার্কি দিতে হবে না।

মুসলমান। ও আল্লা! আমি মর্তে গিয়েছিলুম। এর হাতে টাকা কড়ি দিয়ে গিয়েছিলুম। এখন সব গেলো, সব গেলো, স্ত্রীলোকের হাতে টাকা দিলে এইরূপই হয়। আমার এই দুরবস্থা, আর ইনি বাদ্‌শাজাদী হ'য়ে ব'সেছেন।

মু-পত্নী। দেখেছো! দেখেছো! আমায় হারামজাদী ব'ল্‌লে? ঝাঁটা গাছটা কোথা গেলো রে। (ঝাঁটা লইয়া প্রহার)

মুসলমান। মারে—বাপ্‌রে—মলুম রে—গেলুম রে! দোহাই তোমার—আর ব'ল্‌বো না। তোমার যাহা ইচ্ছা কর, আর কোন কথা ব'ল্‌বো না। বিবি সাহেব! আমায় মাপ করো। এই কমাসের মধ্যে আমি কিছু খেতে পাইনি। দেবতা শালাদের পরামর্শে যেমন আমি স্বর্গে উঠেছিলুম, অমনি গ্রেপ্তার। বাবারে! পিট জ্বলে গেলো, আর পারিনে। প্রাণ যায়।

মু-পত্নী। (চাকরাণীর প্রতি) জল্‌দি এস্কো লে যাও! আচ্ছা তর্‌সে নাহায়কে এস্কো ভাল কাপড়া পেন্‌হায়কে লে আও। আর একটা দোসরা কুর্‌সী মাঙ্গাও।

[মুসলমান ও চাকরাণীর প্রস্থান।

সহরমে সব গর্‌দা সাপা হ'চ্ছে, আর এটা যেন ময়লা ভূত! তা এস্কো দেখ্‌লে রাগ হবে না কেন? এস্কো দুরস্ত কর্‌না চাহি। এ মরদ কুচ্‌ কাম্‌কা আদ্‌মী নেহি হায়। দেখ্‌ছে খোদার কৃপায় কপালে এত সম্পদ হ'য়েছে। হাম্‌লোক বড়া আদ্‌মী হো গিয়া। (হাস্য)

(মুসলমানকে লইয়া চাকরাণীর চেয়ারসহ প্রবেশ, চেয়ার পাতিয়া দেওন ও মুসলমানের তদুপরে উপবেশন)

শেলাম—শেলাম! বৈঠে—বৈঠে! বহুৎ দিন আপ্‌কো দেখা নাহি হ্যায়। তবিয়াদ্‌ ত আচ্ছা হ্যায়?

মুসলমান। আরে বাবা! আর ভাল—মন্দ। তোমার যে ঝাঁটার বহর! তা যাই হউক, এখন পেটের জ্বালায় অস্থির, প্রাণ যায়, তার কিছু উপায় করো।

মু-পত্নী। (চাকরাণীর প্রতি) আচ্ছা, এক ছিদাম্‌কো ছোটা চিংড়ি, আর এক ঢেবুয়াকে নিমক্‌ লে আও।

[চাকরাণীর প্রস্থান।

মু-পত্নী। (শেলাম করিতে করিতে) পিও—পিও! হুক্কা পিও!

মুসলমান। বাবা! পেট জ্বলে যাচ্ছে, আর হুক্কা ভাল লাগেনা।

মু-পত্নী। ফের বেয়াদবি। সব বাঙ্গালা বাত ভুল যাও, হিন্দি শিখ। আদব কায়দা শিখ। খোষমেজাজী গল্প শিখ।

মুসলমান। আরে সে ত পরের কথা। আগে প্রাণ বাঁচাও।

মু-পত্নী। আপকো সাম্‌নামে ত চাকরাণী ভেজা। জল্‌দী আবেগা, থোড়া সবুর করো।

মুসলমান। ও বাবা! এ চাকরাণী কি আমার খাবার আন্‌তে গেলো? আজ এতকাল কিছু খাইনি, এখন এক ছিদামের চিঙ্গড়ি মাছে কি হবে বিবি!

মু-পত্নী। একেবারে যাস্তি খানা বড় আদমিকে বড় খারাপ। আগাড়ি কাবাব খা লেও, ফের দো ঘণ্টা বাদ দোস্‌রা খানা হোগা।

(ছোট ছোট দুটী চিঙ্গড়ি মাছ লইয়া
চাকরাণীর প্রবেশ)

চাকরাণী। (শেলাম করিতে করিতে আসিয়া) এই লেও। বড় তক্‌লিপ ক'রে, নানা চেষ্টা ক'রে এনেছি।

(মুসলমানপত্নী কলিকায় মাছ পোড়াইয়া
মুসলমানকে দেওন)

মুসলমান। (কপালে আঘাত করিয়া) যথেষ্ট হ'য়েছে। আর না।

(চিঙ্গড়ি মাছ দুটো আহার করিয়া শেলাম
করিতে করিতে গড়্‌গড়ার নল
লইয়া ধূমপান)

মু-পত্নী। স্বর্গে গিয়েছিলে সেখানে দেখ্‌লে কি ?

মুসলমান। দেখ্‌লাম গৰ্দ্দানি। যেমন গেলুম অমনিই আটক। বলির প্রতাপে সেখানে অধৰ্ম্ম প্রচার কর্‌বার সাধ্য নাই।

মু-পত্নী। তারা দুর্গি পূজা করে না ? ওটা কি জান ?

মুসলমান। এই তো বাবা জাত বুলি ধ'রেছ।

মু-পত্নী। ভুল হুয়া, ভুল হুয়া। সব তো এখনে শিখ্‌তে পারিনি।

মুসলমান। একবার আমি আর ছোট চাচা ও মেজ চাচা, গাঙ্গুলিদের বাড়ী দুর্গি পূজা দেখ্‌তে গিয়েছিলুম সেখানে যেয়ে খাড়ায়ে শেলাম কর্‌লাম। তারা নিরমালিয়া চেন্নামের্ত্ত এনে দিলো। তা মাইরি নির্ম্মালিও না,—চেন্নামের্ত্তও না। এট্টু পানি, আর এট্টু বেলপাতা। ছোট চাচারে জিগেস্‌লাম হাতীর মুণ্ডু রাঙ্গা চোঙ্গা ওটা কিডে? সে ব'ল্লো, ওডা দুর্গির ছাওয়াল। আমি বল্লাম্ ওডা অতো রাঙ্গা চোঙ্গা হ'লো কি রকম করে? তায় ব'ল্লো যে, ঐডা দুর্গির আহ্লাদে ছাওয়াল। দেশের যত কেলা, চিনি, সব ওডারে এনে সে খাওয়ায়, তাই ও রাঙ্গা। এ দিকে আবার যাত্রা নৈছে কি জেনি দেচ্ছে—আমার গায় একটু পড়্‌ছিলো। ছোট চাচার কাছে জিগেস্‌লুম ব'ল্লে কি দিচ্ছ রে? শুঁয়ে দেখি, পেচ্ছাবের গন্ধ।

মু-পত্নী। তোম্ বড়া বে মজালিস্ কা আদ্‌মি! আতর গোলাপ জান্‌তা নাহি হ্যায়?

মুসলমান। তুই যে কথায় কথায় গাল আরম্ভ ক'রেছিস্; তুই জানিস্ যে আমি তোর খসম্।

মু-পত্নী। খসম্ তবেই আর কি? ফের বল্‌ছি সাবধান হ'য়ে কথা বল।

মুসলমান। তা যা হোক ছেলে পিলে গুলো কোথায় গেলো, তা দিগের তো দেখ্‌ছি নে!

মু পত্নী। ও সব রাবিস্! বাড়ী ঘর দরজা ময়লা করে। ওস্কো বাত্ খারাপ! উন্ লোক্‌কো হাম্ ঘর্‌সে নিকাল দিয়া।

মুসলমান। কি হারামজাদি! আমার ছেলে পিলে কে তাড়িয়ে দিয়েছিস্। আর সহেনা, সহেনা!

[বেগে প্রস্থান।

(কুঠার লইয়া পুনঃপ্রবেশ ও কুঠারদ্বারা বিবিসাহেবকে বারম্বার আঘাত করণ)

ভোগ! পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ কর।

মু-পত্নী। (পড়িয়া ছট্‌ফট্‌করণ) মলামরে—গেলুমরে—আয় তোরা রক্ষা কর। আমায় খুন করলে রে! (মৃত্যু)

(রাজপুরুষদ্বয়ের প্রবেশ)

পুলিস! খুন্—খুন্! (মুসলমানকে ধৃত-করণ)

মুসলমান। হা! খুন খুন! আমি ক'রেছি—আমি ক'রেছি! নিয়ে চলো, যেখানে হয় চলো। আমি ফাঁসী যাবো। (উচ্চৈঃস্বরে) বান্ধ! বান্ধ! আমায় সত্বর বান্ধ! ভাই সকল আমার দুরাবস্থা দেখো। যে স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করে। যে স্ত্রীর হাতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে, তার কি ফল দেখো। ছেলে পিলে সব গেলো। এখন আমি নিজের প্রাণ দিব। তাতে আমি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহি। আর না—আর না—পুলিশ আমায় নিয়ে চল।

(পট-পরিবর্ত্তন)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

(সমুদ্র)

(দেবাসুরে পর্ব্বত আনয়নপূর্ব্বক জলে স্থাপন
ও নাগদ্বারা তাহার বেষ্ঠন)

ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, পবন, যম, বলি ও বলির
সেনাপতি দণ্ডায়মান।

ইন্দ্র। পর্ব্বত তো সংস্থাপিত হ'লো। এখন নাগের কে মস্তক, এবং কে পুচ্ছ ধর্‌বে? তদ্বিষয় স্থিরীকৃত হ'ক।

বলি। অসুরেরা আরাধনার বলে, সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ, অতএব তাহারা শিরদেশ ও দেবগণ পুচ্ছ ধারণ ক'র্‌বে।

শিব। আমার আপত্তি নাই।

সকলে। তবে কারও আপত্তি নাই।

(দেবাসুরে মন্থন ও বিষের উৎপত্তি)

অসুরগণ। বাপ্‌রে—মারে—মলুম্‌রে—জ্বলে গেলো—জ্বলে গেলো বিষ! বিষ! আর রক্ষা নাই। মহারাজ! মহারাজ! এ দেবগণের চক্র। যাই-যাই—যাই প্রাণ যায়! (কাহারও পতন, কাহারও ছট্‌ফট্‌করণ)

বলি। (সক্রোধে) উঃ! ঘূর্ণিত সংসার এবে, স্থির নহে চিত্ত,—
তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, এখনি পাইবি পরিচয়।
হ'লে ধূলিসাৎ ও সুন্দর দেহ,

মম করে কেহ তায় পায় পরিত্রাণ।
স্থাবর জঙ্গম কাঁপে স্মরি মোর নামে,
ফিরিয়া যাইবে পুনঃ ভেবেছ কি মনে ?
সে চিন্তার অবসর পাইবা এখনি,
অবশ্য ক'রেছ মুগ্ধ তোরে কেবা ডরে।
ত্রিলোক বিপক্ষ হ'লে না ডরি সংগ্রামে,
কালপূর্ণ আজ তোর হ'য়েছে পাপিষ্ঠ।
তাই আজ বলিকরে পড়িলিরে আসি,
কেশরীর শিরে পদ করে কে অর্পণ।
ব্যাধের ধরিতে সাধ পক্ষী খগবরে ?
ত্রিভুবন কাঁপে যার ভীম পরাক্রমে,
চন্দ্র সূর্য্য প্রভাহীন যাহার প্রভায় !
কি সাহসে হেন কাজ কৈলি পুরন্দর !
আর না সহিতে পারি, তোর অত্যাচার।
সাবধান ! সাবধান ! হও অগ্রসর।

(অসি নিস্কাষণ)

ইন্দ্র। ক্ষমা কর, হে দৈত্যাধিপতি ! সত্বর উপায় হবে ; আমার ছল চাতুরী কিছুই নাই। (কর জোড়ে) হে শম্ভু ! হে পিনাকি ! তোমা ভিন্ন গতি নাই। হরির আদেশ বিফল হয়, সৃষ্টিনাশ হয়, রক্ষা কর !

নমস্তেস্তু শূলপাণে, নমস্তে বৃষভধ্বজঃ
জীমূতবাহন কবে, শর্ব্ব ত্র্যম্বক শঙ্কর !
মহেশ্বর হরেশান সুবর্ণাক্ষ বৃষাকপে
দক্ষযজ্ঞক্ষয়কর কালরূপে নমোস্তু তে।

হে দেবাদিদেব! রক্ষা কর। সংসার যায়।

শিব। বল, কি ক'র্‌তে হবে? যাতে সকলের মঙ্গল হয়, তজ্জন্য আমি প্রস্তুত আছি।

ইন্দ্র। হে যোগেশ্বর! আপনার তুল্য ক্ষমতাশালী এ জগতে আর কেহ নাই। এই মহাবিষ পান ক'রে—সৃষ্টি রক্ষা ক'রুন।

শিব। ভাল।

(হাঁটুগাড়িয়া বসিয়া গণ্ডূষদ্বারা বিষপান)

সকলে। (উঠিয়া) আঃ! পরিত্রাণ পেলুম, বাঁচ্‌লুম, শরীর জুড়াল।

বলি। দেবরাজ! বল, এখন কি ক'র্‌তে হবে?

ইন্দ্র। পুনরায় মন্থন করা উচিত।

বলি। ভাল, সকলে পুনরায় মন্থন কর।

(পুনর্ম্মন্থন ও সুধাভাণ্ড হস্তে লক্ষ্মীর উৎপত্তি)

সকলে। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! কি রূপমাধুরী!

দৈত্যসেনাপতি। প্রফুল্ল-কমল যথা সুনির্ম্মল জলে—
আদিত্যের জ্যোতিঃ দিয়া আঁকে সুমূরতি,
প্রেমের সুবর্ণ রঙ্গে সুনেত্রা যুবতী
চিত্রিছ এ ছবি তুমি হৃদয়সুস্তনে।
মোছে তারে হেন কার আছে লো শকতি,
যতদিন ভ্রমি আমি এ মহীমণ্ডলে।

(ধরিতে অগ্রসর)

বলি। সাবধান! কেহ স্পর্শ ক'রনা। আপনি এক পার্শ্বে স'রে দাঁড়ান।

(মোহিনীমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক নারায়ণের প্রবেশ)

(২৮)

গীত।

মোহিনী। যে প্রাণ দিয়ে প্রাণ নিতে পারে বাঁধা থাকি তাঁরি।
বিনা মূল্যে কিন্‌তে পারে প্রেমের কাণ্ডারী ॥
যে মজেছে প্রেম-রসে,
থাকি আমি তারি বসে,
অরসিকের মিছে হাসি ভালবাসিনা মানসে ;
যে বেঁধেছে সেই বুঝেছে কেনা আমি আছি তারি ॥

শিব। আহা! মরি—মরি! এমন রূপ কখনও নয়ন-গোচর ক'রি নাই। স্বরে—কোকিলের রব, বীণা প্রভৃতি সকলকেই পরাজয় ক'রেছে। আমার শরীরও পঞ্চশরে দগ্ধ হ'চ্ছে। হে ললনে! তুমি কে? আমি তোমার নিতান্তই আশ্রিত, আমার প্রতি নিদয় হ'য়োনা।

(মোহিনীকে ধরিতে শিব উদ্যত, মোহিনীর পলায়ন-চেষ্টা। শিবের তৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান ও মোহিনীকে ধৃতকরণ, অকস্মাৎ হরিহরের অপূর্ব্ব সম্মিলন)

(হরিহরের প্রস্থান, পুনরায় হরের প্রবেশ
ও পশ্চাৎ হরির প্রবেশ)

সকলে। নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ, নমস্তে বিশ্বতারণ।
নমস্তেঽস্তু গদাপাণে, নমস্তে পুরুষোত্তম ॥
নারায়ণ জগদ্ধাত, জগন্নাথ গদাধর।
ত্বমাদিঅন্তো ভগবন্, নারায়ণ নমোঽস্তুতে ॥

হরি। সমুদ্র-মন্থনে কি প্রাপ্ত হ'য়েছ ?

বলি। হে নারায়ণ! হে ভগবন্! এই লক্ষ্মীদেবীর উৎপত্তি হ'য়েছে। এঁর রূপে, দেবাসুর সকলেই মুগ্ধ। হস্তে সুধাভাণ্ড, অতি আশ্চর্য্য কাণ্ড! সকলি তোমার খেলা। আপনার অপেক্ষায় সকলি নিরস্ত আছে। লক্ষ্মীদেবীকে কে প্রাপ্ত হবে, আজ্ঞা করুন।

লক্ষ্মী। হে অনাথবন্ধো! শরণাগত দাসীকে চরণে স্থান দিন। দাসী শ্রীচরণে বঞ্চিতা না হয়।

হরি। দেবাসুরগণ! ওষধি হ'তে না হয়, এমন বিষয় নাই। বৃক্ষাদি পরমাণুসংযোগে সকলই উৎপত্তি হ'তে পারে। এতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই সকল হ'তেই উৎপত্তি, ইহা আমার ইচ্ছা ও নিয়ম। যাবতীয় জাগতিক পদার্থ এবং আমি সেই ব্রহ্মতেজ হ'তে উৎপত্তি লাভ ক'রেছি এবং সেই ব্রহ্মতেজ হ'তে সূর্য্যের উৎপত্তি হ'য়েছে। আমি সূর্য্যকে স্থির বায়ুতে সংস্থাপন ক'রে শূকরমূর্ত্তি ধারণ করতঃ জলমগ্ন পৃথিবীকে উত্তোলনপূর্ব্বক সূর্য্যের আকর্ষণে পৃথিবী যোজিত ক'রেছি। আমার নিয়মে ও নিয়োগে ক্রমে সমস্ত উৎপত্তি

হয়। আমার বিবেচনায় লক্ষ্মীর হাতে মালা দাও, উনি যাকে হয়, বরণ করুন।

সকলে। উত্তম! উত্তম! আর আপত্তি নাই।

(লক্ষ্মীর হস্তে মাল্য অর্পণ। চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া লক্ষ্মী কর্ত্তৃক হরি-গলে মাল্যদান)

সকলে। দয়াময় হরি! একবার যুগলরূপে দণ্ডায়মান হউন। দর্শনে নয়ন সার্থক করি।

[যুগলমিলন]

সকলে। জয়—জয়! জয় হরির জয়! জীবন সার্থক হ'লো, নয়ন পবিত্র হ'লো। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

(নারদের প্রবেশ)

(২৯)

গীত।

নারদ। শমন ভয়-বারণ তুমি হে জনার্দ্দন,
করি তোমায় সাধনা।
মহাঘোরে অন্ধ সদা, ভুলিয়ে নাম মহামন্ত্র,
অলস রসনা॥

নশ্বর জীব এ ভবে কর মনে ধারনা।
ত্যজি অনিত্য ভজহ নিত্য যাবে ভব-বাসনা॥
থাকিতে দিন বচন শুন, পরে আর পাবে না।
নয়ন ভরি হের হরি লক্ষ্মী কমল-আসনা॥
কাল রজনী এলে পরে পাবে শমন-যাতনা।
তখন নাহি সময় পাবে, হরি বলি ডাক না॥



(পট-ক্ষেপণ)

পঞ্চম অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।

(বলির গৃহ)

বলি আসীন।

বলি। এখন কি কার্য্য করি! এখন কি কার্য্য ক'র্‌লে শান্তি হয়। অন্তঃকরণে শান্তি নাই কেন? অনেক কার্য্য ক'রেছি। কিন্তু অন্তঃকরণে শান্তি পাচ্ছি না—গুরু শুক্রাচার্য্য ভিন্ন এর সদ্‌যুক্তি কেহ বল্'তে পার্‌বে না। কে আছে এখানে?

(দূতের প্রবেশ)

গুরু শুক্রাচার্য্যকে এখনি এখানে ডেকে নিয়ে এস। বিলম্ব না হয়।

[দূতের প্রস্থান।

চিন্তা! চিন্তায় মনকে পাগল ক'র্‌লে। সকলি হরির ইচ্ছা। কতই দেখাচ্ছেন, কতই ভাঙ্গছেন, আর কতই গড়ছেন। এই ত্রিলোকের অধীশ্বর হ'য়েও শান্তি নাই।

(শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ)

(প্রণাম করিয়া) আসতে আজ্ঞা হোক।

শুক্রাচার্য্য। এ অসময়ে আমাকে স্মরণ ক'রেছেন কেন? মহারাজের সমস্ত কুশল তো? রাজ্যের সমস্ত মঙ্গল তো?

বলি। আপনার আশীর্ব্বাদে সমস্তই কুশল। কিন্তু প্রভো! মন বড় চঞ্চল হ'য়েছে, এই জন্যই আপনাকে আহ্বান ক'রেছি। এতকাল রাজকার্য্য ক'ল্লুম, সুখবিলাস নানারূপ ভোগ হ'য়েছে। এখন আমার চিত্ত অত্যন্ত অস্থির হ'য়েছে। আমার বিবেচনায় একটী যাগ করা কর্ত্তব্য।

শুক্রাচার্য্য। মহারাজ! বলেন কি? আপনার দ্বারা কোন্ কার্য্য না হ'য়েছে। সর্ব্বদা যাগ যজ্ঞ করেছেন, এখন কোন্ যাগ—কোন্ যজ্ঞ, বাকী আছে? অধর্ম্ম আপনার ধর্ম্মে পালিয়ে লোকালয়ে গিয়েছে।

বলি। প্রভো! যাই বলেন। অন্তঃকরণে শান্তি পাই না। প্রার্থনা একটী বৃহৎ যাগের পরামর্শ দিন।

শুক্রাচার্য্য। তাই তো! কোন যাগ করাবো তাতো দেখি না। সকল প্রকার কার্য্যই তো বারম্বার হ'য়েছে। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা যদি নিতান্তই অভিপ্রায় হ'য়ে থাকে, তবে অশ্বমেধ যাগের অনুষ্ঠান করুন্। রাজন্! বারম্বার যজ্ঞ ক'র্‌লে—সর্ব্বদা ঈশ্বর ল'য়ে আমোদ আহ্লাদ ক'র্‌লে, তাতে একমন হয়। আর দেখ! বালি অত্যন্ত উত্তপ্ত ক'র্‌লে কাঁচ ও হীরক প্রভৃতি খনিজ ধাতু জন্মে। বিল্বকাষ্ঠ নিম্বকাষ্ঠ, ডুমুরকাষ্ঠ এবং সমিধ, ঘৃত ইত্যাদি ওষধি-সংযোগে যে ধূম নির্গত হয়, তাহাতে বায়ু পরিষ্কার করে, মেঘ জন্মে ও নির্ম্মল বারিবর্ষিত

হয়, পৃথিবীর শক্তি বৃদ্ধি করে; অতএব মহারাজ! আপনি অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী হ'ন।

বলি। এ অতি উত্তম পরামর্শ। কিন্তু প্রভো! দেবগণ ব্যতীত তো যজ্ঞ সম্পন্ন হবে না! তারা যে আমা হ'তে বিতাড়িত হ'য়ে কোথা কে আছেন জানি না।

শুক্রাচার্য্য। নারদ ব্যতীত এর কোন ব্যবস্থা হবে না। আচ্ছা আমি তাঁকে চিন্তা ক'র্‌ছি। (চিন্তা)

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। মহারাজ! আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন। কি জন্য স্মরণ ক'রেছেন?

বলি। (প্রণাম করিয়া) প্রভো! আপনি ভূতভবিষ্যদ্‌জ্ঞাতা এ দীনের প্রতি প্রসন্ন হউন।

নারদ। মহারাজ! রাজাদেশ প্রতিপালন জন্য সর্ব্বদাই নিয়োজিত আছি। আজ্ঞা করুন কি ক'র্‌তে হবে?

বলি। প্রভো! আপনাদের বল, বুদ্ধি, পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্য্যই হয় না। আমার মন নিতান্ত অস্থির হয়েছে, শান্তিদেবী আমাকে পরিত্যাগ ক'রেছেন, এই জন্য গুরুদেবের সহিত মন্ত্রণা করায়, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ব্যবস্থা ক'র্‌লেন। এতে আপনার মত কি?

নারদ। অতি উত্তম যুক্তি হ'য়েছে। মহারাজ! আপনি সৎকার্য্যে সততই নিযুক্ত আছেন। আর আপনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন! ভাল, ভাল, হরিবোল! হরিবোল! মহারাজ আমাকে কি কর্‌তে হ'বে?

বলি। আপনি ব্যতীত কোন কার্য্যই সম্পাদন ক'র্‌তে পার্‌বো না।

নারদ। অবশ্য ক'র্‌বো।

বলি। প্রভো! দেবগণ ব্যতীত যজ্ঞ কিরূপে সম্পন্ন হবে? তারা যে কে কোথা আছেন, তাহা আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আপনি জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা সমস্ত দর্শন ক'চ্ছেন। আমার প্রার্থনা, সমস্ত দেবগণ, সিদ্ধ, চারণ, ও গন্ধর্ব্ব সকলে যা'তে এখানে পদার্পণ করেন, তজ্জন্য আপনি প্রস্তুত হন!

নারদ। (হাস্য করিয়া) হরিবোল! হরিবোল! আমি পরম সন্তোষ লাভ ক'র্লেম। সে তো আমারই কার্য্য—এই ভার আমি গ্রহণ ক'র্লেম। তজ্জন্য আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। যজ্ঞে সকলেরই আগমন হবে, কেউ বাকী থাক্‌বে না।

বলি। সকলকে আমার অভিবাদন জানিয়ে ব'ল্‌বেন, আমি যার নিকট যে অপরাধ ক'রেছি, মার্জ্জনা ক'রে যজ্ঞ-নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রুন।

নারদ। কোন চিন্তা ক'র্বেন না। কেহ বাকী থাক্‌বেন না। যদি ক্রুটী হয়, আমায় অপমান ক'র্বেন।

বলি। আর আপনি সিদ্ধর্ষি, রাজর্ষি—এ সকলকেও নিমন্ত্রণ ক'র্বেন।

নারদ। সব হবে; এখন আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

বলি। গুরুদেব! তবে আর এখানে আমাদের প্রয়োজন কি? চলুন, যজ্ঞের আয়োজন করি গিয়ে।

(পট-পরিবর্ত্তন)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(বলির যজ্ঞাগার)

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, যম, পবন, নারদ,*
শুক্রাচার্য্য, ঋষিদ্বয়, দূত, বলি-সেনাপতি
ইত্যাদি আসীন।

[যজ্ঞবস্তু স্তরে স্তরে সাজান, সম্মুখে
উচ্চাসন, পার্শ্বে অশ্ব]

শুক্রাচার্য্য। আপনাদের আদেশ হ'লে, মহারাজকে সংবাদ দেওয়া যায়।

সকলে। অবশ্য, অবশ্য। পূর্ব্বাহ্নে কার্য্য করাই উচিত।

১ম ঋষি। আরে—এ বৃহৎ ব্যাপার! এ তামাসার কথা নয়। র'য়ে ব'সে না ক'র্‌লে চ'ল্‌বে কেন।

২য় ঋষি। আরে ভাই! র'য়ে ব'সে ক'র্‌তে বারণ ক'র্‌ছে কে? পূর্ব্বাহ্নে আরম্ভ করাটা ত উচিত। না হয়, আমি তোমার সঙ্গে বিচার ক'র্‌তে প্রস্তুত আছি।

১ম ঋষি। আমি কি বিচার ক'র্‌তে পরাঙ্মুখ? আচ্ছা, এস, মধ্যস্থ স্থির কর।

শুক্রাচার্য্য। আপনারা ক্ষান্ত হউন। আমি অবিলম্বে মহারাজকে নিয়ে আস্‌ছি।

[প্রস্থান।

(রাজা, রাণী ও শুক্রাচার্য্যের পুনঃপ্রবেশ)

সকলে। আসুন, আসুন। আসন পরিগ্রহ ক'রুন।

(রাজা ও রাণী সকলকে নমস্কার করিয়া যজ্ঞবেদীর
* সম্মুখস্থ আসনে উপবেশন, শুক্রাচার্য্যের
নিজ আসনে উপবেশন)

বলি। আমার রাজ্য পবিত্র, আমার দেহ পবিত্র, নয়ন পবিত্র। আমার আজ সৌভাগ্যের সীমা নাই।

নারদ। মহারাজের আদেশে, সকলেই উপস্থিত হ'য়েছেন।

বলি। সকলই আপনার দয়া। আপনি ভিন্ন কোন্ কার্য্য হ'য়ে থাকে? সৈন্যাধ্যক্ষ! যজ্ঞাশ্ব চতুর্দ্দিক্ জয় ক'রে এসেছে ত?

সৈন্যাধ্যক্ষ। মহারাজের প্রতাপে কার সাধ্য অশ্বের গতি রোধ করে। অশ্ব চতুর্দ্দিক্ জয় ক'রে, কর সংগ্রহ ক'রে—প্রত্যাবর্ত্তন ক'রেছে। এই সেই অশ্ব।

২য় ঋষি। পূর্ব্বাহ্ণ উত্তীর্ণ হ'য়ে যায়। সত্বর কার্য্যে ব্রতী হওয়া উচিত।

বলি। (নারদের প্রতি) কই প্রভো! যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ কোথা? উচ্চাসন শূন্য, কে কার্য্য সমাধা ক'রবে? অগতির গতি হরি, তিনি বিনা কিরূপে কার্য্য সম্পন্ন হবে? এই দীনের প্রতি কি তাঁর কৃপা হবে না?

নারদ। হরিবোল—হরিবোল। মহারাজ! চিন্তিত হবেন না।

তাঁর সময়ে তিনি অবশ্যই আস্‌বেন। তাঁর সময় তিনিই জানেন। তবে—আস্‌বেন নিশ্চয়ই।

২য় ঋষি। আরে—মাথা মুণ্ডু, পূর্ব্বাহ্ণ উত্তীর্ণ হ'য়ে যায় যে।

শিব। তা—যখন নারদ ব'ল্‌ছেন আস্‌বেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই আস্‌বেন। দান কার্য্যের বাধা ত আমি কিছুই দেখি না। আমার বিবেচনায়, দান আরম্ভ হওয়া উচিত।

সকলে। সৎযুক্তি বটে, সৎযুক্তি বটে। (প্রথম ঋষির প্রতি) আপনি আপনার আসনে উপবেশন করুন।

(ঋষির যথাস্থানে উপবেশন)

১ম ঋষি। (বলি ও বিন্ধ্যাবলীর প্রতি) আচমন কর। (হাতে কুশ ও তুলসী দিয়া) বল, বিষ্ণুঃ বিষ্ণুরোমস্ত চৈত্রে মাসি শুক্লপক্ষে পৌর্ণমাস্যাং তিথৌ অসুর-গোত্রায়া বলি ও বিন্ধ্যাবলী দানকালে ভবন্তীহ।

(দানকরণ)

বলি। ওই যে ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণটী আস্‌ছে, আহা! কিবা রূপ। শরীর হ'তে যেন সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিঃ ফুটে বেরুচ্ছে।

(গান গাহিতে গাহিতে বামনের প্রবেশ)

(৩০)

গীত।

কে ভিক্ষা দেবে এসেছে ভিখারী।
আমার ত কেউ নাই, আমি ত সবারি॥

বিন্ধ্যাবলী

দে রে ভিক্ষা দে—
আমার কত শত বেড়ায় কেঁদে কেঁদে,
তাই আমি ঘুরে ঘুরে, ভিক্ষা সাধি রাজ-দ্বারে;
মনের মত ভিক্ষা পেলে বাঁধা থাকি তারি ॥

বলি। আসুন, আসুন। উপবেশন ক'রুন।

(বামনের আসন গ্রহণ)

শুক্রাচার্য্য। রাজন্! একে চিন্তে পার্‌ছেন না? সাবধান, অনর্থ ঘট্‌বে।

বলি। আপনি কে? আগমনের প্রয়োজন কি ব'লুন?

বামন। আমি সামান্য দরিদ্র ব্রাহ্মণ। শুন্‌লুম, আপনি মহাযজ্ঞে ব্রতী; তাই কিঞ্চিৎ যাচ্ঞা ক'রতে এসেছি।

বলি। হে বিপ্রবর! আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। কি প্রার্থনা, আজ্ঞা ক'রুন?

বামন। মহারাজ! আমি সামান্য দুঃখী ব্রাহ্মণ। আমার প্রার্থনাও অতি সামান্য। অনুগ্রহপূর্ব্বক যদি প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হন, তা হ'লে আমি সাহসে ভর ক'রে ব'ল্‌তে পারি; নচেৎ আমার সাহস হয় না।

শুক্রাচার্য্য। রাজন্! সাবধান, এ চক্রী, এর চক্র বোঝা ভার।

বলি। গুরো! বলেন কি? এই ব্রাহ্মণকে যদি দান দিতে কুণ্ঠিত হব, তবে দান ক'রবো কাকে? হে ব্রাহ্মণ! আপনি যেই

হ'ন, আমি প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি, তুমি যা প্রার্থনা ক'র্‌বে, আমি তাই দিব।

শুক্রাচার্য্য। শুন্‌লে না? এখনও শুন্‌লে না? সর্ব্বনাশ হবে, আর বিলম্ব নাই।

বামন। ধন্য রাজন্! ধন্য পুণ্যবন্! এই সামান্য ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের কথায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'লেন। আমি আপনার নিকট ত্রিপাদ-মাত্রভূমি প্রার্থনা করি।

বলি। (সহাস্যে) একি প্রার্থনা! আমি আপনার জন্য সমস্ত ত্রিভুবন দানে প্রস্তুত। বিবেচনাপূর্ব্বক আদেশ ক'রুন।

বামন। আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, ত্রিপাদভূমি পেলেই যথেষ্ট। একখানি কুশাসন পেতে ব'স্‌তে পার্‌লেই হ'ল।

বলি। আচ্ছা! আমি আপনাকে—

শুক্রাচার্য্য। করেন কি? করেন কি? ক্ষান্ত হউন। ক্ষান্ত হউন। একেবারে সর্ব্বনাশ কর্‌বেন না। এখনও আমার কথা রাখুন। (হস্ত ধারণ)

বলি। আশীর্ব্বাদ করুন্। এ মহৎ কার্য্যে আর বাধা দিবেন না।

বামন। হে শাস্ত্রজ্ঞ! তুমি জ্ঞানী, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণকুলে জন্ম। তুমি দানে বাধা দাও! অভিসম্পাতের ভয় কর না?

শুক্রাচার্য্য। আর আমি বাধা দিব না। তোমার যাহা অভিরুচি হয়, কর।

বলি। আচ্ছা, আমি আপনাকে ত্রিপাদ ভূমি দান ক'র্‌লাম। কোথা হ'তে নেবেন ব'লুন।

বামন। (গাত্রোত্থান করিয়া) এই দেখুন, আমি এক পদে স্বর্গ, আর অপর পদে যাবতীয় স্থান অধিকার ক'র্‌লেম। এখন তৃতীয় পদস্থাপনের জায়গা দিন।

শুক্রাচার্য্য। কেমন, হয়েছে! এখন স্থান দাও!

বামন। আমি আর বিলম্ব ক'র্‌তে পারি না। দিতে হয় দাও, নইলে এখনই নরকে যাবে। তুমি জান, প্রতিজ্ঞাপালন না ক'র্‌লে ঘোর নরক হয়। আমি এখনি তোমাকে বন্ধন ক'রে নরকে পাঠাব।

বলি। (সহাস্যে) হরি, নারায়ণ, ভগবান্, আপনি লীলাময়। কিন্তু আপনার ছলনায় আমি ভীত নই।

(স্তব)

ওঁ নমস্তে দেবাদিদেব, বাসুদেব একশৃঙ্গ বহুরূপ।
বৃষাকপে ভূতভাবন, সুরাসুরমথন, শ্রীনিবাস সুরপতি॥
সুরবিনির্ম্মিতাবাস অনিমিত্ত কপিল মহাকপিল।
বিষ্বক্‌সেন নারায়ণ ধ্রুবধ্বজ কালধ্বজ বৈকুণ্ঠ পুরুষোত্তম॥
বরেণ্য বিষ্ণু অপরাজিত জয় জয় পূর্ণযশ কিতবার্ত্ত।
মহাদেব, অনাদি, অনন্ত, আদ্যন্ত, মধ্য নিধন পুরঞ্জয় ধনঞ্জয়॥

বামন। ও সব আমি শুন্‌তে চাই না। প্রতিজ্ঞা পালন কর। আমার এই পদের স্থান দাও। নচেৎ নরকস্থ হও।

বিন্ধ্যাবলী। (চরণে ধরিয়া) হে হরে, হে অনাথবন্ধো, কি ক'ল্লেন! হা বিধে! রাজার এই অবস্থা ক'র্‌লে, কোন্ প্রাণে সই! এ দিকেও সর্ব্বনাশ ও দিকেও সর্ব্বনাশ। হায় নাথ! আপনিই তো আপনার কাল। হরি হে, আপনার অবোধ সন্তানকে রক্ষা ক'রুন্। এই নিদান সময়ে—আপনার রাঙ্গা চরণ ব্যতীত গতি নাই, সকলি আমার অদৃষ্ট ফল। এই অন্তিমকালে মোক্ষ ফল দিন। হে জগজ্জীবন! শুনেছি আপনি পতিতপাবন, দয়াময়! আপনার নামের মাহাত্ম্য রাখুন।

(৩১)

গীত।

পদে ধরি, ওহে হরি, ছাড় ছলনা।
সকলি গিয়াছে, কি আছে, বল না॥
সতীর মিনতি পদে ওহে নারায়ণ,
মরুতে ঢালিয়া বারি রাখ এ জীবন,
(তুমি বই আর গতি নাই হে)
নইলে অনলে পশিব, এ জীবন দিব,
(এ জীবনে আর কি ফল বল)
ভিখারিণী হ'য়ে রব না।
মরি মরি হরি দাও পদতরি, চিরদুখিনী আর ক'রোনা॥

বামন। বলি! আর বিলম্ব কেন? সত্বর হও, নচেৎ নরক নিকট। আমি আর বিলম্ব ক'র্‌তে পারি না।

শুক্রাচার্য্য। কেমন দাও,—দাও দান! বিলম্ব কর কেন?

বলি। প্রভো! স্থির হউন। আমি দানে কখনও পরাঙ্মুখ হব না। হে হরি, আমি নরকেও যাব না। আপনার পদের স্থান দিলেই তো হ'লো। এই আমার মস্তক আছে, পদ সংস্থাপন করুন।

সকলে। ধন্য! ধন্য বলিরাজ!

বামন। (বলিকে উঠাইয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক) ধন্য রাজন্!

আপনার কার্য্যে আমি নিতান্তই সন্তোষ লাভ ক'র্‌লেম। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে আপনার এই চরিত্র ঘোষিত হবে। আপনার নিকট পরাজয় স্বীকার ক'র্‌লেম। এখন আপনার নিকট একটী বর প্রার্থনা করি।

বলি। আজ্ঞা ক'রুন, ভৃত্য সমস্ত কার্য্য করিতেই প্রস্তুত।

বামন। আমি দেবতাদের দুঃখে নিতান্ত কাতর হ'য়েছি। আমার ইচ্ছা আপনি একশত বৎসর পাতালপুরীতে বাস ক'রুন। আপনার জন্য সেখানে সুন্দরপুরী নির্ম্মাণ ক'রে রেখেছি। আমি সর্ব্বদা লক্ষ্মীসহ আপনার হৃদয়ে বাস ক'র্‌বো। আমি স্বয়ং গদাহস্তে নিয়ত আপনার দ্বাররক্ষা ক'র্‌বো। আপনার সেখানে একাকী থাক্‌তে কষ্ট বোধ হবে। আমি প্রহ্লাদকে স্মরণ কর্‌ছি। (চিন্তা)

(প্রহ্লাদের প্রবেশ)

প্রহ্লাদ তোমার প্রতি আমার এই আদেশ, যত কাল বলিরাজ পাতালপুরে বাস ক'র্‌বেন, ততকাল তুমি বলির সহিত সেখানে বাস ক'র্‌বে। দে'খ্‌বে, বলিরাজের কোন কষ্ট না হয়। আর আমিও সতত উপস্থিত থেকে এঁকে রক্ষা ক'র্‌বো। আর আমি প্রতিশ্রুত হ'চ্ছি, একশত বৎসর পরে পুনরায় বলিরাজকে স্বর্গের ইন্দ্রত্ব দান ক'র্‌বো।

বলি। দাসের সৌভাগ্যের সীমা নাই, আমি এর চেয়ে আর কিছুই প্রার্থনা করি না।

বিন্ধ্যাবলী। নমঃ নমঃ নারায়ণ অখিল পাবক।
নমঃ যজ্ঞাধার হিরণ্যাক্ষবিনাশক॥

নমস্তে নৃসিংহরূপ দৈত্যবিনাশন।
নমঃ সর্ব্বময় নমঃ জগতপালন॥
জগতপালক নমঃ নমঃ জগৎপতি,
নমঃ কূর্ম্ম অবতার মোহিনী মূরতি॥
নমঃ যাগপরায়ণ নমঃ যোগরূপ,
নমঃ জগৎকর্ত্তা তুমি সবাকার ভূপ।
নমঃ জগৎ ভর্ত্তা তুমি নমঃ নারায়ণ,
সর্ব্বভূতে আত্মরূপে তোমার ভ্রমণ।
তুমি সৃজ তুমি পাল করহে সংহার।
তোমার বিভূতি দেব সকল সংসার॥
হে হরি! দাসীর গতি কি হবে?

(৩২)

গীত।

কি বুঝিবে এ অধিনী লীলা তব লীলাময়,
ভব লীলা সাঙ্গ মম হ'লো বুঝি দয়াময়।
সহেনা যাতনা আর, কাঁদে প্রাণ অনিবার,
সবাকার শবাকার, প্রাণ নাহি যায়।
সতীর জীবনপতি, সে বিনে কি হবে গতি,
এ দাসীর কর গতি হও হে সদয়॥

বিন্ধ্যাবলী। নাথ! হৃদয়রতন! কোথা যাবে? দাসীকে ফেলে কোথা যা'বে? তোমা ভিন্ন যে আর দাসীর গতি নাই।

নাথ! যেখানে যাও, চিরসঙ্গিনীকে সঙ্গে লও। হে হরি! দাসীকেও চরণে স্থান দিন।

(৩৩)

গীত।

বামন। মা, মা, তুমি আমার মা।

বিন্ধ্যাবলী। তুমি ভকত জীবন, বিপদভঞ্জন, রাখ রাখ এ দাসীরে।
বিপদে পড়িয়ে, ডাকি হে তোমারে, রেখো পদে অধীনীরে
(ওহে ভক্তের জীবন)

বামন। মা নাই যার, সকলি অসার, দুখভরা এ সংসারে।
তাই মা তোমারে, স্মরি বারে বারে, কোলে নে মা আদরে।
(আমি মায়ের আদর ভুলে গেছি)

বিন্ধ্যাবলী। ওহে কৃপাসিন্ধু, বিপদের বন্ধু,
জগৎপাতা তুমি হরি!
ভজন-পূজন-বিহীন যে জন,
দাও তারে চরণতরী।
(তোমায় বিপদ-ভঞ্জন সবাই বলে)

বামন। মা সম্বর রোদন, করি নিবেদন,
লও গো মা মোরে কোলে।
সংসার-যাতনা, ভুগিতে হবেনা,
যাও মা পতি-সদনে॥

বিন্ধ্যাবলী। হে প্রভো! হে হরি! দাসীর আর কিছুই প্রার্থনা নাই।

সকলে। হরিবোল—হরিবোল! জয় হরিবোল!

(৩৪)

গীত।

গোবিন্দে করুণা কর, হর-হৃদিবিলাসিনি।
দীনজনে দাও দেখা দনুজ-দল-নাশিনি॥
আছে মাগো এ সংসার, ঘেরি দুখ-পারাবার
পারাবারে কর পার চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনি।
ফলে ফুলে মনোহরা, কর পূর্ণ বসুন্ধরা,
যেন তব সন্তানেরা কাঁদেনা দিবা রজনী।
সুজলা সুফলা পৃথ্বী, হয় যেন প্রজাবৃদ্ধি,
এই ভিক্ষা কর সিদ্ধি সিদ্ধিদাতাপ্রসবিনি।
কেশরবাহিনী, জগতজননী,
জগত উজলী আসিল রে।
কৈলাস ত্যজিয়ে, ধরায় আসিয়ে,
অভয় দানিতে সন্তানে রে॥
নাহি ভয় শমনেরে, শোকতাপ যাবে দূরে,
ডাক সবে অভয়ারে ভবভয়বারিণি।
তোমার চরণ বন্দে পাইলাম মনানন্দে
চরণে রেখো গোবিন্দে মহিষাসুর-মর্দ্দিনি॥